পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 290 Saturday, 20 September, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৯০ সংখ্যা ✱ ৩ আশ্বিন ১৪৩২, শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ

সংবাদ সংস্থা, সিঙ্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ জনপ্রিয় অসমিয়া গায়ক এবং সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গ প্রয়াত। সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এতেই প্রয়াত জুবিন। তিনি নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন, যেখানে আজই তার পারফর্ম করার কথা ছিল। বয়স হয়েছিল ৫২। শুধু অসমে নয়, বাংলা এবং বলিউডের সঙ্গীত জগতেও তিনি নিজের বিশেষ ছাপ রেখেছেন। 'গ্যাংস্টার' ছবির 'ইয়া আলি' গানটি গেয়ে দেশের সঙ্গীতপ্রেমীদের মন জয় করেছিলেন তিনি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, স্কুবা

ডাইভিং করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন জুবিন। এরপর সিঙ্গাপুর পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছিল। অবশেষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার খবরে তার অসংখ্য অনুরাগী এবং ভক্তরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। জুবিনের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর আসাম, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শোকবার্তা আসতে শুরু করেছে। তার অসংখ্য অনুরাগী এবং ভক্তরা সামাজিক মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রয়াত গায়ককে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ রিপু বোরা এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লিখেছেন, 'আমাদের সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর কণ্ঠ, সংগীত এবং অপরাজেয় মনোবল অসম এবং এর বাইরে বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর পরিবার, ভক্ত এবং প্রিয়জনদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। শান্তিতে বিশ্রাম নিন, কিংবদন্তি।' জুবিন গর্গের আকস্মিক মৃত্যু দেশের সঙ্গীত জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করেছে।

প্রয়াত ডাঃ প্রণব কুমার বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া ১৯ সেপ্টেম্বরঃ হাওড়ার দক্ষিণ বাকসাড়ার বাসিন্দা ডাঃ প্রণব কুমার বিশ্বাস আজ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৭৩ বছর। পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন

তিনি। ১৯৬৮ সালে থানামাখুয়া মডেল হাইস্কুল থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারি ছিলেন তিনি। কর্মজীবনে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, আর.জি. কর হাসপাতালে সফল চিকিৎসকের সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ করেন। উনি সবসময় দুঃস্থ রোগীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এমনকি বিনা অর্থেও রোগী দেখে গেছেন। মৃত্যুর সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বর্তমান। তাঁর মৃত্যুতে চিকিৎসা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। ডাঃ বিশ্বাস সুচিকিৎসা স্বাস্থ্য পত্রিকার সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন। ওঁনার মৃত্যুতে দুরন্ত প্রকাশনী পরিবারের সকলেই মর্মাহত ও ব্যথিত। প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলেই তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ভাতা দেওয়া যাবে না!

চাকরিহারাদের মামলায় নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি চাকরিহারাদের ভাতা মামলায় বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে আগেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল আদালত। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল রাজ্যের উচ্চ আদালত। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ভাতা দেওয়া যাবে না। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যারা গ্রুপ সি-তে কর্মরত ছিলেন তাদের ২৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে এবং যারা গ্রুপ ডি-র কর্মী ছিলেন তারা ২০ হাজার টাকা ভাতা পাবেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই এর বিরোধিতায় মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহারই এজলাসে। সেই সময়ই আদালত স্পষ্ট করেছিল, কোনও ভাবেই এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

গ্রহণযোগ্য নয়। আর এই সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। এই মামলায় প্রথমেই কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছিল, যাদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার তারা কীসের ভিত্তিতে এই টাকা পাবেন এবং ২৫ হাজার বা ২০ হাজার টাকার অঙ্কটাও কী ভিত্তি নির্ধারিত হল। সরকার ঠিক কী ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা জানতে চায় রাজ্যের উচ্চ আদালত। বিশেষত, যাদের আর্জি সুপ্রিম কোর্টও গ্রহণ করেনি তাদের কেউ কেন ঘরে বসে টাকা পাবে তাও রাজ্য সরকারের থেকে, এই নিয়েই আপত্তি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলে থাকা প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই ২৬ হাজার জনের মধ্যে রয়েছেন গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীরাও। তাঁদের জন্যই গত মে মাসে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে নেমেছিলেন চাকরিহারারা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি কারণ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই আবারও পরীক্ষায় বসতে হয়েছে তাঁদেরকে। চলতি মাসেই ৭ এবং ১৪ তারিখ এসএসসি-র পরীক্ষা হয়েছে। তবে সেই নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। নতুন চাকরিপ্রার্থীরা বলেন-দশ বছর পর নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে অথচ নতুন প্রার্থীদের পূর্ণ নম্বর পেলেও ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, ইন-সার্ভিস প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩১ হাজার শিক্ষককে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, শূন্যপদের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত এক লক্ষ করা হোক। আর ইন-সার্ভিস প্রার্থীদের যে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, তার কোনও সরকারি গেজেটে উল্লেখ নেই। এই অতিরিক্ত সুবিধা বন্ধ করতে হবে।

বেআইনি নিয়োগের জন্য পার্থ-মুকুল চাপ দিতেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, এসপি সিনহাদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ার ট্রায়াল শুরু। প্রথমদিন সাক্ষ্য দিলেন এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান। ভয়ঙ্কর অভিযোগ করলেন তিনি। তাঁর দাবি, বেআইনি নিয়োগের জন্য তাঁর কাছে চাপ আসত। চাপ দিতেন মুকুল রায়। সাক্ষ্যগ্রহণে তিনি একথা বলেছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন, শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন পরোক্ষে চাপ দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। আদালতে চাঞ্চল্যকর দাবি এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের। তিনি আরও দাবি করেছেন, এসএসসি-র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের বিষয়ে জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার আদালতে ৮ জন সাক্ষীর নাম জমা করেছে সিবিআই। আরসি৩, আরসি৪, আরসি৫ অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ, নবম দশম, গ্রুপ সি মামলার ট্রায়াল শুরু হয়। শুক্রবারই প্রথম দিন। শুক্রবার বিচারক বিশ্বরূপ শেঠের এজলাসে সাক্ষ্য নেওয়া হয় এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যানের। এদিন বিচারপ্রক্রিয়ার প্রথম শুনানিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। সিবিআই ৮ জন সাক্ষীর নাম জমা করে। এদিন সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় বলে আইনজীবী জানিয়েছেন। এদিন থেকে ট্রায়াল শুরু হয়েছে। একই দিনে তিনটি মামলার ট্রায়াল চলবে। এদিন আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তিনি ২০১১ সালের জুন মাস থেকে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এসএসসি-র চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। এদিন আদালতে সিবিআই-এর আইনজীবী এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চান, ''আপনি কার কথায় এসএসসি চেয়ারম্যানের পোস্ট নিয়েছিলেন?'' জবাবে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, ''সিএম (মুখ্যমন্ত্রী) আমাকে জানান যে, আমাকে চেয়ারম্যান করা হচ্ছে। তার পরেই আমি জয়েন করি।'' তারপরই তিনি জানান, তাঁকে চার বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে কেন ২০১৩ সালেই পদ ত্যাগ করেন? জবাব তিনি তখন জানান, তাঁকে বেআইনি নিয়োগ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তখনই তিনি মুকুল রায় ও তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পদে থাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম নেন।

লাল ফিতেয় 'বাঁধা' যাদবপুর, কাটছে না সিসিটিভি-র জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ আপত্তি নেই কর্তৃপক্ষের। পড়ুয়াদের মধ্যে একটা 'টালবাহানা' দেখা গেলেও, বিরাট যে বিরোধিতা রয়েছে, তেমনটাও নয়। তারপরেও আটকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি বসানোর কাজ। একাংশ বলছেন, প্রশাসনিক জটিলতাই 'লাল ফিতের' মতো বেঁধে ধরেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। বছর কতক আগের কথা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে চরমে ওঠে উত্তেজনা। হস্টেলের তিন তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় পড়ুয়ার। দেখতে আত্মহত্যা। কিন্তু তার নেপথ্যে উঠে আসে 'র‍্যাগিং তত্ত্ব'। সেই ঘটনার পর থেকে যাদবপুরে জোড়াল হয় সিসিটিভি-র দাবি। কিছুটা কাজ হলেও, জানা গিয়েছে, যাদবপুর মেইন ক্যাম্পাসে ৫০টি ও সল্টলেক ক্যাম্পাসে ২০টি সিসিটিভি বসানোর এখনও বাকি। এছাড়াও, ৩০ জন নিরাপত্তারক্ষীর অনুমোদনও এখনও আটকে। সংবাদমাধ্যমকে এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত আগেই জানিয়েছিলেন, ''দু'টি ব্যাপারে সরকারের কাছে আমরা আগেই চিঠি দিয়েছিলাম। পাশাপাশি, সিসিটিভি সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও রাজ্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠিগুলি আবারও পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করব, সরকার সেই নিরিখে পদক্ষেপ নেবে।'' একই সুর জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়েরও। তিনি আবার বলেছিলেন, ''২০২৩ সালে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেই সময় একাধিক নিরাপত্তারক্ষীর দাবি জানান হয়েছিল। এমনকি, সিসিটিভি-র জন্য দাবি জানান হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে একটি বেসরকারি সংস্থা কোটেশনও দেয়। কিন্তু এই আবেদনে রাজ্য এখনও অনুমোদন দেয়নি।'' এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, ''কথা এগিয়ে গিয়েছিল। চিঠি চালাচালি বন্ধ হয়েছে। কমিউনিকেশনও থেমে গিয়েছে। অর্থমন্ত্রক টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে উপাচার্য বসলেই, আমার ধারণা সব কাজ সম্পন্ন হবে।''

মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূর মামলা খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ রানি বিড়লা গার্লস কলেজকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রানি বিড়লার প্রিন্সিপালের শোকজ নোটিসের ওপর স্থগিতাদেশ করেছিলেন বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন কাউন্সিলর কাজরি ও বাকি সদস্যরা। কিন্তু বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গলবেঞ্চের রায়ে কোনরকম হস্তক্ষেপ করেনি।

আজ থেকে টানা চারদিন মণ্ডপ উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বিগত কয়েক বছর ধরেই মহালয়ার আগে পুজো উদ্বোধন করে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। শনিবার থেকেই শহরের নামী পুজোগুলির উদ্বোধন করে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। টানা চারদিন ধরে নানা মণ্ডপে প্রদীপ জ্বালাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্বোধন দিয়ে শুরু হবে মুখ্যমন্ত্রীর এ বছরের পুজো কর্মসূচি। এটিই হতে চলেছে এই মরসুমের প্রথম অনুষ্ঠান। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মহালয়ার দিন তিনি দুপুরে নজরুল মঞ্চে যোগ দেবেন 'জয় বাংলা'র আসরে। সেখান থেকে সরাসরি একের পর এক পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। রবিবার নাকতলা উদয়ন সংঘ, ৯৫ পল্লি, যোধপুর পার্ক, বাবুবাগান এবং চেতলা অগ্রণীর উদ্বোধন হবে। ২২ সেপ্টেম্বর মমতা যাবেন আলিপুর সর্বজনীন, চেতলা কোলাহল গোষ্ঠী, বেহালা নতুন দল, বড়িশা,

হরিদেবপুর ৪১ পল্লি, অজেয় সংহতি, বসুপুর তালবাগান, বসুপুর শীতলা মন্দির, গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব ও কালীঘাট মিলন সংঘে। ২৩ সেপ্টেম্বরের তালিকা আরও দীর্ঘ। মুদিয়ালি, শিবমন্দির, সমাজসেবী, বালিগঞ্জ কালচারাল, ত্রিধারা, ৬৬ পল্লি, বড়ামতলা, আদি বালিগঞ্জ, একডালিয়া এবং সিংহী পার্কে উদ্বোধনে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছে, পুজোর মুখে ফের চোখ রাঙাচ্ছে নিম্নচাপ। মহালয়ার সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। তবে দুপুরের পর থেকেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। অর্থাৎ পুজোর সময়ে বৃষ্টির ঘনঘটা থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তাই শনিবার থেকে পুজো উদ্বোধন হয়ে গেলে অনেক মানুষ আগে থেকে ঠাকুর দেখা শুরু করতে পারবেন। প্রতি বছরই পুজোর দিনগুলিতে কোনও না কোনও মণ্ডপ থেকে কেউ না কেউ হারিয়ে যায়। পরিজনদের খুঁজে পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় স্বজনদের। সেই সমস্যা সমাধান এবার বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। এবার কোনও সমস্যা হলে দ্রুত সাহায্যের জন্য চালু করা হয়েছে একাধিক হেল্পলাইন নম্বর। মূলত পুজোর দিনগুলিতে চালু থাকবে এই নম্বরগুলি। পরিষেবা কার্যকর থাকবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত।

ময়ালয়ার দিন থেকেই 'অ্যাকশন মোডে' পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হল একগুচ্ছ পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ এবার মহালয়ার দিন থেকেই পুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রণে নেমে পড়ছে কলকাতা পুলিশ। পুজোর সময় মোতায়েন থাকছে অতিরিক্ত

বাহিনী। বিশেষ নজর রাখা হবে শহরের যান চলাচলে। এমনটাই জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। এদিন স্পষ্ট বলেন, ''সাধারণ মানুষের সুরক্ষা আমাদের মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। পুজোর সময় শহরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে।'' ইতিমধ্যেই, পিডব্লুডি, কেএমসি এবং সিইএসসি-র সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। বিসর্জন নিয়ে পোর্টের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। কলকাতা পুলিশ সবরকম ভাবে প্রস্তুত। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ ভার্মা বলেন, ''আগামীকাল থেকেই আমরা কিছু কিছু প্রস্তুতি রাখছি। পুজোর দিনগুলিতে আমরা অনেক এক্সট্রা ম্যান পাওয়ার রাখছি। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের উপর আলাদা করে জোর দেওয়া হবে। বড় বড় পুজো যেগুলি থাকছে সেখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সারারাত পুলিশ থাকবে। রাত ২ থেকে সকাল ৬টা পর্যন্তও অতিরিক্ত পুলিশ এবার থাকছে।'' তবে এবার পুজোয় ভিলেন হতে পারে বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অন্তত তেমনটাই বলছে। মৌসম ভবন ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের পর থেকেই এই নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যদিও উত্তর বঙ্গোপসাগরে ওড়িশা উপকূলে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা বেশি। এবার সেই নিম্নচাপ কোন পথে স্থলভাগে ঢোকে তার উপর নির্ভর করবে গতিপ্রকৃতি। যদি ওড়িশার উপর ভর বেশি থাকে তাহলে হয়তো বাংলা কিছুটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে। এদিকে একে পুজোর ভিড় তার উপর যদি বৃষ্টির দাপট আরও বেড়ে যায় তাহলে পুলিশের চাপ যে আরও বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কমিশনকে ফের নিশানা রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ভোর ৪টেয় ঘুম থেকে ওঠা, মিনিটের মধ্যে ভোটারের নাম মুছে দেওয়া, তারপর আবার ঘুম, এইভাবেই দেশে ভোটচুরি হয়েছে বলে আবার অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার আর এক পোস্টে তিনি ফের কড়া আক্রমণ শানালেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। রাহুলের অভিযোগ, কমিশন আসলে ভোটচোরদের পাহারা দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে দেওয়া বক্তব্যেরই একটি অংশ তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, 'ভোর ৪টেয় ওঠো, ৩৬ সেকেন্ডে দু'জন ভোটারের নাম কেটে দাও, আবার ঘুমোতে যাও। এভাবেই হয়েছে ভোটচুরি! নির্বাচনের কুকুরদার জেগে থেকেও চোরেদের পাহারা দিয়েছে।' রাহুলের দাবি, সফটওয়্যারের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কর্নাটকে, আবার নতুন নাম জোড়া হয়েছে মহারাষ্ট্রে। যদিও নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলে খারিজ করেছে। কর্নাটকের আলন্দ বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৩ সালের ভোটের আগে এক ঝটকায় ৬ হাজারেরও বেশি ভোট কেটে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি করেন রাহুল। উদাহরণ হিসেবে তিনি একাধিক কেস স্টাডি সামনে আনেন। রাহুল একটি ঘটনা তুলে ধরেন। নাগরাজ নামে এক ব্যক্তি নাকি মাত্র ৩৬ সেকেন্ডে দু'টি আলাদা আবেদনপত্র জমা দেন ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য। রাহুলের কটাক্ষ, ''আপনারা নিজেরাই চেষ্টা করে দেখুন, এত কম সময়ে ফর্ম পূরণ করা সম্ভব কি না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এটা অটোমেশনের মাধ্যমে হয়েছে।'' তিনি আরও জানান, ওই আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় ভোর ৪টা ৭ মিনিট। কটাক্ষ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ''অদ্ভুত বিষয় হল, হঠাৎ ভোরবেলা উঠে উনি দুইটি ফর্ম জমা দিলেন!'' যদিও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির অভিযোগের জবাব দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলার জন্য যে ৬,০১৮টি অনলাইন আবেদন জমা পড়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, তার মধ্যে তদন্তে মাত্র ২৪টি অভিযোগই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাকি ৫,৯৯৪টি আবেদনই ভুয়ো বা ভিত্তিহীন। রাজ্য নির্বাচনী দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এত বিপুল সংখ্যক আবেদন পাওয়ার পর প্রতিটি খতিয়ে দেখা হয় ২০২৩ সালে। দেখা যায়, ২৪টি বৈধ আবেদন মঞ্জুর করা হলেও বাকিগুলি বাতিল করা হয়েছে এবং কোনও ভোটার নাম বাদ দেওয়া হয়নি।

কালো টাকা সাদা করতে কেন্দ্রের প্রকল্পেই হাতিয়ার চন্দ্রনাথের? বিস্ফোরক তথ্য ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইডির বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তাঁকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে ইডি। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ফের শুনানি। এই পরিস্থিতিতে ইডি সূত্রে খবর, নিজের কালো টাকা সাদা করতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পকেই হাতিয়ার করেছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী। ইডির নথিতে সেই কথা লেখা রয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ৯০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে ২ কোটি টাকার সম্পত্তির হিসেব দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ সিনহা। কীভাবে কালো টাকা সাদা করলেন তিনি? লুকিয়ে রাখা কালো টাকা মূলস্রোতে নিয়ে আসতে ২০১৬ সালে কেন্দ্র ইনকাম ডিক্লারেশন স্কিম চালু করে। এই প্রকল্পে রক্ষাকবজ দিয়েছিল কেন্দ্র। ৪৫ শতাংশ জরিমানা দিয়ে অঘোষিত (লুকিয়ে রাখা) আয়ের হিসেব দিলে, তা নিয়ে তদন্ত হবে না বলে কেন্দ্র জানিয়েছিল। সেই সুযোগ নিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। ইডির নথিতে লেখা হয়েছে, ৯০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে ২ কোটি টাকার হিসেব দিয়েছিলেন। ওই ২ কোটি টাকার আয়ের উৎস নিয়েও সন্দেহ ইডি অফিসারদের। চাকরি বিক্রির টাকা ঘুরিয়ে সাদা করেছিলেন বলে দাবি তাঁদের। এখানেই শেষ নয়। ইডি সূত্রে খবর, নোটবাতিলের সুযোগও কাজে লাগিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। মন্ত্রীর স্ত্রীর আয়কর রিটার্ন ঘেঁটে তদন্তকারীরা দেখছেন, ২০১৬ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৪৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। অথচ সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে দেখা যায়, আদতে মাত্র ৭ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল ওই জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। অর্থাৎ প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছিল আয়কর দফতরকে। এই হিসেব ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে দেননি মন্ত্রী। ২০২২ সালে যখন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আদালতে মামলা গড়ায়, সেই বছরে পুরনো হিসেব দিয়েছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ। এখন তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ওই টাকার উৎসের খোঁজ করতে চাইছে ইডি।

১ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ চাইছে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা করুণাময়ী থেকে এসএসসি ভবন মিছিল!

দেব ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ফের নিয়োগের দাবিতে পথে নামলেন এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার করুণাময়ী থেকে এসএসসি ভবন পর্যন্ত মিছিল করে এক লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগের দাবি তুলেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে ফল প্রকাশের দাবিতে পথে নামেন ২০২৩-এর টেট পরীক্ষার্থীরাও। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীরা বলেন- দশ বছর পর নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে অথচ নতুন প্রার্থীদের পূর্ণ নম্বর পেলেও ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, ইন-সার্ভিস প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩১ হাজার শিক্ষককে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, শূন্যপদের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত এক লক্ষ করা হোক। আর ইন-সার্ভিস প্রার্থীদের যে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, তার কোনও সরকারি গেজেটে উল্লেখ নেই। এই অতিরিক্ত সুবিধা বন্ধ করতে হবে। ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের চাকরিপ্রার্থীরাও আবার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ফলে তাঁরা ফ্রেশারদের তুলনায় ১০ নম্বর বেশি পাচ্ছেন। ফ্রেশার চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, এই নিয়ম তাঁদের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে, যাঁরা কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর ফের পরীক্ষায় বসছেন, তাঁদের দাবি, বছরের পর বছর চাকরি করার পরে নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে র‍্যাঙ্ক করা কার্যত অসম্ভব। যদিও টানা নিরাপত্তার মধ্যেই নিরবচ্ছিন্নভাবে দুই দফার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সব পরীক্ষাকেন্দ্রে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। এর আগে, দিন কয়েক আগেই টেট উত্তীর্ণদের একাংশ ৫০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে পথে নামেন। হঠাৎ বিধানসভা অভিমুখে মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ধর্মতলা মেট্রো থেকে বেরিয়ে বিধানসভা ভবনের দিকে ছুটে যান বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ তাড়া করলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কোথাও বচসা, কোথাও কেউ আবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিকে নতুন করে দু-দফায় যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তাতেও দুর্নীতি হতে পারে বলে সন্দেহ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, ''ওরা সবাইকে পাশ করাতে চাইছে। পাশের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি হবে। কারণ, ওদের হাতে ১৫ নম্বর রয়েছে। সেই নম্বরকে ঘিরেই হবে নতুন দুর্নীতি। বহু যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বঞ্চিত হবেন। যারা অযোগ্য, যারা টাকার বিনিময়ে সুবিধা নিতে পারবে, তারাই চাকরি পাবে।''

কংগ্রেস ইস্যুহীন হয়ে পড়েছে, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের

রায়পুর, ১৯সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার উপর্যুপরি অভিযোগ এনেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, কংগ্রেস জনসমর্থন হারিয়ে ইস্যুহীন হয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কোনও ঘটনা কংগ্রেসের অনুকূলে হলে কংগ্রেস প্রশ্ন তোলে না, বিপরীতে গেলেই প্রশ্ন তোলে। এটাই কংগ্রেসের সংস্কৃতি। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজিম-রায়পুর মেমু ট্রেন উদ্বোধন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ট্রেন চালু হওয়ায় প্রতিদিন ছত্তিশগড়ের হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে।

নিহত এক মাওবাদী, তল্লাশি জারি

সুকমা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এক মাওবাদী। গাদিরাস এবং ফুল বাগদির মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ সুপার কিরণ চৌহান জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গাদিরাস এবং ফুল বাগদির মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে এক মাওবাদী। বর্তমানে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, কুখ্যাত এক মহিলা মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের জন্মদিনে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃরবীন্দ্র সঙ্গীতকে সর্বজনীন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যাঁরা, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র তাদের মধ্যে এক অন্যতম। তাঁর গান মানেই হল - আবেগ, ভাব প্রকাশ ও মুগ্ধতার এক অনন্য সম্ভার। সুচিত্রা মিত্র শুধুমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে নয় - নাটক, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক ভাবেও গভীর ছাপ রেখেছেন। তাঁর জীবনধারা ছিল সৃজনশীলতার এক মহ দৃষ্টান্ত।১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া মারফ শুক্রবার এক বার্তায় তিনি জানান - বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র-র জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

জহর রায়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃঅভিনেতা জহর রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত অভিনেতা জহর রায় মহাশয়ের জন্মদিবসে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য ও প্রণাম।তিনি তাঁর অনন্য কৌতুকাভিনয় ও অভিনয় প্রতিভা দিয়ে অগণিত দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন। বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধিই সরকারের প্রধান লক্ষ্য, জিএসটি সংস্কার নিয়ে আশ্বাস শিবরাজ সিং চৌহানের

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃকৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য-এ কথা ফের একবার স্পষ্ট করে জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষিজ কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। কৃষকের মঙ্গল, কৃষকের উন্নতি এবং কৃষি খাতের অগ্রগতি নিয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কেন্দ্র। শুক্রবার সকালে কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত জিএসটি সংস্কার নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, জিএসটি সংস্কারের ফলে কৃষকরাই সরাসরি উপকৃত হবেন এবং এর সুফল মাঠে ফসল ফলানো মানুষদের কাছে পৌঁছবে।শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আজকের দিনে কৃষি উপাদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জ।তি। কিন্তু উচ্চ করহার অনেক সময় কৃষকদের নাগালের বাইরে এই যন্ত্রপাতিকে ঠেলে দেয়। তাই সরকারের উদ্যোগে জিএসটির হার হ্রাস করা হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এই হ্রাস পাওয়া জিএসটি হার কার্যকর হবে এবং কৃষকরা এর মাধ্যমে রিয়েল টাইমে লাভবান হবেন। তিনি সতর্ক করে দেন, এই সুবিধা যেন কোনওভাবেই মাঝপথে হারিয়ে না যায়, বরং সরাসরি কৃষকদের কাছে পৌঁছয়।এই বৈঠকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মেশিন উপাদনকারী ও প্রস্তুতকারক সমিতির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ট্র্যাক্টর এবং মেকানাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন (টিএমএ), অল ইন্ডিয়া কম্বাইন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক সমিতি এবং পাওয়ার টিলার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি। কেউ উপস্থিত ছিলেন সশরীরে, আবার কেউ ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশ নেন। কৃষিমন্ত্রী তাঁদের অনুরোধ করেন, হ্রাস পাওয়া জিএসটির সুবিধা যেন মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে গিয়ে আটকে না পড়ে। এই সংস্কারের ফলে বাজারে যন্ত্রপাতির দাম কমবে এবং তার সরাসরি সুফল পাবেন কৃষকরা।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, সরকার কৃষকদের আয়ের দ্বিগুণ বৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতি বহুবার দিয়েছে, তার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে নতুন করে জিএসটি সংস্কারকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, ' প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট-কৃষকদের আয় বাড়ানো। এই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কোনও প্রচেষ্টাই আমরা বাদ দিচ্ছি না।'' তাঁর মতে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার যত বাড়বে, কৃষি খাতে উপাদনশীলতা তত বাড়বে এবং খরচ কমবে।কৃষি বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, এই সিদ্ধান্ত কৃষকদের কাছে ব। স্বস্তি আনবে। ভারতের মতো কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে কৃষকদের আয় বাড়ানো এবং তাদের উপাদন খরচ কমানোই সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ট্র্যাক্টর, পাওয়ার টিলার বা কম্বাইন হারভেস্টারের ব্যবহার করলে উপাদনশীলতা অনেকটাই বাড়ে। কিন্তু উচ্চ মূল্যের কারণে অনেক কৃষক এগুলির নাগাল পান না। তাই জিএসটি কমানো হলে সরাসরি যন্ত্রপাতির বাজারদর কিছুটা হলেও নেমে আসবে, ফলে কৃষকরা সহজে এগুলি কিনতে পারবেন।অন্যদিকে, মন্ত্রী যে সতর্কতা দিয়েছেন, তাও অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। অনেক সময় কর হ্রাসের সুফল খুচরো বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না। মধ্যস্বত্বভোগীরা দাম একই রেখে নিজেদের লাভ বাড়িয়ে নেন। ফলে সরকার কর কমালেও কৃষকরা প্রকৃত সুবিধা পান না। তাই শিবরাজ সিং চৌহান বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, যাতে এই সংস্কারের সরাসরি সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছায়। তাঁর কথায়, ' ছোট সুবিধা নয়, বরং যথেষ্ট। তাই এটি যেন কৃষকের ঘরে পৌঁছয়, মাঝপথে হারিয়ে না যায়।''এমন উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। শাসকদল বলছে, কৃষকদের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলেছেন, কৃষক হলেন ভারতের ' তাই কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের উৎপাদন খরচ কমাতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। বিরোধীদের অবশ্য দাবি, কেবল কর হ্রাস নয়, কৃষকের উপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা জরুরি। তাদের অভিযোগ, সরকারের প্রতিশ্রুতিতে কৃষকের আয় দ্বিগুণ হয়নি, এখনও গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষকের সমস্যা একই রয়ে গিয়েছে।তবে কৃষি অর্থনীতিবিদদের মতে, জিএসটি হ্রাসের মতো পদক্ষেপ কৃষি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। উপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কৃষিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে এই ধরনের নীতি অত্যন্ত কার্যকরী। বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যদি সুলভ মূল্যে যন্ত্রপাতি পেতে শুরু করেন, তবে তাঁদের উপাদন খরচ কমবে এবং বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতাও বাড়বে।বৈঠকের শেষে শিবরাজ সিং চৌহান একাধিক দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, শুধু কর সংস্কার নয়, কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদেরও তিনি অনুরোধ করেন, যেন তাঁরা নতুন প্রযুক্তি সহজে এবং কম খরচে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি বলেন, ' দিনে কৃষি শুধু চাষ নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তাই কৃষকদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রয়োজন।''এই মুহূর্তে দেশের নানা প্রান্তে কৃষকেরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, বাজারে দামের অস্থিরতা-সব মিলিয়ে কৃষি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র। তবে সরকারের দাবি, একের পর এক সংস্কার, প্রযুক্তির প্রয়োগ, আর্থিক সহায়তা ও কৃষিনির্ভর পরিকল্পনা কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কৃষি খাতে জিএসটি সংস্কারকে সরকার সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই দেখছে।সামগ্রিকভাবে এই বৈঠক এবং ঘোষণার বার্তা স্পষ্ট-কৃষকের স্বার্থই সরকারের কাছে সর্বাগ্রে। কৃষকদের আয় বাড়ানো, তাঁদের খরচ কমানো এবং তাঁদের আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া জিএসটি সংস্কার সেই প্রতিশ্রুতিরই আরেকটি ধাপ।এই ঘোষণার পর কৃষক মহলে আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করছেন, সরকারের এই পদক্ষেপ তাঁদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে। যদিও কৃষকদের আয়ের প্রকৃত বৃদ্ধি দেখতে সময় লাগবে, তবে আপাতত এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন অধিকাংশ। আগামী দিনে এর বাস্তব প্রভাবই জানাবে, কৃষকের ঘরে কতটা আলো পৌঁছল এই সংস্কারের মাধ্যমে।

কংগ্রেস ও আরজেডি-কে একযোগে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজয় কুমার সিনহা

পাটনা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃবিহারের রাজনীতিতে ফের একবার তীব্র সুরে সরব হলেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। কংগ্রেস ও রাজদ (আরজেডি)-র বিরুদ্ধে শুক্রবার একযোগে তোপ দাগলেন তিনি। রাজ্যরাজনীতিতে বিরোধীদের জোট এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা।পাটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি অভিযোগ তোলেন, কংগ্রেস গোটা দেশকে একটি ধর্মশালায় পরিণত করার খেলায় মেতেছে। তাঁর মতে, স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস যেভাবে দেশ চালিয়েছে, তাতে দেশের স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে দেশকে বিভাজিত করার চেষ্টা-সবকিছুরই মূল দায় কংগ্রেসের কাঁধে চাপান উপ-মুখ্যমন্ত্রী।আরজেডি-কে নিশানা করে বিজয় কুমার সিনহা আরও বলেন, ' আরজেডি কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে করতেই জন্ম নিয়েছিল, সেই দল আজ কংগ্রেসের কোলেই বসেছে। শুধু তাই নয়, অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিষ্ঠায় তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।'' তিনি এই অবস্থাকে ' দুঃখজনক পরিস্থিতি'' বলে অভিহিত করেন।বিজেপির পক্ষ থেকে বিহারে বরাবরই কংগ্রেস-আরজেডি-র জোটকে ' জোট'' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদিনও সেই সুরেই আক্রমণ শানান সিনহা। তাঁর কথায়, ' রাজনীতির স্বার্থে এই দলগুলি নিজেদের অতীতের আদর্শ, অবস্থান, এমনকি জনগণের বিশ্বাসকেও বিসর্জন দিয়েছে।''রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিহারে আগামী নির্বাচন ঘিরে বিজেপি-জেডিইউ এবং মহাজোটের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হতে চলেছে। বিশেষত, আরজেডি-কংগ্রেসকে একসঙ্গে নিশানা করে বিজেপি স্পষ্ট করে দিল, বিরোধী জোটকে আক্রমণ করতে তারা কোনও ফাঁক রাখবে না।সিনহার বক্তব্যে বোঝা যায়, তিনি শুধু বিরোধী জোটের রাজনৈতিক সমীকরণ নয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের প্রসঙ্গ টেনে এনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনমত গ।ে তুলতে চাইছেন। কংগ্রেসকে ' নীতি গ্রহণকারী'' এবং আরজেডি-কে ' বিসর্জন দেওয়া দল'' আখ্যা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এই দুই দলের জোট বিহারের জন্য বিপজ্জনক।অন্যদিকে, কংগ্রেস এবং আরজেডি সূত্রে অবশ্য এই আক্রমণকে গুরুত্ব না দিয়ে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি জনমুখী বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হয়ে এখন রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের দমন করার চেষ্টা করছে। তাঁদের বক্তব্য, মানুষের আস্থা হারাচ্ছে বিজেপি বলেই তারা অযথা কটাক্ষের পথ নিচ্ছে।তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ধরনের তীব্র আক্রমণ বিহারের রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলবে এবং আগামী দিনে বিরোধী জোট ও শাসকপক্ষের দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা পাবে।

রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

খড়গপুর, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে নিশানায় রেখে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী রাতে স্বপ্ন দেখেন, আর সকালে সেই স্বপ্নের প্রতিফলন তাঁর মন্তব্যে ধরা দেয়। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্র করে রাহুলের অভিযোগ ও তা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষ বলেন, ' গান্ধী রাতে স্বপ্ন দেখেন, আর সকালে এই নিয়ে মন্তব্য করেন।''দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ' প্রতিদিন হাইড্রোজেন বোমা এবং পারমাণবিক বোমা ফাটান। তাঁর দল আজ প্রায় শেষের পথে, তবু তিনি বকা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'' তিনি প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশন কি ঠিক সেইভাবে কাজ করছিল যখন রাহুলের দল দীর্ঘ বছর ক্ষমতায় ছিল? তাঁর মতে, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা এবং সেখানে নিযুক্ত কর্মকর্তারা পদ্ধতিগতভাবে ও সক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দিলীপ ঘোষের এই কটাক্ষ একদিকে কংগ্রেসের নেতাদের রাজনৈতিক credibility নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধী দলের উপর আস্থা কমানোর চেষ্টা করছে। তাঁর কথায় বোঝা যায়, বিজেপি নেতৃত্ব কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে জনমুখী বিষয় নিয়ে নয়, বরং অযথা আক্রমণাত্মক মন্তব্য হিসেবে দেখাচ্ছে।দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, বিজেপি নেতারা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে হালকা করে দেখাচ্ছেন না বরং তাঁরা এটিকে একটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করছেন। বিশেষ করে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা কংগ্রেসের নির্বাচনী ইমেজ ক্ষুণ্ণ করতে সহায়ক হতে পারে।কংগ্রেস সূত্র থেকে যদিও বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধীর মন্তব্য গণতান্ত্রিক অধিকার ও জনগণের স্বার্থকে সামনে রেখে করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে দমন বা নিন্দা উদ্দেশ্য নয়, বরং জনগণের কাছে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করার চেষ্টা। তবে রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে, দিলীপ ঘোষের আক্রমণ কংগ্রেসের হারের সম্ভাবনা এবং ক্ষমতার উপর আস্থা ক্ষুণ্ণ করার কৌশল।দলীয় মহলে এ বিষয়ে আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিজেপি নেতারা প্রায়শই বিরোধীদের বক্তব্যকে হালকা বা হাস্যকর আখ্যা দিয়ে জনমত প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালান। দিলীপ ঘোষের এই কটাক্ষও সেই ধারা বজায় রেখেছে।

জিএসটি সংস্কার ভারতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃকেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার শুক্রবার বলেছেন, সম্প্রতি ঘোষিত জিএসটি সংস্কার ভারতীয় অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে এবং সাধারণ মানুষও সরাসরি এর সুফল ভোগ করবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ' সাফল্য ভারতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থনীতি গতি পাবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। কর হার, যা মূলত ১২ ছিল, এখন ৫-এ কমিয়ে আনা হয়েছে।'মজুমদারের কথায়, এই সংস্কারের ফলে কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসার প্রতিটি স্তরে উপাদন খরচ কমবে। নতুন হ্রাসকৃত জিএসটি হার সরাসরি বাজারে প্রভাব ফেলবে এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির জন্য এটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন, ' খরচ কমানো এবং করের বোঝা হ্রাস করা দেশের অর্থনীতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।''সাংবাদিকরা সামশেরগঞ্জে রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থার বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে ডঃ মজুমদার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, ' পুনর্বাসন দিতে চায় না। সামশেরগঞ্জে হিন্দুদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে এবং তৃণমূলের কাউন্সিলর, বিধায়ক এবং দলীয় সদস্যরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছে, রাজ্য সরকার চায় না, হিন্দুরা সেখানে বসবাস চালিয়ে যাক।''তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারের নীরবতা এবং কর্মকাণ্ডের অভাবে নির্যাতিতরা তাদের ঘরে ফিরে যেতে পারছে না। মজুমদার বলেন, ' সরকার সবসময় জনগণের কল্যাণে কাজ করে। আমরা চাই, যে মানুষজন দুর্গত হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসন দ্রুত করা হোক।''অর্থনীতিবিদরা বলছেন, জিএসটি সংস্কারের মতো পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনবে। করের হ্রাস ব্যবসা ও খুচরো বাজারে সরাসরি প্রভাব ফেলে, ফলে খরচ কমে যায় এবং ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদের জন্য এটি সহায়ক

রাহুল গান্ধী পরিকল্পিতভাবে দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেনঃরবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। শুক্রবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, রাহুল গান্ধী পরিকল্পিতভাবে ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। কেন? কারণ জনগণ তাঁকে ভোট দেয় না। সেই কারণেই তিনি ২০১৪ সালের মোদীজির নির্বাচনকে ভুয়ো বলছেন। তিনি ২০১৯ সালের নির্বাচনকে ভুয়ো বলছেন। তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনকে ভুয়ো বলছেন। তাঁরা সকলেই ভোট কারচুপি করে জিতেছে। রাহুল গান্ধী, দয়া করে ভারতের ভোটারদের গণতান্ত্রিক পছন্দের অপব্যবহার বন্ধ করুন। রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধী আপনি দেশের গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। ২০২৩ সাল থেকে কর্ণাটকে কার সরকার আছে? কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আছে, আর সিআইডি তাদের মধ্যেই আছে। তাই, তারা তাদের হোমওয়ার্ক করে না, কিছুই বোঝে না। তিনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন এবং তথ্য বিকৃত করছেন এবং এটি রাহুল গান্ধীর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহুল গান্ধী বিরোধী দলনেতার পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।

তৃতীয় চার্লসের উপহার, বাসভবনে কদম গাছের চারা রোপণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাসভবনে কদম গাছের চারা রোপণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লিতে তাঁর বাসভবন, ৭ লোক কল্যাণ মার্গে একটি কদম গাছের চারা রোপণ করেছেন। কদম গাছের এই চারাটি ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিশেষ উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, যা পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রতি বন্ধুত্ব এবং ভাগ করে নেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতীক। শুক্রবার নিজ বাসভবনে সেই চারাগাছ রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

মুম্বই হাই কোর্টে বোমা হামলার হুমকি ই-মেল, তল্লাশিতে মিললো না কিছুই

মুম্বই , ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মুম্বই হাই কোর্টে বোমাতঙ্ক। শুক্রবার এক হুমকি ই-মেল পৌঁছনোর পর আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং চত্বর দ্রুত খালি করে দেওয়া হয়।জানা গেছে, অন্য দিনের মতোই শুক্রবারেও গমগম করছিল মুম্বই হাই কোর্ট চত্বর। ই-মেলে হঠা আসে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি। জানা যায়, ইমেলের মাধ্যমে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ মুম্বই হাই কোর্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। তার জেরে খালি করে দেওয়া হয় হাইকোর্ট চত্বর। তবে পুলিশ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক কিছু পায়নি বলে জানিয়েছে। মুম্বই পুলিশ এই ঘটনায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। তদন্ত চলছে।উল্লেখ্য, এর আগেও গত ১২ সেপ্টেম্বর একইভাবে বোমার হুমকি এসেছিল। সেদিনও তল্লাশির পর কিছু মেলেনি। পুলিশের অনুমান, ই-মেল পাঠিয়ে মিথ্যে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে পেট্রোল সংকট কাটছে, দুই দিনে ছাড়পত্র ৫৫০০ ফলবাহী ট্রাককে

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃবিগত দুই দিনে প্রায় ৫,৫০০ ফলবাহী ট্রাককে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের আশা, শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যেই উপত্যকায় পেট্রোলের ঘাটতি কেটে যাবে।শুক্রবার কাশ্মীরের এক আধিকারিক জানান, শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কের মেরামতির কাজ জোর কদমে চলছে এবং অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী যানবাহনগুলোকেও চলাচলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে পেট্রোলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে মানুষকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি।উল্লেখ্য, টানা ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামায় শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে উপত্যকায় জ্বালানি ঘাটতি দেখা দেয় এবং বহু ফলবাহী ট্রাক আটকে পড়েছিল।

মূর্তির কাঠামো থেকে দুটি দুর্গাপ্রতিমার মুখ উপড়ে নেওয়া নিয়ে উত্তেজনা

পশ্চিম বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর, ঃ স্টুডিও থেকে চুরি গেল মা দুর্গার মুখ! এ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয় আসানসোলে। জানা গিয়েছে, চক্ষুদান হয়ে যাওয়ার পর মূর্তির কাঠামো থেকে উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দুটি দুর্গাপ্রতিমার মুখ।আসানসোলের মহিশীলা কলোনির পালপাড়ায় মৃৎশিল্পী বাপী পালের কারখানা থেকে উধাও হয়েছে প্রতিমার মুখ দুটি। এদিকে চুরি যাওয়া ওই মুখ দুটি উদ্ধার হয় আর এক মৃৎশিল্পী হরিরঞ্জন পালের স্টুডিও থেকে। চুরির অভিযোগে খুঁটিতে বেঁধে মার দেওয়া হয় পরিযায়ী শ্রমিককে।শুক্রবার সকালে দেখা যায়, বাপী পালের স্টুডিওর ভিতর সম্পূর্ণ তৈরি হওয়া দুটি প্রতিমা থেকে মা দুর্গার মুখ উধাও। লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এমনকী মহিষাসুরের মূর্তি এবং মুখ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পরেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি।এরপরেই চুরি যাওয়া মুখ দুটি উদ্ধার হয় হরিরঞ্জন পালের কারখানায়। হরিরঞ্জনের কারখানার পরিযায়ী শ্রমিক প্রীতম ঠাকুর এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। হরিররঞ্জন পালের দাবি, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। প্রীতম ঠাকুর নামের ওই পরিযায়ী শ্রমিক কারখানায় দু'মাস ধরে কাজ করছে। বৃহস্পতিবার সারাদিন সে উধাও ছিল। হরিরঞ্জনের দাবি, প্রীতমের চালচলন কিছুটা অস্বাভাবিক ধরণের।

শুক্রবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। দেশীয় বাজারে শুক্রবার পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা ।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং শক্তিতে ভরপুর হবে। আপনার চারপাশে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে। কেরিয়ারে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে, তাই আপনার দক্ষতা উন্নত করার চেষ্টা করুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিও মধুর হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার জন্য আনন্দ

বৃষঃ আজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে।

মিথুনঃআজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন ধারণা এবং যোগাযোগের দিন। আপনার কৌতূহল এবং বুদ্ধিমত্তা আপনাকে নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ শরীর নিয়ে উকন্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বাড়ে। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

কন্যা ঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। অতএব, আপনাকে যত্নবান হওয়া এবং আপনার আইটেমগুলি তদন্ত করা দরকার। আপনার ব্যক্তিগত তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটবে- যা আপনার এবং আপনার পুরো পরিবারের জন্য আনন্দধবনি নিয়ে আসবে। ভালোবাসার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। আজ আপনি।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক পরিবর্তন এবং নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই দিন আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন।

বৃশ্চিকঃ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে। আপনি তাকে সাহায্য করার ফলে আপনি আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। আপনার পরিবারের প্রতি সঠিক সময় দিন। তাঁদেরকে বুঝতে দিন যে আপনি তাঁদের জন্য পরোয়া করেন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি শক্তি এবং উসাহে পূর্ণ হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহের যোগ হবে আজ

মকরঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উৎসাহ এবং নতুন সূচনার লক্ষণ নিয়ে আসবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, যা আপনাকে আপনার ধারণাগুলি বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করবে।

কুম্ভঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং নিয়মিততা বজায় রাখবেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে প্রচেষ্টা করা হবে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আজ।

মীনঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে। বন্ধু এবং

আবহাওয়া

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, তবুও দেখা নেই বৃষ্টির। অস্বস্তিকর আবহাওয়া কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ শহর ও শহরতলি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তার ফলে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। পূর্বাভাস থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। উল্টে বাড়ছে গরমের অস্বস্তি। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দু'একটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে হতে পারে ভারী বৃষ্টি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে।

হরিদেবপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর, (হি.স.)ঃ হরিদেবপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম দেবাংশু বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার রাতে দেশপ্রিয় পার্ক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগে ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত চন্দন মালিককে গ্রেফতার করে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। বর্ধমান স্টেশন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও মূল অভিযুক্ত দেবাংশুর খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়।

অভিযোগ, পার্টি করার প্রলোভন দেখিয়ে নির্যাতিতাকে রিজেন্ট পার্ক এলাকার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যান চন্দন এবং দেবাংশু। সেখানেই তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতনের পর কোনওমতে বাড়ি ফিরে আসেন তরুণী। পরে স্থানীয় হরিদেবপুর থানায় গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। নির্যাতিতা তরুণীর অভিযোগ ছিল, বেশ কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে চন্দন মালিকের পরিচয় হয়। নিজেকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বড়পুজো কমিটির কর্তা বলে পরিচয় দেন তিনি। সেই সূত্রেই তরুণীর সঙ্গে দেবাংশুর পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই কথা হত। চলতি মাসের পাঁচ তারিখ তরুণীর জন্মদিন ছিল।

ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ মহানগরী, দেখা নেই স্বস্তির শরতের বৃষ্টির

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, তবুও দেখা নেই বৃষ্টির। অস্বস্তিকর আবহাওয়া কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ শহর ও শহরতলি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তার ফলে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গেও।

পূর্বাভাস থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। উল্টে বাড়ছে গরমের অস্বস্তি। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দু'একটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে হতে পারে ভারী বৃষ্টি।

আর জি কর মামলায় চার পুলিশ আধিকারিকের নজরদারি খতিয়ে দেখার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর মামলায় এবার নজর কলকাতা পুলিশের চার আধিকারিকের ওপর। তদন্তে গাফিলতির বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নিতে লালবাজারকে নির্দেশ আদালতের। গত ১২ সেপ্টেম্বর স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময় নির্যাতিতার মা-বাবার আইনজীবীরা চার পুলিশ আধিকারিক এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেদিনই শিয়ালদহ আদালত চত্বরে এই মামলার তদন্ত আধিকারিক সীমা পাহুজা ও সিবিআই আধিকারিক এবং সিবিআই আইনজীবীদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ ওঠে নির্যাতিতার মা ও বাবার বিরুদ্ধে। ওই মামলায় শিয়ালদহ আদালত নির্দেশ দিল, মহিলা চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের মামলায় তদন্তে গাফিলতির বিষয়ে কলকাতা পুলিশের চার অফিসারের ভূমিকা কোথায় তা খতিয়ে দেখে, পদক্ষেপ করতে হবে লালবাজারকে। শিয়ালদহের এসিজেএম আদালতের নির্দেশে, কলকাতার পুলিশ কমিশনার যেন ওই পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওঠা অসংগতি ও অসদাচরণের অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেন। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, সিবিআই যেন গুরুত্ব দিয়ে আরজি করের কর্মী ও চিকিৎসকদের ভূমিকা, খতিয়ে দেখে। উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের মন্তব্য, এর মানে এই নয় যে আর কেউ এই অপরাধ বা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নয়। কারণ, এখনও দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট জমা দেয়নি। ১৪ নভেম্বর এই মামলার বিস্তারিত তথ্যসহ আরও একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট আদালতের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহালয়ার দিন বাড়তি মেট্রো চলবে ব্লু লাইনে, খুশি যাত্রীরা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালির সেরা উসবের সূচনা সময় এসেই গেছে। আগামী রবিবার মহালয়া ও দেবীপক্ষের শুরু, ভরপুর শারদোসবের মেজাজে মাতবে বাংলার প্রতিটি প্রান্ত। মহালয়া এবং পুজোর আগে শেষ রবিবার হওয়ায় ডবল ছুটির আমেজ থাকবে। পুজোর প্রস্তুতি সহ বাকি কাজও ওইদিন শেষ করতে মরিয়া উসবপ্রেমীরা। তাই পথঘাটে রেকর্ডসংখ্যক ভিড় থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে রবিবারও মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত দিনভর ১৮২টি মেট্রো চলবে, যা সাধারণ রবিবারের তুলনায় অনেক বেশি। আরও সুখবর, সপ্তাহের বাকি ছ'দিনের মতো সকাল ৬.৫০ ও ৬.৫৫ থেকে মেট্রো চলবে। বৃহস্পতিবার মেট্রোর এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই খুশি।এদিন কলকাতা মেট্রোর তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ব্লু লাইন অর্থা দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বাড়তি মেট্রো চলবে ২১ সেপ্টেম্বর, মহালয়ার দিন। ওইদিন রবিবার হলেও দেবীপক্ষ সূচনার কথা মাথায় রেখে আমজনতার সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত। অন্যান্য রবিবার এই লাইনে দিনভর ১৩০ টি মেট্রো চলে। কিন্তু মহালয়ায় সেই সংখ্যা বাড়ছে অনেকটাই। আপ ও ডাউনে ৯১ জোড়া অর্থা মোট ১৮২ টি মেট্রো পাওয়া যাবে দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে।সুখবর এখানেই শেষ নয়। অন্যান্য রবিবার প্রান্তিক স্টেশনগুলি থেকে সকাল ৯.৫০-এর আগে মেট্রো পাওয়া যায় না। কিন্তু মহালয়ার দিন সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর, নোয়াপাড়া থেকেই ডাউন মেট্রো চলবে। আর দমদম থেকে প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। অন্যদিকে, মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে প্রথম মেট্রো চলবে ৬টা ৫৫ মিনিটে এবং শহিদ ক্ষুদিরামে সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে প্রথম মেট্রো ছাড়বে। দিনের শেষ মেট্রোর সময়সূচিতেও কোনও বদল নেই ওইদিন। ফলে মেট্রোর জন্য দীর্ঘ ১৫ মিনিট অপেক্ষা নয়, মহালয়ায় বাইরে বেরিয়ে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে নিশ্চিন্তে মেট্রোপথ ধরতে পারেন।

টেলস ইন ফ্রেমঃ কলকাতায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে

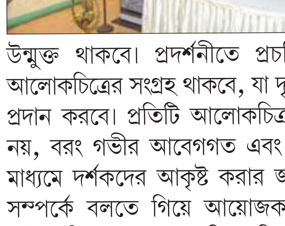

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ টলস ইন ফ্রেমঃ কলকাতায় আলোকচিত্র প্রদর্শনীশুরু হয়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে, কলকাতার নটি বিনোদিনী আর্ট গ্যালারিতে এবং ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনীতে প্রচলিত ডকুমেন্টেশনের বাইরেও বিভিন্ন আলোকচিত্রের সংগ্রহ থাকবে, যা দৃশ্যমান গল্প বলার মাধ্যমে স্তরে স্তরে বর্ণনা প্রদান করবে। প্রতিটি আলোকচিত্র কেবল রচনা এবং কৌশলের মাধ্যমেই নয়, বরং গভীর আবেগগত এবং ব্যাখ্যামূলক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আয়োজকরা উল্লেখ করেছেন, টেলস ইন ফ্রেম ফটোগ্রাফিকে কেবল একটি প্রযুক্তিগত সাধনা হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি। প্রদর্শনীটির মাধ্যমের অব্যক্ত গল্প, আবেগ এবং এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। উদ্বোধনী সংবর্ধনায় আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন, তারপরে সাধারণ জনগণের জন্য নিয়মিত পরিদর্শনের সময় থাকবে। প্রবেশ বিনামূল্যে। প্রদর্শনীর বিস্তারিতঃ শিরোনামঃটেলস ইন ফ্রেম স্থানঃ নটি বিনোদিনী হল তারিখঃ১৭ সেপ্টেম্বর-২১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী সংবর্ধনাঃ ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫.৩০ প্রবেশঃ বিনামূল্যে এবং সকলেরজন্য। উন্মুক্ত মিডিয়ার অনুসন্ধানের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ সান্তানু চন্দ্র।

পুজোর সময় এলাকায় থাকুন,শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখুন-মন্ত্রীদের নির্দেশ মমতার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মন্ত্রীদের নিজ নিজ এলাকায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে পুজোর আগে শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেউ যেন কোনো প্ররোচনায় লিপ্ত না হন। উসবের মরশুমে শান্তি রক্ষা করতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সতর্কভাবে অনুষ্ঠান পালন করতে হবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই যাতে গন্ডগোল না হয়, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও এবিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি পুজোর সময় গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোরও বার্তা এদিন মন্ত্রীদের দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, শুধু দলের টাকায় নয়, নিজের সঞ্চয় থেকেও গরিব মানুষদের পুজোর সময় সাহায্য করতে হবে। সমাজের পিছিয়ে প।। মানুষের পাশে দাঁ।।তে হবে। একাজে সকলকে এগিয়ে আসতে বলেন তিনি।

এখন মহালয়ার সময় থেকেই পুজোর সূচনা হয়ে যায়। সেদিক থেকে কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও এখন চলছে পুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এমন আবহে বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের কী করতে হবে তা জানিয়ে দিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে সকলকে উৎসবে অংশগ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে দলীয় নেতাদের যে কোনও বিষয়ে হঠাৎ বা অযথা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা সরকার এবং দলের অংশ তাই মন্তব্য করার আগে পরিস্থিতি ও প্রভাব ভালোভাবে বুঝে মন্তব্য করতে হবে।

রাজ্যের পদক্ষেপে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট, ঘুষ সংক্রান্ত মামলায় কড়া নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা হাইকোর্ট আবারও রাজ্যকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না

নেওয়ায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। হুগলির তারকেশ্বর থানার এক মহিলা তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে গৃহস্থ ইঞ্জিনিয়ার বিল্টু হাজরার অভিযোগে মোটা ঘুষ নেওয়ার চেষ্টার ঘটনা আদালতের নজরে আসে। তবে শো-কজে ঘুষের বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় শুক্রবার আদালত প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করে। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ আদালতে প্রশ্ন করে, ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কেন দুর্নীতি দমন আইন (প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট) অনুযায়ী তদন্ত হবে না? কেন রাজ্যের তরফে এফআইআর দায়ের করা হবে না? আদালত আরও স্পষ্ট করেন, রাজ্য জানিয়েছে তারা ওই পুলিশ আধিকারিককে বাঁচানোর চেষ্টা করছে না। সে ক্ষেত্রে কেন তার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না? রাজ্যের পক্ষে আদালতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। তাকে 'কাজে অবহেলা'-র অভিযোগেও জবাব দিতে বলা হয়েছে। তবে হাইকোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ, এটি শুধুমাত্র অবহেলার বিষয় নয়। এখানে ঘুষ চাওয়ার বিষয় রয়েছে। একজন পুলিশ অফিসার গোটা নাগরিক সমাজের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। অথচ বিষয়টিকে হালকা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আদালত এ দিন নির্দেশ দেয়, সোমবারের মধ্যে রাজ্য অভিযুক্ত অফিসারের বিষয়ে নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান আদালতে জানাবে। এরপর আদালত লিখিত নির্দেশ জারি করবে। ঘটনার প্রেক্ষাপট এমন, হুগলির তারকেশ্বর থানার এলাকার বাসিন্দা বিল্টু হাজরা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে থাকেন। কিছু দিন ধরে প্রতিবেশীর সঙ্গে নানা কারণে তাঁর পরিবারের মধ্যে অশান্তি দেখা দেয়। এ নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো, ওই প্রতিবেশী বিল্টুর নামে মহিলা-ঘটিত মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। বিল্টু হাজরার অভিযোগ, এই মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য মহিলা তদন্তকারী অফিসার তাঁকে মোটা টাকা দেওয়ার হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, ফোনে ঘুষ চাওয়ার বিষয়টিও ঘটেছে। বিল্টু মোবাইলে সেই কথোপকথন রেকর্ড করেন এবং জেলা পুলিশের সুপারকে পাঠান। কিন্তু এর পরও পুলিশ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেনি। ঘুষ সংক্রান্ত অভিযোগে বিচারপ্রার্থীর ক্ষোভকে কেন্দ্র করে প্রথমে মামলাটি সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের কাছে ওঠে। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে সন্তুষ্ট না হয়ে বিল্টু হাজরা পরে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। আদালতের এই পর্যবেক্ষণ এবং রাজ্যের কার্যকর পদক্ষেপের চাহিদা মামলার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই ঘটনায় হাইকোর্টের তীব্র প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে হালকাভাবে খুঁজতে পারবে না। ন্যায়বিচার এবং জনসাধারণের আস্থার প্রশ্নে আদালত সম্পূর্ণ কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

অর্থ-সচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রায় দেড় দশক ধরে বকেয়া পড়ে থাকা টাকা না মেটানোর অভিযোগ। আদালতের নির্দেশও মানা হল না। শেষমেশ কঠোর পদক্ষেপ নিল কলকাতা হাইকোর্ট। রায়গঞ্জ পুরসভার ঠিকাদারদের ৮০ লক্ষ টাকার বকেয়া না মেটানোয় শুক্রবার রাজ্যের অর্থসচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে নগরোন্নয়ন দফতরের সচিবের বিরুদ্ধেও জারি হয়েছে রুল। অভিযোগ, ২০১০ সালে টেন্ডারের মাধ্যমে পুরসভায় কাজ করেছিলেন একাধিক ঠিকাদার। কাজের মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এতদিন পরও তাঁদের পারিশ্রমিক মেলেনি। এর আগে একাধিক বার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, বকেয়া মেটাতে হবে। সর্বশেষ নির্দেশ আসে চলতি বছরের ১৪ জুলাই। আদালত সাফ জানায়, দ্রুত টাকা দিতে হবে। কিন্তু তাতেও সুরাহা হয়নি। ফলে ক্ষোভ প্রকাশ করে রুল জারি করল ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের এই পদক্ষেপে নতুন করে আলোচনায় এল রাজ্য প্রশাসন। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, নির্দেশ কার্যকর না হলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে আগামী ৩ নভেম্বর। এখন দেখার এ ব্যাপারে রাজ্য কী পদক্ষেপ করে।

পুজোর উপহার নিয়ে দুয়ারে হাজির ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নিজস্বসংবাদদাতা,লেনিনগড়,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গোসব। বাকি মাত্র আট দিন। ঘরে ঘরে আনঃদ উসবে মেতে উঠবে ছোট শিশু কিশোর থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই। ব্যারাকপুর ২ ব্লকের ছয়টি পঞ্চায়েতে এলাকায় গত দেড় বছর অধিক সময় ধরে চলা সাতসকালে দুয়ারে সভাপতির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় চালু হল সাতসকালে পুজোর প্রীতি উপহার প্রদান। শুক্রবার সকালে তৃতীয় ধাপে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের লেনিনগড় জি ব্লকে এলাকায় ১৬৫ জন আবাল বৃদ্ধ বৃদ্ধা সহ ছোট শিশু কিশোর দের হাতে দুর্গাপুজোর প্রীতি উপহার স্বরূপ নতুন বস্ত্র শাড়ি ও ছোট দের জামা প্যান্ট প্রদান করলেন ব্যারাকপুর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি, পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন হালদার সহ একঝাঁক পঞ্চায়েত সদস্যরা। টানা নয় দিন ধরে চলবে বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায়। অসহা মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের মুখে সামান্য একটু হাসি ফোঁটাতে পেরে আমরা গর্বিত গর্বিত হলাম জানান প্রবীর রাজবংশী।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৪৯_২০২৫-২৬ অ্যান্ড ১৫১_২০২৫-২৬, তারিখ ১৮.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি.ডিইএন/৪/হাওড়া**-র অধীনে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৪৯_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বোলপুর (শান্তিনিকেতন) - এইএন/বোলপুর-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে বোলপুরে স্যান্ড হাম্প তথা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৫৪,৬১,৫১৪.৪৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২৭,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৫১_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে - সেস মেরামতির কাজ সিনিয়র ডিইএন/IV/হাওড়ার আওতাধীনে এইএন/রামপুরহাটের অধীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে - নলহাটি - বনিডাঙ্গা ডাউন ১১৪.০৯০ – ১১৪.৪০৫ = ১৪০১.৭৫০ সিইউএম, ডাউন ১১৬.০৪৫ – ১১৬.৫৮৫ = ২৪০৩.০০০ সিইউএম, ডাউন ১২২.৩৮৩ – ১২২.৪৩৮ = ২৪৪.৭৫০ সিইউএম, ডাউন ১২৫.৩৬৮ – ১২৬.৫৮২ = ৫৪০২.৩০০ সিইউএম, ডাউন ১৩০.৫৩৩ – ১৩১.৯৪৩ = ৬২৭৪.৫০০ সিইউএম, ডাউন ১৪১.০২৬ – ১৪১.৭৫১ = ৩২২৬.২৫০ সিইউএম, ডাউন ১৫১ – ১৫৮ = ৩১১৫০.০০০ সিইউএম, ডাউন ১৬১ – ১৬৮ = ৩১১৫০.০০০ সিইউএম, আপ ১৫১ – ১৫৮ = ৩১১৫০.০০০ সিইউএম, আপ ১৬১ – ১৬৮ = ৩১১৫০.০০০ সিইউএম; সাঁইথিয়া - নলহাটি ডাউন ৮৮ – ৯০.২০০ = ৯৭৯০.০০০ সিইউএম, ডাউন ৯২.১০০ – ৯২.৩৫০ = ১১১২.৫০০ সিইউএম, ডাউন ৯২.৬৫০ – ৯৩.১৫০ = ২২২৫.০০০ সিইউএম, ডাউন ৯৩.৯৫০ – ৯৪.৫০০ = ২৪৪৭.৫০০ সিইউএম, ডাউন ৯৬.৫০০ – ৯৭.৯০০ = ৬২৩০.০০০ সিইউএম, ডাউন ১০০.৬০০ – ১০৪.৫০০ = ১৭৩৫৫.০০০ সিইউএম, ডাউন ১০৭.৪২০ – ১০৮.৬২০ = ৫৩৪০.০০০ সিইউএম, ডাউন ১০৯.৭১৩ – ১১০.৫৩৪ = ৩৬৫৩.৪৫০ সিইউএম, আপ ৮৮ – ৮৮.৮০০ = ৩৫৬০.০০০ সিইউএম, আপ ৮৯ – ৯০ = ৪৪৫০.০০০ সিইউএম, আপ ৯২.৬৫০ – ৯৩.৩০০ = ২৮৯২.৫০০ সিইউএম, আপ ৯৪.১০০ – ৯৭.৫০০ = ১৫১৩০.০০০ সিইউএম। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,৫৩,৪৪,০৪৯.৭০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,২৬,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-300/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডানদিকে হৃদপিণ্ড! বিরল ডেক্সট্রোকার্ডিয়ার রোগীর সফল অস্ত্রোপচার হল ডিসানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ গল্পের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেখানে এক তরুণের হার্ট তথা হৃদপিণ্ড ছিল বুকের ডানদিকে। গল্পের সেই কথা সত্যি হল। জানা গেল ঝাড়খণ্ডের এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা গেল। যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয়, ডেক্সট্রোকার্ডিয়া। ডিসান হসপিটালে হল তাঁর সফল অস্ত্রোপচার। হাসপাতাল থেকে ছুটিও হয়ে গিয়েছে ওই রোগীর।

বিশষ সূত্রে জজানতে পারা গিয়ছে, বিকাশ পাসওয়ান নামের সেই ৪৬ বছর বয়সি রোগীর প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। পরীক্ষা করতেই ধরা পড়ে তাঁর মিট্রাল ভালভ ডিজিজ হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর ভর্তি করা হয় তাঁকে। শল্য চিকিৎসক ড. সৌম্যজি ঘোষ বলছেন, প্রত্যেক রোগীকেই সহমর্মিতা-সহ আধুনিক চিকিৎসা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। সিনিয়র কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেটিস্ট শুভেন্দু সরকার বলছেন, এই ধরনের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অ্যানাস্থেশিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও অস্ত্রোপচারেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু রোগীর ডেক্সট্রোকার্ডিয়া ছিল তাই বিষয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

মিট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট এমন এক অস্ত্রোপচার যেটা আমাদের দেশে

প্রতি বছর বহু পরিমাণে হয়। বার্ষিক অস্ত্রোপচারের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। ডিসানে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দল কাজ করে। অ্যানাস্থেটিস্ট ও ভাস্কুলার সার্জেনের পাশাপাশি বিশেষ কার্ডিয়াক সার্জারি ইউনিট তাদের ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গেই পালন করে থাকে। সাম্প্রতিক এই অস্ত্রোপচারের সাফল্য বিরল এবং জটিল হৃদরোগের চিকিৎসার অগ্রগতিতে ডিসান হাসপাতালের নিষ্ঠাকেই আরও একবার তুলে ধরল।ডানদিকে হৃপিণ্ড! বিরল ডেক্সট্রোকার্ডিয়ার রোগীর সফল অস্ত্রোপচার ডিসানে

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/052/2025-2026/R
Name of the Work: **Repairing of passage and surface drain at Shyamlal Lane, Bengali Bazar etc. N/H/NO. H-114, G-176, P-155/A, B-154, B-153 etc. in ward no. 135, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.4,61,753.91** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,300.00**; Period of Completion: **120 Days** ; Last date and time of submission of Bid: **11.10.2025 - 11 a.m.**; Date of opening of tender: **13.10.2025 - 11 a.m.**;

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/062/2025-2026/APAS/41/01
Name of the Work: **Renovation of passage with allied works at Fathepur Village Road near premises no. J-69 in ward no.133, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.2,11,264.64** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,300.00**; Period of Completion: **45 Days** ;

3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/041/2025-2026/APAS/97/01
Name of the Work: **Renovation of drain with allied works at Q-205, Q-295 P.N. Kundu Road in ward no. 136, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.4,94,887.92** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.10,000.00**; Period of Completion: **90 Days** ;

4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/053/2025-2026/APAS/137/1
Name of the Work: **Improvement of surface drain with allied works at W-77, W-75 Kankhuli Road in ward no. 139, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.4,98,981.48** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.10,000.00**; Period of Completion: **45 Days** ;

5. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/054/2025-2026/APAS/137/2
Name of the Work: **Improvement of passage with allied works at W-32 Talpukur Ara Lane in ward no. 139, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.1,91,995.28** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **45 Days** ;

6. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/055/2025-2026/APAS/137/4
Name of the Work: **Improvement of passage W-82, W-84 Kankhuli Road in ward no. 139, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.2,99,230.19** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **45 Days** ; Last date and time of submission of Bid: **09.10.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 6); Date of opening of tender: **11.10.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 6); The bid forms and other details are available on and from: **20.09.2025 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6);

7. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/080/2025-2026/APAS/6/1
Name of the Work: **Renovation of drainage system with ancillary works N/H/No. I-123 to I-118 Badi Masjid Goli in ward no. 135, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.4,98,360.00** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.10,000.00**; Period of Completion: **45 Days** ;

8. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/081/2025-2026/APAS/6/2
Name of the Work: **Renovation of pathway at Julia Para N/H/No. I-137, I-162, I-168 etc. in ward no. 135, BR-XV; Estimated Amount: Rs.4,95,880.87** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.10,000.00**; Period of Completion: **45 Days** ;

9. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/032/2025-2026/APAS/91/06
Name of the Work: **Renovation of surface drain N/H/No. S-107, Halder Para Lane in ward no. 137, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.1,08,563.95** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.2,200.00**; Period of Completion: **90 Days** ;

10. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/042/2025-2026/APAS/103/01
Name of the Work: **Renovation of C.C. Passage road with allied works near holding no. Q-104 to Q-94/B Shimpukur Lane in ward no. 136, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.4,77,631.69** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,600.00**; Period of Completion: **75 Days** ;

11. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/043/2025-2026/APAS/103/02
Name of the Work: **Renovation of C.C. Passage road with allied works near holding no. Q-89/4 Shimpukur Lane in ward no. 136, BR-XV**; Estimated Amount: **Rs.4,83,423.33** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,700.00**; Period of Completion: **75 Days** ; Last date and time of submission of Bid: **11.10.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 7 to 11); Date of opening of tender: **13.10.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 7 to 11); The bid forms and other details are available on and from: **23.09.2025 - 5 p.m.** (for Sl. No. 7 to 11); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 11).

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/XIII/118/39/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Anusthan Community Hall with ancillary civil works at S. N. Roy Road bye lane in ward no. 118 under BR-XIII**; Work Value: **Rs.4,14,804.82**; Earnest Money: **Rs.8,300.00**; Period of Completion: **90 Days** ;

2. NIT No.: KMC/XIII/118/24/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road with C. Conc. works at Bastala Area (S. N. Roy Road Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.1,97,757.77**; Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

3. NIT No.: KMC/XIII/118/35/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road / passage with paver block works at Gholpara Area (K. G. Sarani Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.2,99,177.20**; Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

4. NIT No.: KMC/XIII/118/27/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road with C. Conc. works at Dhangarpara Area (S. N. Roy Road Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.2,01,031.05**; Earnest Money: **Rs.4,100.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

5. NIT No.: KMC/XIII/118/36/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road with C. Conc. works at Nandana Area (A.G. Road Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.1,99,664.77**; Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

6. NIT No.: KMC/XIII/118/40/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of sewer adjuncts at J. K. Paul Road Bye Lanes Area in ward no. 118**; Work Value: **Rs.2,87,391.12**; Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **30 Days** ;

7. NIT No.: KMC/XIII/118/38/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road with C. Conc. works at Taltala Area (B.S.T. Main Road Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.2,99,687.05**; Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

8. NIT No.: KMC/XIII/118/29/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of existing Kerb and Channel with painting works at Chatterjee Colony area in ward no. 118**; Work Value: **Rs.1,50,234.79**; Earnest Money: **Rs.3,100.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

9. NIT No.: KMC/XIII/118/28/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of existing Kerb and Channel with painting works at LIC Colony area in ward no. 118**; Work Value: **Rs.1,49,979.64**; Earnest Money: **Rs.3,000.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

10. NIT No.: KMC/XIII/118/37/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road by laying of Hot-Mix works at Rajani Mukharjee Road and it's bye lanes in ward no. 118**; Work Value: **Rs.3,99,588.75**; Earnest Money: **Rs.8,000.00**; Period of Completion: **30 Days** ;

11. NIT No.: KMC/XIII/118/25/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road with C. Conc. works at Bhushanpally area (J. K. Paul Road Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.2,02,406.08**; Earnest Money: **Rs.4,100.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

12. NIT No.: KMC/XIII/118/30/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Replacement of broken and missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different important roads and it's bye lanes in ward no. 118**; Work Value: **Rs.2,99,392.28**; Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **60 Days** ;

13. NIT No.: KMC/XIII/118/26/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road with C. Conc. works at Chamrapatty area (A. G. Road Bye Lane) in ward no. 118**; Work Value: **Rs.1,98,528.13**; Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **21 Days** ;

14. NIT No.: KMC/XIII/115/42/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of bye lanes providing C. C. pavement near Premises No. 99/42, B.P. Road & near 4C Bus Stand in ward no. 115**; Work Value: **Rs.2,07,096.23**; Earnest Money: **Rs.4,200.00**; Period of Completion: **30 Days** ;

15. NIT No.: KMC/XIII/115/37/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of M. G. Road bye lane from Premises No. 353/3A to 352 and near 403/3B by laying Hot-mix in ward no. 115**; Work Value: **Rs.2,86,086.88**; Earnest Money: **Rs.5,800.00**; Period of Completion: **30 Days** ;

16. NIT No.: KMC/XIII/115/30/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of Panchanantala Road bye lane by laying Hot-mix from United Club to Premises No. 5/234 through Premises No.5 in ward no. 115**; Work Value: **Rs.4,24,013.70**; Earnest Money: **Rs.8,500.00**; Period of Completion: **40 Days** ;

17. NIT No.: KMC/XIII/115/39/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Construction of passage at Premises No. 136N, K. G. Lane & Improvement at Premises No. 15/2/1, M. G. Road by C. C. Pavement in ward no. 115**; Work Value: **Rs.1,90,365.27**; Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **30 Days** ;

18. NIT No.: KMC/XIII/115/38/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C. C. pavements near Premises No. 139/D, 63/A, Hafix Md. Ishaque Road, 250 Banamali Banerjee Road & 15/A, Naskar Para Road in ward no. 115**; Work Value: **Rs.1,63,129.74**; Earnest Money: **Rs.3,500.00**; Period of Completion: **30 Days** ; Last date and time of submission of Bid: **13.10.2025 up to 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 18); Tender will be opened on: **15.10.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 18); The bid forms and other details are available on and from: **23.09.2025 from 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 18); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 18).

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE-III/32/APAS/6/25-26 Published in this Newspaper on **17.09.2025 (Key No. 1091/25-26)** of Engineering (Civil) Borough-III Department (Sl No.13). The Earnest money will be read as **Rs.10,000.00** instead of Rs.8,000.00

1108/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯০ সংখ্যা, শনিবার, ৩ আশ্বিন, ১৪৩২

মার্কিন-পাক উস্কানি

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন পাকিস্তানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারত রাশিয়ার মিল এবং তার সঙ্গে চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করাটা ভালো নজরে দেখছেন না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এখন ভারতের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও ভারতের ওপরে ক্ষিপ্ত। তিনি বহুবার ভারতকে বলেছিলেন রাশিয়াকে বয়কট করতে। কিন্তু ভারত তা করেনি। তার ফলে এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাষ্ট্র পাকিস্তানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন পাকিস্তান একটি জঙ্গি রাষ্ট্র। তার পরেও তিনি তাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করতে শুরু করেছেন ভারতকে জব্দ করার জন্য। পাকিস্তান কোনও কালে ভারতের বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। পাকিস্তান ভারতের অর্থনীতির ওপরে নির্ভর করে যে টাকা পাকিস্তানে যেত সেটা এখন আর হচ্ছে না। মুম্বাইয়ের ডন দাউদ ইব্রাহিমের হাত ধরে অন্ধকার জগতে একটি বড় টাকা পাকিস্তানের পকেটে যেত সেটা পরিষ্কার। শিব সেনার নেতা বাল ঠাকরে ক্ষমতায় এসেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে মুম্বই থেকে দাউদ ইব্রাহিমের জগতটাকে একেবারে সাফ করে দিতে হবে। দাউদ ইব্রাহিম সারা ভারত জুড়ে সাট্টা খেলার রাজ চালু করেছিল। সেই সময়ে বোম্বাই সাট্টা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয়তা অর্জন লাভ করে। সাট্টা খেলায় বহু গরিব পরিবার নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। শিব সেনার নেতা বাল ঠাকরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করলে মুম্বই থেকে সাট্টা খেলা একেবারে বন্ধ করে দেবেন। সেটাই হল পরবর্তী কালে। বহু সময় লেগেছিল সেই সাট্টা খেলাটা বন্ধ করতে। সাট্টা খেলাটা আসলে একটি জুয়া খেলা। এর কোনও সরকারি অনুমোদন ছিল না। সরকার সাট্টার খেলাকে স্বীকৃতি দেয়নি। এদিকে দাউদের গোষ্ঠীরা সাট্টা খেলাটাকে ভারত ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা লেনদেন হতো সাট্টার মাধ্যমে। সেই টাকার একটি বেশ অংশ পাকিস্তানে চোরাপথে যেত বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে শিব সেনা দল প্রতিষ্ঠা হতেই পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখা চলবে না তা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন হয়। মুম্বইতে ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে শিব সেনার দলের সমর্থকেরা। তারা ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে ঢুকে ক্রিকেট খেলার ক্রিজ পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে যাতে করে সেখানে ভারত পাকিস্তানের খেলা সম্ভব না হতে পারে। পরে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলাটা অন্য দেশে সরিয়ে নিয়ে যায়। দুবাইতে ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেটের বহু খেলা হয়েছে। কিন্তু মুম্বইয়ের মাটিতে করা তা করা সম্ভব হয়নি।। তারা একেবারে কট্টর পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দল। এই দলের সিদ্ধান্তই দাউদকে তাড়াতে হবে। এখন সে পাকিস্তানে আশ্রয়ে। ভারত সতর্ক রয়ে গিয়েছে।

শক্তিশালী ভারত

ব্যবসা বোঝেন প্রধানমন্ত্রী। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে নগদে তেল এবং জ্বালানি কিনতে শুরু করে দিয়েছিল যার ফলে রাশিয়া ভারতের ওপরে বেশ খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পশ্চিমী দেশগুলি ভারতের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাশিয়ার কাছ থেকে টাকা দিয়ে তেল কেনা। রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছিল পশ্চিমী দেশগুলি। কিন্তু ভারত তাতে সায় না দিয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনতে শুরু করে নগদ টাকায়। চিন এখন যেমন বন্দর কিনতে শুরু করে দিয়েছে মহাসাগরকে অধিকার করার জন্য ভারতও চিনের কৌশলকে অবলম্বন করে বন্দর কিনতে শুরু করেছে। গ্রীস দেশ সফর কালে শিল্পপতি আদানি প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে গ্রীস সফরে গিয়েছিলেন। সেই প্রতিনিধি গ্রীস দেশের বন্দরগুলিকে কিনতে শুরু করে দিয়েছিল। লিজ নিতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ভারতকে এখন এগিয়ে রয়েছে। করোনাকালে সব দেশগুলি যখন আর্থিক দিক গিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত তখন ভারত কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেছে করেনা ভাকসিন বিক্রি করে। কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাকসিন ভ্যাকসিন বিক্রি করেছে আন্তর্জাতিক বাজারে। তার ফলে ভারতে আয় বলতে গেলে এখন বেশ মজবুত। ইসরো চন্দ্রাভিযান পাঠাতে পারছে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার জন্য। আবার সূর্যের রশ্মি পরীক্ষা করতে ইসরো মাসে মহাকাশ যান পাঠায়। কোনও দিন হয়তো শুনতে পাওয়া যাবে যে ভারত মহাকাশে একটি স্টেশন তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে মহান ভারত গড়তে গেলে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ আয় করতে হবে। ভারত যেভাবে এগোতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকা ভাবতে শুরু করেছে চিন এবং ভারত যদি এক হয় তাহলে আমেরিকার বিপদ রয়েছে। সেই কারণে আমেরিকা ভারতের ওপরে বেশি করে শুল্ক বসিয়ে ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে রুগ্ন করে দেওয়ার মতলব খুঁজছে। কিন্তু ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাসিয়ার সঙ্গে ভারত কোনও কালেও বন্ধুত্ব নষ্ট করবে না। চিনের সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। ভারত একন রেলপথকে আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে বিমান চালাচলের ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। পণ্য পরিবহণের ওপরে ভারত জোর দিচ্ছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত ব্যবসা করার ব্যাপারে ভারত এখনই ভাবতে শুরু করেছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত ব্যবসা বৃদ্ধি পেলে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিসালী হবে যা আমেরিকা মোটেই পচ্ছন্দ করছে না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুনপরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মাই তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দেন।শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে আসবে।

ব্যক্তিকেন্দ্রীক রাজনীতি দেশের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রীতি ও কাঠামোর পরিপন্থী

বিশেষ প্রতিবেদক

ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। ভারতের মতো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতির চরিত্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। কখনও নীতিভিত্তিক আন্দোলন, কখনও মতাদর্শ নির্ভর সংগ্রাম, আবার কখনও আঞ্চলিক প্রশ্নে একত্রিত হওয়া;এই ভিন্ন ভিন্ন রূপে গণতান্ত্রিক রাজনীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক প্রবল ধারা সামনে এসেছে, তা হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি। কোনও নেতা বা নেত্রীকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন, প্রচার, এমনকি মতাদর্শও আবর্তিত হতে দেখা যাচ্ছে। দলীয় নীতি বা যৌথ নেতৃত্বের চর্চা অনেকাংশে পেছনে সরে যাচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি গণতন্ত্রের জন্য কতটা কার্যকর, আর তার অন্তর্নিহিত ক্ষতিগুলি সমাজ ও রাষ্ট্রকে কতটা দুর্বল করে দিচ্ছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো;এখানে নেতৃত্ব একক ব্যক্তির চারপাশে আবর্তিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, জনপ্রিয়তা, বক্তৃতার ক্ষমতা কিংবা সাংগঠনিক প্রভাব দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। এমন পরিস্থিতিতে দলীয় মতাদর্শ বা সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। রাজনীতির কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি;যাঁকে ঘিরেই সমস্ত কার্যক্রম চলে। যদিও স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, শক্তিশালী নেতৃত্ব কোনও দলকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে পারে, তবে একই সঙ্গে তা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ক্ষয় করতেও সক্ষম।

প্রথমত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে রাজনৈতিক দলের ভেতরে গণতন্ত্র দুর্বল হয়। যখন সমস্ত সিদ্ধান্ত একটি ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তখন দলের ভেতরের অন্যান্য নেতারা ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়েন। তাঁদের মতামত উপেক্ষিত হয়, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া এককেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এর ফলে দলীয় ভেতরের গঠনমূলক বিতর্ক, মতের বহুমুখিতা এবং সমালোচনার সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যায়। একটি রাজনৈতিক সংগঠন তখন আর আদর্শভিত্তিক আন্দোলন থাকে না, বরং হয়ে ওঠে এক ব্যক্তির ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

দ্বিতীয়ত, এই ধরণের রাজনীতির আরেকটি ক্ষতি হলো প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব। একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে দলের প্রতীক এবং দেশের রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, তখন তাঁর সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনা প্রায় অশ্রুত থেকে যায়। তাঁর চারপাশের সহচররা সমালোচনা করার বদলে চাটুকারিতায় ব্যস্ত থাকেন। ফলে ভুল নীতি বা ব্যর্থ সিদ্ধান্ত জনগণের সামনে আসতে দেরি হয়। প্রশাসনিক স্তরে স্বাধীন মত প্রকাশের জায়গা সংকুচিত হয়, এবং শেষপর্যন্ত একটি স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা জন্ম নেয়।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি সমাজের ভেতরে একধরনের বিভাজন তৈরি করে। একজন নেতার প্রতি অন্ধ সমর্থন এবং তাঁর বিরোধীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা;এই দ্বন্দ্ব জনজীবনে প্রবেশ করে। সাধারণ মানুষ তখন মতাদর্শ বা নীতি নয়,

বরং ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ মতের বৈচিত্র্য এবং পারস্পরিক সহনশীলতা, ক্রমশ হারিয়ে যায়। রাজনৈতিক ভিন্নমতকে প্রতিপক্ষ নয়, বরং শত্রু হিসেবে দেখা শুরু হয়।

চতুর্থত, এই ধরনের রাজনীতি ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের বিকাশেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে সুদীর্ঘ সময় টিকিয়ে রাখতে হলে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে সেই সুযোগ প্রায় থাকে না। কারণ শীর্ষ নেতৃত্ব কখনও নিজের বিকল্প তৈরি করতে চান না। ফলে উত্তরসূরী তৈরি না হওয়ায় দল ধীরে ধীরে এক ব্যক্তির অবর্তমানে দুর্বল হয়ে পড়ে, কখনও কখনও ভেঙেও যায়। ইতিহাসে বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে কোনও জনপ্রিয় নেতার মৃত্যুর পর তাঁর দল অচল হয়ে গেছে, কারণ বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়নি।

পঞ্চমত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে নীতি প্রণয়নের ধারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণতন্ত্রে সাধারণত নীতিগুলি তৈরি হয় আলোচনার মাধ্যমে, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে, জনগণের স্বার্থ বিচার করে। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন সব সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেই নীতিগুলি অনেক সময় আবেগপ্রবণ বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে দেশ বা সমাজের উন্নতির বদলে সমস্যার গভীরতা বাড়তে থাকে।

এছাড়া, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রায়ই গণমাধ্যমকেও প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমের বড় অংশ তখন নেতা বা নেত্রীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রচার চালাতে শুরু করে। তাঁর ছবি, তাঁর ভাষণ, তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিশ্লেষণ, তথ্য যাচাই, এবং সরকারের সমালোচনার মতো কাজগুলো পেছনে পড়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ প্রকৃত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন না। এই পরিস্থিতি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকেও দুর্বল করে তোলে।

একই সঙ্গে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রায়শই এক ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যেখানে নেতা বা নেত্রীকে 'অপরিহার্য' মনে করা হয়। তিনি না থাকলে দেশ অচল হয়ে যাবে;এমন প্রচার চালানো হয়। এই সংস্কৃতি বিপজ্জনক কারণ এতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়। গণতন্ত্র তখন পরিণত হয় 'নেতাকেন্দ্রিক পূজা'-র মঞ্চে। মানুষ আর নীতি বা প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন করেন না, বরং কেবল ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেন।

অন্যদিকে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও সমস্যার সৃষ্টি করে। বিদেশনীতি যদি কেবল একজন নেতার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপর নির্ভর করে, তবে সেই নেতা অবর্তমানে নীতির ধারাবাহিকতা ভেঙে পড়ে। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ধারাবাহিকতা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারা সেটিকে দুর্বল করে দেয়। এতে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং বৈদেশিক নীতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে এখানে একটি পাল্টা যুক্তিও রয়েছে। অনেকের মতে, শক্তিশালী নেতৃত্ব ছাড়া বড় মাপের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। জনগণ প্রায়ই একক নেতার ওপর নির্ভর করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, কারণ তাতে সিদ্ধান্ত দ্রুত হয় এবং জটিল আলোচনা এড়ানো যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সবসময় কার্যকর হয় কি না। ইতিহাস বলছে, দ্রুত কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত অনেক সময় দেশের ওপর বিপর্যয় নেমে এনেছে। তাই একক নেতৃত্ব সাময়িকভাবে কার্যকর মনে হলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সবশেষে বলা যায়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি গণতন্ত্রকে দুর্বল করে তোলে, কারণ এটি সমষ্টিগত চর্চাকে ক্ষুণ্ণ করে। গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মতের সহাবস্থান, আলোচনার সংস্কৃতি, এবং যৌথ নেতৃত্বের ভেতরে। একজন নেতার জনপ্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সেটি কখনও প্রতিষ্ঠানের শক্তিকে আড়াল করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী না করলে, ব্যক্তি যতই ক্ষমতাবান হোন না কেন, একসময় গণতন্ত্রের ভিত কেঁপে উঠবে।

অতএব, আজকের দিনে যখন বিশ্বজুড়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি বাড়ছে, তখন ভারতের মতো বিশাল গণতন্ত্রের উচিত হবে এই ধারা থেকে শিক্ষা নেওয়া। জনগণেরও সচেতন হতে হবে; একজন নেতার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা দিয়ে দেশ চালানো যায় না, প্রয়োজন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, স্বচ্ছ নীতি এবং সমষ্টিগত নেতৃত্ব। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি সাময়িক আবেগ জাগাতে পারে, কিন্তু টেকসই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটি চরম ক্ষতিকর। দেশকে পরিচালিত করতে গেলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। না হলে বিপদ রয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করে ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণ হওয়া নয়। দেশকে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে গেলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার খুবই প্রয়োজন। না হলে কাঠামো ভেঙে পড়বে।

আয়ুর্বেদ ওষুধে সাধনা ঔষধালয়

রাজেন সরকার, ঢাকা

সাধনাঔষধালয়, ঢাকা। আজকের দিনে বড় বেমানান এই প্রতিষ্ঠান। দোকান বন্ধ। অথচ কর্মচারীদের এখনও বসিয়ে বসিয়ে মাহিনা দেয়। সারা ভারতবর্ষে তথা বর্তমান বাংলাদেশে এটি একটি বিরল ঘটনা। আজ ফিরে দেখা সেই ইতিহাস। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ। চারিদিকে তখন স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। বিদেশি পণ্য বয়কট কর। দেশীয় শিল্প গড়ে তুলতে নেমে পড়লেন একদল উদ্যোগী বাঙালি যুবক। নেতৃত্বে বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। একের পর এক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। এইচ বোসের কলের গান, কেশতেল, দেলখোশ সুবাস, সি কে সেনের জবাকুসুম, বেঙ্গল পটারি, বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরি, পি এম বাকচির কালি, সুগন্ধি, মোহিনী মিলের কাপড়ের কারখানা,সেন রেলের সাইকেল কারখানা এবং স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল আরও কত শিল্প। আর এই পথ ধরে এক বাঙালি যুবক গড়ে তুললেন সাধনা ঔষধালয়। নাম তার যোগেশচন্দ্র ঘোষ। সেই আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের এম এ। ভাগলপুরে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে মাস্টারমশাই আচার্য পি সি রায়ের অনুপ্রেরণায় গড়ে তুললেন আয়ুর্বেদ ঔষধের কারখানা। তার নাম হল সাধনা ঔষধালয় ঢাকা। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানের নাম সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের ওষুধ ব্যবহার করতেন। ১৯২৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজে এলেন ঢাকায়, পরিদর্শণ করে গেলেন সাধনা ঔষধালয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জ্বর হলেই এই প্রতিষ্ঠানের ওষুধ খেতেন। সেই সময় প্রায় চারশোর বেশি শাখা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পণ্য রফতানি হত আমেরিকা, চীন, ইরাক, ইরান, আফ্রিকার দেশে। এবার এল সেই দিন! ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। যোগেশচন্দ্র পরিবারের সকলকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। শত বলা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ছেড়ে গেলেন না। বললেন, মরলে এখানেই মরবো। তবু এদেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না। ফলে যা হবার হল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। সশস্ত্র খান সেনেরা কারখানায় এলো। গুলি করে খুন করল যোগেশচন্দ্র ঘোষকে। তবু ফ্যাক্টরি বন্ধ হল না। কারণ সাধনা ঔষধালয়ের প্রডাক্টের তখনও প্রবল চাহিদা। একশো তিরিশটা দোকান চলছে ভারতে। কলকাতায় তিরিশটা শাখা। দাক্ষারিস্ট, চ্যবনপ্রাশ, সারিবাদি সালসা, জ্বরের ওষুধ,বিউটি ক্রিম আরো কত প্রডাক্টের তখনও হেভি ডিমান্ড। ৮০ সাল পর্যন্ত কোম্পানি চার কোটি টাকা লাভ করেছে। তারপর ২০০৮ থেকে ২০১২ কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় আধুনিকীকরণের অভাবে। অনেক দোকান তবু খোলা ছিল। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া বন্ধ হল না। তাদের চলবে কিভাবে? সারা ভারতবর্ষে এই ঘটনা এক বিরল দৃষ্টান্ত। যেখানে মালিকরা শ্রমিক কর্মচারীদের পি এফ, গ্র্যাচুয়াটির টাকা মেরে দেয় সেখানে যোগেশচন্দ্ররা ব্যতিক্রম তো বটেই। সব মালিক যদি এরকম হত! এই কোম্পানির জীবিত একমাত্র বংশধর হলেন শীলা ম্যাডাম। তিনিই উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমানে কোম্পানির মালিক। তিনি বিবাহ করেননি। তিনি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে থাকেন। এই কোম্পানির বর্তমানে কিছু দোকান এখনও খোলা আছে। অনেক ওষুধই নেই। বিক্রি একরকম নেই। কর্মচারীরা বলেন আজকের দিনে ৩৪ টাকা কিংবা ৫৫ টাকায় কোন ওষুধ পাওয়া যায়? দাম বাড়ানো দরকার। কিন্তু শীলা ম্যাডাম অনড়। তিনি বলেন অল্প লাভ রেখে গরীব মানুষের পাশে একটু দাঁড়ালে ক্ষতি কি? অত টাকা করে কী লাভ? যতদিন পারে চলুক। তবু টিমটিম করে জ্বলছে শতবর্ষের বেশি প্রাচীন সাধনা ঔষধালয়। এখনও কলকাতা ও রাজ্যের বুকে দু'একটা রঙ চটা সাধনা ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে যার একটি আজও বিদ্যমান। সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা একটি আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান। কালের নিয়মে একদিন হারিয়ে যাবে এই প্রতিষ্ঠান। শুধু জেগে থাকবে এক দেশপ্রেমিক বাঙালির স্বপ্ন, সাধনা ঔষধালয়। শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিবা জানাতে পারি আপনাকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করেছেন যারা বাংলাকে আপন করে ভেবেছেন এবং বাংলার সেবা করে গিয়েছেন। দেশকে ভালোবেসে আত্মত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। সেই সব কথা আজকে অতীত হয়ে গেলে এখন শুকতারার মতো উজ্জ্বল রয়ে বাংলার ইতিহাসেরপাতায় লিখিত রয়েছে। সেই দিকে সবাইকে দেখতে হবে। সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা ভাষায় উন্নতির মূলে মিশনারী

নারায়ণ দাস

বৃটিশ-পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মনে আঘাত হানবার জন্য কোম্পানির কর্তারা অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই কোম্পানির ১৭৯৩ সালের সনদে ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তখন বাংলা তথা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য একদিকে যেমন কোম্পানি-সরকারের আনুকূল্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যোগে কোম্পানির তরুণ ইউরোপীয় কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কলেজটি কিন্তু খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকে বাংলা গদ্য-বিকাশের প্রথমপর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইংরেজদের 'প্রাচ্য'-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ তারিখের 'মিনিট'-এ ভারতে প্রাচ্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহের অভাব দেখা দেওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে, তখন ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল, এবং সেটার ফলে শেষপর্যন্ত ভারতের প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থগুলি ক্রমেই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছিল। মিন্টো জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সরকার যদি সে বিষয়ে অবিলম্বে কোন সাহায্য না করে, তাহলে পাঠ্যগ্রন্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সমাপ্তি ঘটবে। (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ৭৫-৭৬) তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, নদীয়ার নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক জায়গায় সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৌনপুরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়োজন রয়েছে। মিন্টোর সেই প্রস্তাবে অবিলম্বে কোনো ফল না হলেও কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ঊনিশ শতকের ভারতের শিক্ষা-সমস্যার প্রতি আর উদাসীন থাকতে পারেননি, এবং এর

ফলে কোম্পানির ১৮১৩ সালের সনদে (Charter Act) ৪৩নং ধারায় ভারতে শিক্ষার প্রসারের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক বৎসরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখতে হবে এবং তা ভারতের শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে। Mother Tongue & Equality of Opportunity in Education– B. S. Goel & S. K. Saini– P. ১০) কোম্পানির সনদ-আইনের শিক্ষা-বিষয়ক এই ধারাটি দ্ব্যর্থবোধক ও গভীর হতাশাব্যঞ্জক ছিল। কারণ, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র সমাজের অভিজাতশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেই চিন্তা করেছিলেন। সনদে উল্লেখিত , 'শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহদান' ও 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন' , এই বাক্যাংশ দুটিকে একত্রে পাঠ করলে এই সত্যিটাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, তখন যাঁরা অর্থ ও বর্ণকৌলীন্যের জোরে সুদূর বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষাকে নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের জন্যই কোম্পানি-সরকারের যত মাথাব্যথা ছিল; কিন্তু যাঁরা কোনোদিনই শিক্ষার অধিকার পাননি, তাঁরা বঞ্চিত হয়েই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদেরকে শিক্ষিত করবার বিষয় নিয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়নি; শুধু শিক্ষার ধরন ও ভাষা-মাধ্যম নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সনদ-আইনে উপরোক্ত দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করবার ফলে সেই টাকা কি ধরনের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে, এবং বাস্তবে শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে, সেসব নিয়ে তখন প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ঊনিশ শতকের বঙ্গদেশে থাকা খৃষ্টান মিশনারীদের একাংশের উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদান করবার ব্যাপকপ্রয়াস শুরু হয়েছিল। বাংলায় থাকা ইংরেজ-ছাত্রদের জন্য উইলিয়ম কেরির উৎসাহ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরা যখন বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা (১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল) তখন কেরির অধিনায়কত্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেটাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তখন তাঁরা একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করবার জন্য ১৮০০ সালে বাংলা হরফের ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক জ্ঞানের আলো দেশীয় সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সেকাজ সম্ভব নয় , এই অভিমত ব্যক্ত করে ডাঃ জোশুয়া মার্শম্যান ইংল্যাণ্ডের মিশনারী কর্তৃপক্ষের কাছে 'মিনিট' পাঠিয়েছিলেন এবং সেই 'মিনিট'-এ ব্যক্ত অভিমতের উপরে ভিত্তি করেই ১৮১৬ সালে তিনি – Hints relative to the Native Schools together with the outline of an institution for their expansion and management – নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে সেই 'মিনিট' ও পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ-আইন গৃহীত হওয়ার পরে ভারতে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সর্বপ্রথম মার্শম্যানই তাঁর সেই 'মিনিট'-এ উপস্থিত করেছিলেন। সেখানে জনশিক্ষার জন্য যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল, সেগুলির অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালে 'উডের ডেসপ্যাচ' আইনে গ্রহণ করা হয়েছিল।

সমরেশ বসুই 'কালকূট' নামে নন্দন সৃষ্টি করেন

দেবেন হাজরা

পাঠ্য বইয়ের তুলনায় অন্য বই আকর্ষণ করত। বড়দার চোখে ধুলো দিয়ে পড়ে ফেলতেন শরৎচন্দ্র সহ অন্যদের উপন্যাস। বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে বড়দা ভাই সমরেশকে জিজ্ঞেস করলেন তোর কবে রেজাল্ট বের হবে, সপ্রতিভ উত্তর কাল মন্মথনাথ তাঁর ভাইকে প্রগেস রিপোর্ট দেখাতে বললে সমরেশ বলেছিলেন প্রগেস রিপোর্ট দেয়নি তবে লিখে এনেছেন প্রত্যেক বিষয়ে পাশ নম্বর অবশ্য খুব একটা ভাল নয়,তিরিশ,চল্লিশ। খুঁতখুঁতে বড়দা এবার চলে গেলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। সমরেশের প্রগেস রিপোর্ট দেওয়া হল তিনি দেখলেন দু-একটি বিষয় ছাড়া সমরেশ সব বিষয়েই ফেল করেছেন। তিনি সেই কালজয়ী লেখক সমরেশ বসু 'আদাব' থেকে অসমাপ্ত উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'এর স্রষ্টা..

একদিন বাড়িতে সমরেশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা-বৌদি খুব কান্নাকাটি করছেন ,বড়দা নিজেও বেশ বিচলিত,অবশেষে খোঁজ পাওয়া যায়,এক বন্ধুর বাড়িতে সমরেশ আছেন মশারির ভেতরে। বড়দার উত্তেজনা প্রশমিত হলে এবার ঝোপ বুঝে কোপ। আবদারের সুরে বললেন বড়দা আমি আর পড়ব না,আমার আর পড়া-টড়া হবে না,আমাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দাও। মন্মথনাথ আশ্বাস দিয়েছিলেন। মাঝে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকা শহবে। প্রায় ষোলো বছর বয়সে সমরেশ নৈহাটিতে ফিরলেন,আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া হল না।মেতে উঠলেন হাতে লেখা পত্রিকা নিয়ে। প্রচুর সিগারেট খান,বাঁশী বাজান,গান করেন,ছবি আঁকেন, অভিনয় করেন। ধিক্কার,নিন্দা, কটুক্তির মাঝখান দিয়ে সে এক দুরন্ত তরুণ। জণ্ডিস বাসা বেঁধেছিল শরীরে। গৌরীও (ডাকনাম বুড়ি) সমরেশকে খুব স্নেহ করতেন। নিম্নবিত্ত সংসারের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও নৈরাশ্য তাঁকে ক্রমশ অস্থির করে তুলেছিল,এমন সময় বছর সতেরোর এক মুমূর্ষ তরুণকে তিনি কার্যত স্বেচ্ছায় বাঁচিয়ে তোলার দায় স্বীকার করে এগিয়ে এসেছিলেন। মনের দিক থেকে কাছাকাছি এসেছেন তারা। সমরেশের কিছুটা অকালপক্কতা অন্য নারীদের চোখে তাঁকে প্রেমিক বানালেও গৌরীর মত একটা স্নেহশীল হৃদয়,সংসারপরায়ণা নারীর সাথে ইতিপূর্বে পরিচয় হয় নি। তিনি বুঝেছিলেন গৌরীর ভালবাসা,স্নেহের মধ্যে ছিল কিভাবে সমরেশকে বড় করে তোলা যায়,শরীরের দিক থেকে সুস্থ করা যায়। তিনি ছিলেন তাঁর ছবি আঁকার একজন সমঝদার। সমরেশ তখন যেসব গল্প লিখতেন গৌরী সেগুলো পড়তে ভালবাসতেন। তাই সমরেশ,গৌরীর সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হল,অচ্ছেদ্য হল,সমাজের কোনও কথা চিন্তা না করে ওরা দুজন শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা নৈহাটি ছেড়ে যাবেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নৈহাটির রথতলা থেকে গৌরীকে তুলে নিয়ে এলেন সমরেশ। দুঃসহ মানসিক টেনশনে ঘোড়ার গাড়িতে গৌরী গেলেন অজ্ঞান হয়ে। সমরেশ ঘোড়ার গাড়িটা একটা কলের কাছে থামিয়ে সেখান থেকে জল এনে গৌরীর মাথায় দিলেন,ক্রমশ তিনি স্বাভাবিক হলেন। সতেরো বছরের রুগ্ন তরুণ সমরেশ বসু একুশ বছরের গৌরীকে নিয়ে আতপুরের বস্তীতে উঠেছিলেন। সম্বল বলতে ছিল একটা হ্যারিকেন, গোটা দুয়েক কাঁথা। গৌরীর হাতের সামান্য দু'এক গাছা সোনার চুড়ি,আর যেহেতু তাঁর কণ্ঠে গান ছিল তাই ছিল কিছু স্বল্প বেতনের ছাত্রী। আতপুরে ভাড়া করা টালির ঘরের সংসার।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশনে সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির-এর আয়োজন

মালিগাঁও, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভাগীয় এবং ঠিকাভিত্তিক উভয় ধরণের সাফাই মিত্রদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং কল্যাণ আদিকে প্রোসাহিত করার উদ্দেশ্যে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিভিন্ন স্টেশন, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ইউনিট এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরের একটি সিরিজ আয়োজন করে। এই পদক্ষেপের মধ্যে চিকিৎসা শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, কাউন্সেলিং সেশন, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) বিতরণ এবং সচেতনতামূলক কার্যসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাফাই মিত্রদের মধ্যে গ্লোভস, মাস্ক এবং সেফটি জ্যাকেটের মতো সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়, পাশাপাশি এগুলোর সঠিক ব্যবহার এবং সংরক্ষণের উপর সরাসরি প্রদর্শনও করা হয়। গুয়াহাটিতে, স্বাস্থ্য ইউনিটে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে এসিএম / গুয়াহাটি ব্যক্তিগতভাবে সাফাই মিত্রদের পিপিই কিট বিতরণ করে। অনুরূপ ধরণের শিবির বদরপুর, লামডিং, ডিব্রুগড় টাউন, হোজাই, নাহরলগুন, রঙিয়া, ডিমাপুর, মাইবাং এবং মালিগাঁও রেলওয়ে কলোনিতে আয়োজন করা হয়। মালিগাঁও এবং ডিব্রুগড়ে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরামর্শ সংক্রান্তিয় অধিবেশনও আয়োজন করা হয়। মালদা টাউনের ফিরোজ শাহ কলোনিতে, কলোনির বাসিন্দাদের জন্য একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সুরক্ষা শিবিরের পাশাপাশি, যেখানে মেডিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টের রেল কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন সাথে মাইবাং এবং ডিমাপুরে স্বচ্ছতা শপথ এবং স্বাস্থ্য নারী সশক্ত পরিবার অভিযান আয়োজন করা হয়। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার ফ্রন্টলাইন স্যানিটেশন কর্মী ও রেলওয়ে কর্মচারীদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং নেটওয়ার্কে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করে।

অভিনব পদ্ধতিতে চলছিল প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাল ডিটারজেন্ট বিক্রির কারবার, গ্রেপ্তার ১

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ অভিনব পদ্ধতিতে চলছিল 'এক নম্বর পরিস্কার' করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাল ডিটারজেন্ট বিক্রির কারবার। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অন্তর্গত ডিইবি এবং হরিহরপাড়া থানার যৌথ অভিযানে হরিহারপাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন রাস্তায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে জাল ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'জাল ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রির অভিযোগে সানোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি ক্রেতাদেরকে মূল্যবান উপহার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জাল ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করছিলেন বলে আমরা অভিযোগ পেয়েছি।' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই ব্যক্তির হেফাজত থেকে ৮ কেজি ডিটারজেন্ট পাউডার, ২০০ টি খালি ডিটারজেন্ট পাউডারের প্যাকেট, ৮০ টি লটারির স্ক্র্যাচ কার্ড, ২৬ টি গ্যাস ওভেন, ১০ টি এলইডি টিভি এবং ছ'টি কুলার মেশিন উদ্ধার হয়েছে। জাল ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি এবং বিক্রির এই চক্র কীভাবে কাজ করতো পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর থানা এলাকায় ভেজাল ঘি তৈরির একটি চক্র ধরা পড়ে। এরপর ডোমকল এবং সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে জাল মশলা তৈরির একটি চক্র ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্য কয়েকটি এলাকা থেকে ভেজাল পানীয় জল এবং ভেজাল ডিজেল এবং পেট্রোল তৈরির চক্রও ধরা পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সানোয়ার হোসেন নামে ওই ব্যক্তি হরিহরপাড়ার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে 'এক নম্বর সফেদি' ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করছিলেন। প্রচারের স্বার্থে ওই ব্যক্তি মূলত গ্রামের মহিলাদেরকেই এই ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করছিলেন বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, নাম 'এক নম্বরি' ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করার নাম করে ওই ব্যক্তি প্রত্যেক গ্রামবাসীকে বলেছিলেন ডিটারজেন্ট পাউডার কিনলেই প্রত্যেকে পাঁচটি করে লাকি কুপন পাবেন। সেই কুপন ঘষলে তাতে যে পুরস্কার লেখা থাকবে সেটি ক্রেতা পাবেন। বহু ক্রেতা ওই ডিটারজেন্ট পাউডার নিয়ে স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষার পর এলইডি টিভি, এয়ার কুলার, ফ্যানের মত দামী উপহার পাচ্ছিলেন। কিন্তু উপহার দেওয়ার জন্য ওই বিক্রেতা প্রত্যেকের কাছে ৭৬৯৯ টাকা করে দাবি করে বসেন। কাওসার আলী নামে এক গ্রামবাসী বলেন,'ওই ব্যক্তি যেভাবে 'এক নম্বর' কোম্পানির ভালো ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রির নাম করে প্রচার চালাচ্ছিল তাতে অনেকেই আকৃষ্ট হয়। ডিটারজেন্ট পাউডার নেওয়ার পর স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষে আমার স্ত্রী একটি এলইডি টিভি এবং এয়ার কুলার পেয়েছিল। কিন্তু পুরস্কার দাবি করতে ওই ব্যক্তি বলেন আগে তাঁকে পুরস্কারের দাম বাবদ ৭৬৯৯ টাকা দিতে হবে তারপর উপহার পাওয়া যাবে। কিন্তু লটারিতে পাওয়া পুরস্কার পেতে কোনও গ্রামবাসী টাকা দিতে রাজি হননি। এরপরই তারা ঘিরে ধরেন ওই ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রেতাকে। পরে জানা যায় ওই ব্যক্তি অত্যন্ত নিম্নগুণমানের জাল ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করছিলেন। এর পাশাপাশি লোকেদেরকে ঠকানোর জন্য বিভিন্ন দামি উপহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো।

যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ সূত্রের খবর বুধবার রাতে নবদ্বীপ শহরের ছয় নাম্বার ওয়ার্ড এলাকায় সঞ্জয় ভৌমিক নামক যুবকে সাথে পার্শ্ববর্তি এলাকার একাধিক যুবকের সাথে বচসা হয়। পরবর্তী সময়ে সঞ্চয় বাড়িতে গেলে পরে তারা সঞ্জয়ের বাড়িতেও চড়াও হয়ে ঘর থেকে বের করে তাকে ও তার মাকে মারধর করে। বৃহস্পতিবার তাকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় সঞ্জয়রে। জানা যায় সঞ্জয় ভৌমিকের দিদি বিজেপি নেত্রী, সঞ্চয়ের মৃত্যুর খবর পেতেই হাসপাতালে হাজির হয় বিজেপি নেতৃত্বরা, পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বিজেপির দাবী এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা এই কাজ করেছে, অবিলম্বে যদি প্রশাসন তাদের গ্রেপ্তার না করে নবদ্বীপ শহরে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। মৃত সঞ্জয় ভৌমিকের দিদির অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তার ভাইকে খুন করেছে। তৃণমূল আশ্রিত তারক দাস, গদাধর রায় ওরফে গদু, তাপস দাস, অরিন্দম মন্ডল, এছাড়াও রয়েছে আরো বেশ কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতি। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকেই এলাকায় সন্ত্রাসী চালায় বলেই অভিযোগ। সে এবং তার পরিবার ২০১২ সাল থেকে বিজেপিকে সমর্থন করে বলেই পরিকল্পিতভাবেই খুন করা হয়েছে বলেই দাবি। মৃতের দিদি সাথী চক্রবর্তী ভৌমিক জানান এলাকায় তৃণমূলের দাপট রয়েছে আর তাদের তাণ্ডব প্রতিনিয়ত চলে। তবে মৃত সঞ্জয় ভৌমিকের দেহ শুক্রবার কৃষ্ণনগর পুলিশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হল ময়নাতদন্তের জন্য। সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হবে কল্যাণী এমসে এমনটাই দাবি মৃত যুবকের পরিবারের। মৃত যুবকের বড় দিদি সাথী চক্রবর্তী ভৌমিকের দাবি সিবিআই তদন্তেরও। মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে দাবী করা হয় পুলিশের উপর কোন আস্থা বা ভরসা নেই তাদের। তাই সিবিআই এর দাবি করছেন মৃত যুবকের দিদি। এই খুনের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের কেন যোগ নেই বলে দাবী করেন রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলি। তিনি বলেন এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন অভিযোগ। যে ঘটনা ঘটেছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনভাবেই জড়িত নয়। কোনরকম প্রমাণ ছাড়া তৃণমূলকে দোষারোপ করা হচ্ছে পরবর্তীতে তারা কি বলবে যে এই ঘটনায় তৃণমূল জড়িত নয় তবে এই নোংরা রাজনীতির সঙ্গে তৃণমূল কোনদিনই যুক্ত নয়। পাশাপাশি নবদ্বীপ থানার আইসি জলেস্বর তিওয়ারি জানান অভিযোগ জমা, পরেছে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি বিজেপি নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী অপর্না নন্দী বলেন, ঘটার তদন্ত আমরা চাই, পাশাপাশি দেহের ময়নাতদন্ত কল্যানী এইমসে করানোর দাবী করেন।

ছাত্রী খুনে সাসপেন্ড মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর, নাম জড়াল তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ছাত্রী খুনের ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে সাসপেন্ড করা হল রামপুরহাট থানার এক মহিলা পুলিশ অফিসারকে। জুলি সাহা নামে ওই পুলিশ অফিসার বীরভূমের রামপুরহাট থানায় মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত। প্রথম দিকে তিনি নিখোঁজ ছাত্রীর তদন্তকারী অফিসার ছিলেন বলে সূত্র মারফ জানা গিয়েছে। এবার ঘটনার সঙ্গে নাম জড়াল তৃণমূল নেতার। এদিকে এদিনই গ্রামে যান কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, রামপুরহাট বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চট্টোপাধ্যায় এবং অভয়া মঞ্চের তিন প্রতিনিধি। নাবালিকা খুনে ফের সিবিআই তদন্তের দাবি জানাল পরিবার। সেই সঙ্গে নিখোঁজ দেহাংশ উদ্ধারের দাবি জানানোর পাশাপাশি ফরেনসিক ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছে। পরিবারের দাবি, শিক্ষককে পুলিশ যখন আটক করেছিল সে সময় তৃণমূলের রামপুরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পান্থ দাস তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। সে আবার ওই স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক। ফলে তাঁর ভূমিকা তদন্ত করে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। এদিন অধীর রঞ্জন চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, পরিবার চাইলে আমরা হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে সিবিআই তদন্তের ব্যবস্থা করুক। তবে স্থানীয় প্রশাসনকে বলব তারা এই ঘটনার সঙ্গে কারাকারা যুক্ত এটা তদন্ত করে বের করুক। আদিবাসী সমাজে আস্থা ফেরাক। একটি ছোট্ট নিষ্পাপ মেয়েকে খুন করা হল আর পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ দেহ উদ্ধার কোর্টে পারল না! ফলে আদিবাসী সমাজ পুলিশের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। এছা।। স্কুল কর্তৃপক্ষও দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। তারা পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু তারা একটিবারও পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যিনি তদন্তকারী অফিসার ছিলেন জুলি সাহা তিনি তদন্তে বাড়িতে গিয়ে কিছু পেলেন না। অথচ পরে সেই বাড়ি থেকেই সেক্সের জিনিপত্র উদ্ধার হয়েছে। বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপারকে জানানোর পর তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পরিবারের দাবি মেনে ফরেনসিক রিপোর্ট করার পক্রিয়া চলছে। দুবুরি নিয়ে এসে দেহের অবশিষ্ট অংশ খোঁজার কাজ করা হবে। তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কলকাতা থেকে বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিয়ে এসে মামলার দেখভাল করা হচ্ছে। আমরাও চাই ওই শিক্ষকের ফাঁসি হোক। তবে পরিবারের সিবিআই তদন্তের এবং দলের নেতা পান্থ দাসের বিষয়টি এড়িয়ে যান আশিসবাবু। অন্যদিকে, এদিন বিকেলের দিকে অবরোধ উঠে গেছে। তবে স্কুল ছিল বন্ধ। জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, যে ঘটেছে সেটা জঘন্যতম। আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আসা করছি মাসখানেকের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করব।

জামালপুরে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প সরজমিনে পরিদর্শনে বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ , ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে শুক্তবার অনুষ্ঠিত হলো পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প। আবুজহাটি-২ এবং জারো গ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই ক্যাম্পে সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এই ক্যাম্প সরজমিনে দেখতে আসেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জেলা পরিষদ সদস্য শোভা দে, দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঝর্না দাস ও নূরজাহান বেগম এবং দুই অঞ্চল সভাপতি রমেন্দ্রনাথ কোনার ও আলাউদ্দিন শেখ। জনপ্রতিনিধিরা প্রতিটি কাউন্টার ঘুরে দেখেন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজের হাতে ফর্ম পূরণ করে মানুষকে সুবিধা পেতে সাহায্য করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ক্যাম্পে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সরকারি পরিষেবা এক ছাদের নিচে পাওয়ায় মানুষ খুশি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের ক্যাম্প আগামী বিধানসভা ভোটে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA

Notice Inviting e-Tender E-**NIT NO-05/APA5/2025-26)** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the 14 nos different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/150/APAS-247/2025, Date:- 22/09/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 2 (Two) Nos. similar works. Bid submission start date (online):- **22.09.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online):- **11.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**13.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas

Memo No.-(1) 753(1)/HGP/2025, NIeT NO.-07/HGP/(25-26), (2) No.-754(1)/HGP/2025, NIeT NO.-08/HGP/(25-26), (3) 755(1)/HGP/2025, NIeT NO.-09/HGP/(25-26), (4) 756(1)/HGP/2025, NIeT NO.-10/HGP/(25-26) Date-12/09/25

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of Artho-o-parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: APAS(25-26). Work Completion Period: 30 Days. From the issue of work order. Date of uploading e-NIT(online) on **13/09/2025 at 06:00 PM**. E-Tender document download starting from **14/09/2025 at 10:00 AM.** Last date of submission of Technical bid on **20/09/2025 at 1:30 PM.** And Opening on **22/09/2025 at 2:00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

Kharagpur-II Panchayat Samity

Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT17(2nd Call)/25-26

Separate tenders are invited by the undersigned for 2(Two) Different works. Last date of Submission of Bid(Online): **25.09.2025 up to 6.55 pm**. Date of Opening of Technical Bid(Online): **29.09.2025 at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kharagpur-II Panchayat Samity

ওএইচই সংশোধন কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৩৯_২৫-২৬, তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_টিআরডি_৩৯_২৫-২৬, **কাজের নামঃ** "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএলএস-এ ডিএসডিসি-এর ওএই চই পাসেজ লঙ্ ঘন সরানোর" সম্পর্কিত ওএইচই সংশোধন কাজ (সিডিউল-I)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮৫,৯৫,২৩৬.৮০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৪৩,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOW/KGP/NIET-05/25-26

The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT,KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the **5(Five)** different works. Bid submission start date (online) **20/09/2025 at 10.00 A.M**. Bid Submission closing date (online) **27/09/2025 at 2:00 P.M**. Bid opening date for Technical Proposals **08/10/2025 at 12:30 P.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Kharuberia Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই সংশোধনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_৩৮_২৫-২৬; **তারিখ ঃ** ১৬-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং. ঃ** ইএল_টিআরডি_৩৮_২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের এক্তিয়ারে ওএলএস -এ ডিএসডিসি-এর ওএইচই প্যাসেজের ইনফ্রিনজমেন্ট সরানো সম্পর্কিত ওএইচই সংশোধন কাজ।(শিডিউল-I)। **কাজের অনুমানিত মূল্য ঃ** ১,৭৩,৩৫,১৮১.০৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩৬,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৯-১০-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই /টিআরডি , কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com

Memo No:- (i) 549/MGP/2025, (ii) 550/MGP/2025, (iii) 551/MGP/2025 Dated:-19/09/2025

E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for total 5(Five)Nos. works. Document download & sale starting (Online) **19.09.2025 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid proposal(online) **29.09.2025 at 16.00 Hrs.** Bid opening date(Technical): **08.10.2025 at 12.30 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-03/2025-26 (2 nd Call)** & **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-18/2025-26(2 nd Call)**. Bid submission closing date(Online) -**25/09/2025 instated of 19/09/2025** and Bid Submission opening date (Online) **09/10/2025 instated of 22/09/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 544/PWD/ROAD/BMC, Dated - 19/09/2025, e-Tender has been invited Repairing of road, Up gradation of community shade, at different locations within Ward no 29 under BMC. **(APAS SCHEME). [Tender Id: 2025_MAD_906251_1 to 13] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission 11/10/2025 up to 15.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/151/APAS-247/2025, Date:- 22/09/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 3 (Three) Nos. similar works. Bid submission start date (online):- **22.09.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):- **11.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**13.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/152/APAS-247/2025, Date:- 22/09/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for work: CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD WITH DRAIN. Bid submission start date (online):-**22.09.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):-**11.10.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**13.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

বারসোইতে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩৯; **তারিখ ঃ** ১৬-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** বারসোইতে ইন্টারলকিংয়ের ইআই-সিস্টেমের মাধ্যমে উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২০,৫৪,৯৭০/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৬,১০,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় ০৮-১০-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১০-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি সহযোগী কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/৩৫এন্ড৩৬, তারিখ ঃ ১৬-০৯-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং -১; টেন্ডার নং ঃ** এপি-এসটি-৩৫-২০২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** ফালাকাটায়- ড্রেনেজ, রাস্তা, লেবার শেড, পণ্য অফিস, টয়লেট, পানীয় জল, আলোকসজ্জা, সিসিটিভি সহ কভার শেড দ্বারা পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নতি (এসএন্ডটি সহযোগী কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৩৬,৫৩৮.২২/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,১২,৭০০/-টাকা; **ক্রম নং -২; টেন্ডার নং ঃ** এপি-এসটি-৩৬-২০২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** ধুপগুড়িতে - নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শ্রমিক শেড, পণ্য অফিস, টয়লেট, পানীয় জল, কভার শেড, সিসিটিভি সহ আলোকসজ্জা দ্বারা পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নতি (এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৬১,৬২১.৮৮/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,১৩,২০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩-১০-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **টেন্ডার খোলা ১৩-১০-২০২৫** তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/003/42/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS pavements at 49, 48/2 etc. Anath Nath Deb Lane and other places in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,49,109.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/003/50/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 3/J, 3/B/1/D etc. Kundu Lane and other places in Ward No.-003, under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,96,537.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/003/53/2025-2026
Name of the work: **Maintenance of drainage systems at 1/5U, 1/5K etc. J. K. Ghosh Road and other places in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,92,244.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/003/54/2025-2026
Name of the work: **Repairing of damaged IPS and paver block pavements at 1/7/N, 1/6/1/C etc. J. K. Ghosh Road and other places in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,98,322.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/004/22/2025-2026
Name of the work: **Restoration of damaged asphaltum road at 22/1/A, 22/3A, 21A/4, 21A/4C, 21A/5, 21A/18, etc. Ganguli Para Lane, 12F/1, 14/2, 1/1B/2, 1/1D, etc. Umakanta Sen Lane and other places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,95,937.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/004/26/2025-2026
Name of the work: **Replacement of broken M. H. cover, inspection pit cover, G. P. cover, C. P. cover, at 18, 19, etc. Dum Dum Road, 11H/12, 11H/17, etc. Paik Para Row and different places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,49,992.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/004/27/2025-2026
Name of the work: **Replacement of broken door of latrine and other ancillary civil works at 26/33, 26/42, etc. Dum Dum Road, 61/3, 66, etc. B. T. Road, 50H/14, 51/H/4, etc. Rani Harsha Mukhi Road and different places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,79,477.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/004/047/2025-2026
Name of the work: **Repairing of toilet at 3H/26, 3H/24/1, etc. Tarini Charan Ghosh Lane in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,97,798.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/004/048/2025-2026
Name of the work: **Repair of bathroom at 3H/21, 3H/23, etc. Tarini Charan Ghosh Lane in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,257.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/004/051/2025-2026
Name of the work: **Repairing of toilet, urinal at 13A, 14/2, Umakanta Sen Lane in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,98,494.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/I/005/40/2025-2026
Name of the work: **Raising of pit covers 21/1, 21/3M Anath Nath Deb Lane in Ward No.-005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,19,699.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/I/006/31/2025-2026
Name of the work: **Replacement of broken doors of privies at 12, Karim Bux Row, 49, 51, 52, Lockgate Road and different places in Ward No.-006 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,406.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/I/006/32/2025-2026
Name of the work: **Improvement of privies at 2/9B, 3B, Kripanath Dutta Road and different places in Ward No.-006 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,857.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/I/007/30/2025-2026
Name of the work: **Improvement of privies at 7/1, 7/2, Marhatta Ditch Lane and other Uttaran areas in Ward No.-007, under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,69,212.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/I/007/50/2025-2026
Name of the work: **Improvement of drainage system at 4, Chitpore Bridge Approach in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,584.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(16) NIT No. : KMC/EEC/I/007/51/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements at 563, Rabindra Sarani, P-12, Strand Bank Road in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,96,290.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(17) NIT No. : KMC/EEC/I/008/36/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS, paver blocks pavements, etc. at 41, 44, Ramkanta Bose Street, 1, Kumartuli Ghat Street and surrounding areas in Ward No.-008, under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,39,448.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(18) NIT No. : KMC/EEC/I/008/38/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements etc. at 89A, 105, etc. Shyambazar Street and other places in Ward No.-008 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,92,705.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(19) NIT No. : KMC/EEC/I/008/51/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS pavements at 2/H/7, 3/H/4, etc. Raja Sir Radhakanta Deb Lane in Ward No.-008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,91,874.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(20) NIT No. : KMC/EEC/I/008/54/2025-2026
Name of the work: **Repairing of latrines, bathrooms etc. at 4, Raja Sir Radhakanta Deb Lane in Ward No.-008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,92,557.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(21) NIT No. : KMC/EEC/I/008/58/2025-2026
Name of the work: **Repairing of drainage system at 9/2A Khetra Dhole Lane and other places in Ward No.-008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,48,184.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(22) NIT No. : KMC/EEC/I/008/59/2025-2026
Name of the work: **Repairing of paver block, IPS pavement, kerb and channels at 8/2A, 8/2B Khetra Dhole Lane and other places in Ward No.-008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,48,169.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(23) NIT No. : KMC/EEC/I/009/22/2025-2026
Name of the work: **Renovation of bathing platforms at 2, 13, Raja Nabakrishna Street, 5A, K. K. Sur Street and different places in Ward No.-009 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,656.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(24) NIT No. : KMC/EEC/I/009/23/2025-2026
Name of the work: **Improvement of latrines at 24A, Kumartully Street, 3, Kripanath Lane and other places in Ward No.-009 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,091.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(25) NIT No. : KMC/EEC/I/009/26/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block, footpaths and passages at 19, 20, Shyambazar Street, 5C, 11C, Sri Arabindro Sarani and different places in Ward No.-009.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,94,350.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(26) NIT No. : KMC/EEC/I/009/042/2025-2026
Name of the work: **Repairing of privies at 1, 2, 3 Raja Debendra Narayan Deb Lane in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,544.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(27) NIT No. : KMC/EEC/I/009/44/2025-2026
Name of the work: **Repairing of sewer line at 1A, 3A, Nepal Neogi Street in Ward No.-009, Part 38, 166-AC, under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,49,880.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(28) NIT No. : KMC/EEC/I/009/045/2025-2026
Name of the work: **Repairing of privies with ancillary works at 6A, 8A, K. K. Sur Street and other places in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,663.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(29) NIT No. : KMC/EEC/I/009/046/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS footpath at Abhoy Mitra Street etc. in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,47,631.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(30) NIT No. : KMC/EEC/I/009/047/2025-2026
Name of the work: **Repairing of latrines, toilets at 11, Sri Aurobindo Sarani in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,48,029.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(31) NIT No. : KMC/EEC/I/009/048/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 11, Sri Aurobindo Sarani in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,89,735.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(32) NIT No. : KMC/EEC/I/009/049/2025-2026
Name of the work: **Repairing of latrines at 484, Rabindra Sarani, 2, Raja Nabakrishna Street etc. in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,91,960.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(33) NIT No. : KMC/EEC/I/009/050/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 2, 5, 13, 17, Raja Nabakrishna Street etc. in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,92,388.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(34) NIT No. : KMC/EEC/I/009/051/2025-2026
Name of the work: **Repairing of paver block footpath along J. M. Avenue (Western Flank) etc. in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,75,922.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(35) NIT No. : KMC/EEC/I/009/052/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS & paver block footpath along B. K. Paul Avenue in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,615.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(36) NIT No. : KMC/EEC/I/009/055/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 7, 8, Biswambhar Mullick Lane etc. in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,97,728.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(37) NIT No. : KMC/EEC/I/009/056/2025-2026
Name of the work: **Repairing of IPS passages at Joy Mitter Ghat Lane in Ward No.-009 under BR-I, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,93,354.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **10.10.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 37).** Tender will be opened on: **13.10.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 37).** The bid forms and other details are available on and from **20.09.2025 (6 P.M.) (For Sl. No. 1 to 37).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 37).** (1110/25-26)

চাষবাস

বিঘা পিছু ২০ হাজার আয়, সজনে পাতায় সাজছে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন

সজনে পাতা স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। নাটাবাড়ি ব্লক পাবলিক

হেলথ সেন্টারের সিনিয়র আয়ুর্বেদিক অফিসার বাসবকান্তি দিন্দা এই স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আর স্বপ্ন দেখছেন আশিজন মহিলা। কোচবিহারের বলরামপুর কৃষি প্রশিক্ষণ সেন্টারে অনুষ্ঠান করে এদের সবার হাতে ৪ হাজার সজনে গাছের চারা তুলে দেওয়া হল। ২০ বিঘা জমিতে মাথা তুলবে এই চারাগাছ।

জানা গেল, এর আগে প্রথমে তুলসী দিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রা। গোটা দেশের কাছে প্রেরণা। তারপর ভেষজ সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আমলকী, কালমেঘ, হরীতকী, কুলেখাড়া, থানকুনি পাতার চাষ ও বিপণন শুরু। তাছাড়া ভিটামিন এ, সি ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই পাতার পুষ্টিমূল্য অত্যন্ত বেশি। নেতৃত্বে সেই বাসবকান্তি। তিনি জানালেন, মোরিঙ্গ নামে সজনে পাতার গুড়ো বিক্রি হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, ক্যানসার রোধে এই ভেষজ দারুণ কার্যকর। ভাল চাহিদা রয়েছে। বিঘা পিছু বছরে প্রায় ২০ হাজার টাকা রোজগার। প্রকল্প রূপায়ণে জোট বেঁধেছে তিন সরকারি সংস্থা। পঞ্চায়েত দফতরের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক উন্নয়ন পর্ষদ, জেলা আয়ুশ বিভাগ, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। উপস্থিত ছিলেন শেফালি দাস ও মহম্মদ আজিজ-সহ জেলার আধিকারিকরা। তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। যাতে ৮০ জন সদস্য রয়েছেন। এদেরই সজনে চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জানা গেল, বিঘাপিছু ২০০ টি করে গাছ লাগানো হবে। পূর্ণবয়স্ক হলে তিন মাস অন্তর গাছের পাতা তোলা যাবে। তাছাড়া সজনে ফুল ও সজনে ডাঁটারও ভাল চাহিদা রয়েছে সবজি বাজারে।

অল্প বিনিয়োগেই বিপুল আয়ের সম্ভাবনা, কর্মসংস্থানের নতুন দিশা

এবার রঙিন মাছ চাষের পাসাপাশি রঙিন অর্নামেন্টাল স্নেল অর্থাৎ অলংকারিক শামুক চাষের বিষয়ে উৎসাহ দিতে চলেছে জেলা প্রশাসন। জানা গিয়েছে, সিডিসির উদ্যোগে বেকার কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দিতে অভিনব এই প্রকল্প। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দাবি করছেন, এই শামুক যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটাবে তেমনই স্বল্প পরিমাণ আয়তনের অ্যাকোরিামের জল বিশুদ্ধ রাখতে সহায়ক হবে। তাছাড়া আগামী দিনে মহিলাদের অলংকার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্নামেন্টাল স্নেল খানিকটা সাধারণ পুকুরে গেরী গুগলির মতো দেখতে। তবে রঙিন, স্বচ্ছ এবং আকারে অনেকটাই ছোট। সাধারণত জলে এবং স্থলে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে থাকাই এদের পছন্দ। যেগুলি রঙিন মাছের সঙ্গে অ্যাকুরিয়ামের সৌন্দর্য এবং শ্রীবৃদ্ধি করে থাকে। গাঢ় ধূসর, হলুদ ও বাদামি রঙের। তবে গিরগিটির মতো না হলেও স্বল্প এই জীবনচক্রে নিজেদের রংয়ের একাধিকবার পরিবর্তন ঘটে। যা অতি সহজেই মিষ্টি জলের ছোট ছোট চৌবাচ্চা কিংবা মাটির যে কোনো পাত্রে এই চাষ করা সম্ভব। এবং প্রাকৃতিক উপায়ে খুব সহজেই বংশবিস্তার করে থাকে। ফলে এর জন্য আলাদা কোনভাবে সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। কিংবা বড় কোন জলাশয়ের প্রয়োজন নেই। তাই যে কেউ উদ্যোগী ব্যক্তির পক্ষে এই চাষ সম্ভব। তাছাড়া কালচারের জন্য কোনও স্পেশ্যাল ফিড কিংবা বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় না।

আগামী দিনে রঙিন মাছ চাষের পাশাপাশি অর্নামেন্টাল এই শামুক চাষ অনেকটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে দাবি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। কারণ, অ্যাকোরিয়ামে স্বল্প পরিসরে রঙিন মাছ চাষের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় শ্যাওলা। এক্ষেত্রে শ্যাওলা এবং নোংরা জল একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু মাছের পাশাপাশি রঙিন এই শামুক রাখলে অ্যাকোরিয়ামের জল অনেকটাই পরিস্রুত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে খুব একটা সহজে শ্যাওলাও জমতে পারে না। ফলে অ্যাকোরিয়ামে মাছ চাষের ক্ষেত্রে রঙিন এই শামুক অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

অ্যাকুরিয়ামে যাঁরা রঙিন মাছ চাষ করেন কিংবা বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অ্যাকুরিয়ামের মাছ রাখেন তাঁরাই এখন রঙিন শামুকের ক্রেতা। যা আবার রঙিন মাছ চাষের সঙ্গে মিশ্র ভাবে চাষ সম্ভব। ফলে খুব একটা মার্কেটিংয়ের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। সেই সঙ্গে আগামী দিনে রঙিন এই শামুক মহিলাদের বিভিন্ন রকমের গহনা তৈরিতেও উপযোগী। সেসব কথা মাথায় রেখেই ইতিমধ্যেই তমলুকের সিএডিসির সদর দপ্তর রণসিনহাতে সহকারি ফসল হিসেবে রঙিন মাছের সঙ্গে এই শামুক চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তমলুকের নিমতৌড়িতে স্বনির্ভর দলের সহায়তায় অন্যান্য রঙিন মাছের সঙ্গে মাটির চৌবাচ্চাতে এই শামুকের চাষ শুরু হয়েছে। সিএডিসির তমলুক প্রকল্প আধিকারিক মিঃ লাহা বলেন, রঙিন মাছের পাশাপাশি অ্যাকোরিয়ামের শ্রীবৃদ্ধিতে রঙিন শামুকের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশই বাড়ছে। তাছাড়া বদ্ধ অ্যাকোরিয়ামের জল পরিষ্কার রাখতে রঙিন শামুক অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তাই রঙিন মাছের পাশাপাশি রঙিন শামুক চাষে কোনো ঝুঁকি না থাকায় আগামী দিনে জেলার অর্থনৈতিক বিকাশে অনেকটাই সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাঁশ থেকে চাল উৎপাদন, ক্ষুধা নিবৃতিতে বড় পদক্ষেপ ত্রিপুরার

এবার বাঁশ থেকে চাল উৎপাদন করে দেশের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ত্রিপুরা। তবে এর আগে বাঁশ থেকে বিস্কুট তৈরি হয়েছে রাজ্যে। বাঁশ থেকে চাল ও বিস্কুটের উৎপাদনকে আর্থিক ভাবে লাভজনক বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই। জানা গিয়েছে, বাঁশের বীজ থেকে তৈরি চালে অনেক বেশি প্রোটিন থাকে। মেরুদন্ডে ব্যাথা, গাঁটের ব্যাথা ও কোলেস্টোরেলের সমস্যা প্রতিরোধে বাঁশের চাল অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া বাঁশের চালে রয়েছে ডায়বেটিস প্রতিরোধক উপাদান। রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন। এছাড়া বাঁশের ফুল থেকে উৎপাদিত এই চাল অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক। এই চাল উৎপাদন করে একজন সহজেই স্বরোজগারী হতে পারবেন। এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ব্যাম্বু রাইস বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানা গিয়েছে।রাজ্যে প্রথমবার বাঁশফুল থেকে প্রক্রিয়াজাত করে চাল

উৎপন্ন করে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাঁশের ফুল থেকে উৎপাদিত এই চাল অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। এই চাল উৎপাদন করে একজন সহজেই স্বরোজগারী হতে পারবেন। ত্রিপুরা ব্যাম্বু রাইস বাজারে ছাড়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জানা যায়, ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বাঁশের চাষ হয়। এই বাঁশকে ভিত্তি করে রোজগারের উৎস সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি বাঁশের শিকড় থেকে বিস্কুট তৈরী করেছে রাজ্যের উদ্যোগীরা। পাশাপাশি এখন এই বাঁশের ফুল থেকে তৈরী হচ্ছে চাল। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যান্য চালের মতোই বাঁশের ফুল থেকে মিলিং করে এই চাল তৈরি করতে হয়। এই চাল সুগার ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রনে সহায়ক, সেই সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই চাল। এই চালে অন্যান্য চালের তুলনায় প্রোটিনও অধিক রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। বাঁশফুলের মাধ্যমে উৎপন্ন এই চাল বাজারজাত করায় উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।

রীতি মেনে মায়ের আরাধনায় প্রবাসেও বারোয়ারি পুজোর স্বাদ

১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকার ছোট্ট অঙ্গরাজ্য রোড আইল্যান্ড! সেখানেও নিয়ম করে প্রতি বছর উমা আসছেন। তবে চারদিন নয়, দু'দিনের জন্য। তাতে কী! পুজো বলে কথা। আর তাই ছোট্ট এই রাজ্য পুজোর দু'দিন হয়ে ওঠে প্রবাসীদের অন্যতম ঠিকানা। খাওয়া দাওয়া তো রয়েছেই, সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। আর তা দেখতে রোড আইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে তো বটেই, নিউ জার্সি, ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকেও মানুষজন আসেন। পুজোর দু'দিন এই পুজো হয়ে ওঠে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এক মিলনস্থল!মৈত্রী নামক একটি বাংলা সংগঠনের উদ্যোগে রোড আইল্যান্ডের এই দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এবারও জোরকদমে চলছে পুজো প্রস্তুতি। এবার পুজো হবে ২৭ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শনিবার এবং রবিবার। ব্যারিংটন কনগ্রেসনাল চার্চে এই পুজো হয়। উদ্যোক্তারা দু'দিন একদিকে বাংলা এবং বাঙালি আবেগকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে কলকাতার বারোয়ারি পুজোর স্বাদ এবং পরিচিত পুজোর আন্তরিকতাতেও কোনও অংশেই বাদ দেন না। নিয়ম রীতি মেনে চলে মায়ের আরাধনা। সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি, আরতি, বরণ তো রয়েছেই।এ তো গেল মায়ের আরাধনার কথা! উদ্যোক্তাদের একজন সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, পুজোর দিনগুলিতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে থাকে গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক এবং শব্দবাজি। যেখানে মৈত্রী পরিবারের ছোটব। সবার সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেঃদ্র, নাচ-গান নাটকের স্কুলগুলি থেকে নানা বয়সের সদস্যরা যোগ দেন। বাংলাভাষীদের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাভাষীর মানুষের জন্যেও উন্মুক্ত থাকে এই পুজোর দ্বার! ফলেও তাঁরাও এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। এর সঙ্গে আছে হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণযুগের বাংলা গান। রয়েছে আধুনিক ব্যান্ডের গান। এ যেন নতুন-পুরনোর এক মেলবন্ধন! সৌম্যদীপ বলেন, গত বছর পুজোতে উপস্থিত ছিলেন বলিউড তারকা রোহিত রায় এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মহীতোষ তালুকদার তাপস। তাঁর কথায়, আগের বছর বাঙালি-অবাঙালি দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উপস্থিত ছিলেন ভারত, আমেরিকা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইরান, নেপাল, এমনকী পাকিস্তানের নাগরিকরাও। পুজো উদ্যোক্তার আশা, এবারও তার অন্যথা হবে না।

জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঘটলো এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঘটলো এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক দম্পতি। মৃতদের নাম , হমিদা (৫০) এবং বশির আহমেদ (৫৫)। তাঁরা উমরাবাদের বাসিন্দা। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই দম্পতি নূরা হাসপাতালের কাছে রাস্তা পার করছিলেন। ঠিক সেই সময় উল্টোদিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে জখম হন তাঁরা। চিকিৎসার জন্য তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসক হমিদাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বশির আহমেদ। ইতিমধ্যেই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিহারের গোপালগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন শ্রমিকের

পাটনা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ঃ বিহারের গোপালগঞ্জে শুক্রবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন শ্রমিকের। আশঙ্কাজনকভাবে চিকিৎসাধীন আরও এক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , মৃতদের নাম নাসরুদ্দিন মিয়া (৫৫), নীরজ কুমার (৩০) এবং বলিরাম সিং (৪৮) । আহতের নাম জিতেন্দ্র সিং। এদিন এই চার শ্রমিক লুহ্সি গ্রামের নির্মীয়মান একটি বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন। সেইসময় ছাদে থাকা বৈদ্যুৎতিন যন্ত্রের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় চারজন। চিকিৎসার জন্য তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তিন শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতরভাবে আহত জিতেন্দ্র বর্তমানে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিনটি আসনেই জয়ী এবিভিপি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনেই জিতল এবিভিপি। সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক এই তিনটি আসনেই জয়ী হয়েছে এবিভিপি। সহ-সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন এনএসইউআই--এর রাহুল ঝসলা। নবনির্বাচিত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, এবিভিপি নেতা আরিয়ান মান বলেছেন, এবিভিপি তিনটি আসনে জিতেছে। আমি ১৫০০০ ভোটের ব্যবধানে সভাপতি পদে জিতেছি। আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের অন্ত ঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। এবিভিপি

আমেরিকায় ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মীকে গুলি করে মারল পুলিশ

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মার্কিন মুলুকে আবার আক্রমণের শিকার ভারতীয়! জানা গিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৩০ বছর বয়সি তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। অভিযোগ, নিজের রুমমেটকে ছুরি মেরে খুন করেছেন ওই ভারতীয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে মৃত ভারতীয়ের পরিবার। তাঁরা মার্কিন পুলিশের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।নিহত ভারতীয়ের নাম মহম্মদ নিজামুদ্দিন। তিনি তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত ৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে সান্তা ক্লারার বাড়িতে ছুরি হাতে দেখা যায়। সেই সময় তিনি নিজের রুমমেটকে দেওয়ালে চেপে ধরেছিলেন। ৯১১-এ জরুরি ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যান অফিসাররা, এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। অনুমান, নিজামুদ্দিন এবং তাঁর রুমমেটের মধ্যে বচসা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হয়।

পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ' অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিজামুদ্দিনকে ছুরি হাতে দেখতে পান। তারপরেই গুলি চালান পুলিশ আধিকারিকরা। নিজামুদ্দিনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই পরে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। নিজামুদ্দিনের রুমমেটকেও স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' এই ঘটনায় যৌথ তদন্ত শুরু করেছে সান্তা ক্লারা পুলিশ এবং সান্তা ক্লারা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস।

যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে নিজামুদ্দিনের পরিবার। তাঁদের দাবি, মৃত্যুর আগে নিজামুদ্দিন নিজেই ফোন করে পুলিশ ডাকেন। পরিবারের তরফে একটি লিঙ্কডইন পোস্টের কথা বলা হয়েছে। সেই পোস্টে নিজামুদ্দিন লেখেন, তিনি বর্ণবৈষম্য, জাতিগত হয়রানি, নির্যাতন, বেতন-জালিয়াতি, অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার মত অন্যায়ের শিকার হয়েছেন। ওই পোস্টে তিনি নিজের উপরে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেখান থেকেই নিজামুদ্দিনের পরিবার বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে তাঁরা।

নিজামুদ্দিনের বাবা জানিয়েছেন, সান্তা ক্লারার একটি হাসপাতালে নিজামুদ্দিনের দেহ রাখা হয়েছে। দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি বিদেশ মন্ত্রকের সাহায্য চেয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যান নিজামুদ্দিন। ফ্লোরিডার কলেজে এমএস ডিগ্রি পেয়ে সেখানেই একটি সংস্থায় কাজ শুরু করেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান।

রাষ্ট্রসংঘে বালোচ আর্মিকে জঙ্গি তকমায় 'না' আমেরিকার, ট্রাম্পের খামখেয়ালির ' পাকিস্তান!

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ স্বাধীনতাকামী বালোচ লিবারেশন আর্মিকে ঘিরে দ্বিচারিতা আমেরিকার! মাসখানেক আগেই পাকিস্তানের মন রেখে বালোচ আর্মিকে জঙ্গি তকমা দিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই একই দাবি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে খারিজ করে দিল আমেরিকা। উল্লেখ্য, বালোচ আর্মিকে জঙ্গি তকমা দেওয়ার আর্জি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয়েছিল পাকিস্তান এবং চিন। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের তরফে আবেদন করা হয়, বালোচ লিবারেশন আর্মি এবং তার আত্মঘাতী স্কোয়াড মাজিদ ব্রিগেডকে জঙ্গি তকমা দেওয়া হোক। সীমান্ত সন্ত্রাস চালাতে আফগানিস্তানের মদতে অন্তত ৬০টি ক্যাম্প চালাচ্ছে বালোচরা, এমনটাই দাবি পাকিস্তানের। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চিনও এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করে। কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। আপাতত এই তিন দেশের যুক্তি, বালোচ আর্মিকে জঙ্গি তকমা দেওয়ার পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

উল্লেখ্য, মাসখানেক আগেই ইসলামাবাদের প্রবল প্রতিপক্ষ বালোচ লিবারেশন আর্মিকে বিদেশি জঙ্গির তালিকাভুক্ত করে ওয়াশিংটন। বিএলএর পাশাপাশি তাদের সহযোগী দ্য মাজিদ ব্রিগেডকেও জঙ্গি তকমা দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন আগে পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রংটকে জঙ্গি তকমা দিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের জঙ্গি তকমা দেওয়ায় ইসলামাবাদ যে খুশি হয়নি সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই বালোচদের বিদেশি জঙ্গির তকমা দিয়ে ইসলামাবাদকে খুশি করছে ওয়াশিংটন, এমনটাই মত ছিল বিশ্লেষকদের। প্রশ্ন উঠছে, নিজেরা জঙ্গি তকমা দিলেও রাষ্ট্রসংঘে কেন পাক প্রস্তাবের বিরোধিতা করল আমেরিকা? তাহলে কি ট্রাম্পের পাকপ্রেমে চি। ধরছে? কারণ গত কয়েকদিন ধরে ভারত-আমেরিকা এবং ট্রাম্প-মোদি দুই সম্পর্কেই

উন্নতি হয়েছে। যদিও চলতি মাসের শেষেই পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেঃট। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বৈঠকের ফাঁকেই ২৫ সেপ্টেম্বর এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে কি বালোচ আর্মির জঙ্গি তকমা নিয়ে অবস্থান পালটাবেন ট্রাম্প?

তিন বছর পর শ্রীলঙ্কার প্রতি দরাজহস্ত চিন!
পরিকাঠামো উন্নয়নে শ্রীলঙ্কাকে ৪ হাজার কোটি ঋণ দিল বেজিং

বেজিং, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মার্কিন শুল্কবোমা ভারত ও চিনের দিকে ধেয়ে আসার পর থেকে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যাপক বদল এসেছে বলে মনে করা হয়েছে। অন্যদিকে কয়েক বছরে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির রাজনৈতিক চরিত্রে বদল এসেছে। এই অবস্থায় তিন বছর পর ভারতের পড়শি শ্রীলঙ্কাকে এক দফায় ৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করল চিন। ফলে দ্বীপরাষ্ট্রের এত দিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পের কাজ শুরু হল। বেজিংয়ের এই সিদ্ধান্ত নয়াদিল্লির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।দেশজুড়ে প্রবল আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ২০২২ সালে জনতার বিক্ষোভ আন্দোলনে শ্রীলঙ্কায় পতন হয় তৎকালীন সরকারের। এরপর থেকে নতুন শাসকের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে কলম্বো। যদিও প্রায় দেউলিয়া পরিস্থিতিতে ভারত সাহায্য করেছিল প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্রকে। অন্যদিকে খারাপ সময় শ্রীলঙ্কাকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল চিন। সেই তারাই তিন বছর ঋণ দিল। সূত্রের খবর, শ্রীলঙ্কার জন্য ৪.৩ হাজার কোটি টাকা (৫০ কোটি ডলার) ঋণ মঞ্জুর করেছে বেজিং। এর জন্য চিনের ব্যাঙ্ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা

দিশানায়েকে। যেহেতু এর ফলে দীর্ঘদিন আটকে থাকা হাইওয়ে প্রকল্পের কাজ ফের শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, এবার কাজ শুরু হবে কলম্বোর সঙ্গে ক্যান্ডি শহরের সংযোগকারী সেন্ট্রাল এক্সপ্রেসওয়ের ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইওয়ে নির্মাণের কাজ। ২০২৩ সালে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই হাইওয়ে নির্মাণের কাজ। শ্রীলঙ্কা সরকার মনে করছে, চিনের থেকে ঋণ মেলায় ২০২৮ সালের এপ্রিল মাসের এই কাজ শেষ করা যাবে। উল্লেখ্য, কেবল ভারত ও চিন নয়, অর্থনৈতিক মঃদার মুখে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (আইএমএফ) ২৯০ কোটি ডলার অর্থসাহায্য করেছে শ্রীলঙ্কাকে। প্রশ্ন উঠছে, শ্রীলঙ্কার চিন নির্ভরতায় নয়াদিল্লি চাপে পড়বে না তো! যদিও মার্কিন শুল্কবোমার পর ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলেছে।

Name Change

I, ARATI CHATTERJEE (Old Name) W/O Late SHYAMALENDU CHATTERJEE Residing at 180, Lake Garden, P.O-Laskarpur, P.S.-Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700153 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ARATI RANI CHATTERJEE (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit no 3545, Dated 14-10-2020. ARATI CHATTERJEE (Old Name) and ARATI RANI CHATTERJEE (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, FAROJ ALI SK and FAROJ ALI SHAIKH (Old Name) S/O MADAR SEKH Residing at Kalinagar Rupdaha, Krishnanagar-II, District - Nadia, Pin - 741140 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as FARAJ SEKH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 18-09-2025. FAROJ ALI SK and FAROJ ALI SHAIKH (Old Name) and FARAJ SEKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I , Jarena Shaik @ Zarina Begum @ Jarina Seikh W/O- SK Mohsin resident of Kashiyara Moktar Bagan, P.O.-Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713146, shall henceforth be known as 'JARINA KHATUN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 18/09/2025. That Jarena Shaik, Zarina Begum, Jarina Seikh and Jarina Khatun all are same and one identical person.

Name Change

I , SK Moshin @ Shaik Mosin S/O- Seikh Samsuddin @ Shamshuddin Shaik resident of Kashiyara Moktar Bagan, P.O.-Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713146, shall henceforth be known as 'SK MOHSIN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 18/09/2025. That SK Moshin, Shaik Mosin and SK Mohsin all are same and one identical person.

MARRIAGE NOTICE

Firoz Rajib Ahmed (Bangladeshi citizen, Passport No: A04218368) and Pampa Rani Mukherjee (Indian citizen, Passport No: V2172119) were married on 15th April 2025 at M A R O Kazi Office, Malonchi Union, Pabna Sadar, Pabna, Bangladesh.
All concerned may note.

Name Change

I, JAI PRAKASH ROY (Old Name) S/O RAMBILAS RAI Residing at 75/1, Sailendhar Road, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JAYPRAKASH RAI (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit no 18313, dated 18-08-2025. JAI PRAKASH ROY (Old Name) and JAYPRAKASH RAI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Piyali Das (old name) wife of Sukesh Swarnakar and daughter of Ratan Das, residing at Vill: Sonatikari, P.O- Chandpara Bazar, P.S – Gaighata, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743245, West Bengal, have changed my name Piyali Swarnakar (new name) as declared before the Ld. 1st Class Additional Chief Judicial Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 11611 dated 16/09/2025. Piyali Das and Piyali Swarnakar both are same and one identical person.

Name Change

I, Nasima Yara (old name) wife of Mansoor Alam, residing at Sabzi Mohalla Kulti, Ward : 0025, PO- Kulti, Dist: Paschim Bardhaman, Pin: 713343, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nasima Ara (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/09/2025. Nasima Yara and Nasima Ara both are same and one identical person.

Name Change

I, Piyali Swarnakar Das (old name) wife of Sukesh Swarnakar and daughter of Ratan Das, residing at Vill: Sonatikari, P.O- Chandpara Bazar, P.S – Gaighata, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743245, West Bengal, have changed my name Piyali Swarnakar (new name) as declared before the Ld. 1st Class Additional Chief Judicial Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 11611 dated 16/09/2025. Piyali Swarnakar Das and Piyali Swarnakar both are same and one identical person.

Name Change

I , Sekh Mockbul Alam S/O- Intekhab Alam resident of Vill-Jotsadi, P.O.-Bantir, P.S.-Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713103, shall henceforth be known as 'SK MOCKBUL ALAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 18/09/2025. That Sekh Mockbul Alam and SK Mockbul Alam both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Kader (old name) son of Late Hossain Ali Mandal, residing at Vill: Malayapur, PO-Raghunathpur, PS-Baduria, Dist-North 24 Parganas, Pin: 743401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Kadir (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas dated 24/04/2019. Abdul Kader and Abdul Kadir both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBHASIS GANGULY(Old Name) S/o P KR GANGULY(Old Name) as mentioned in my driving license WB01 20010071992, residing at Green Vista Housing Complex, Flat D 401, Rajarhat Main Road, Atghata Phooltala, Barasat I, Dist. 24 Parganas North, Pin-700136, West Bengal Indian have corrected my name and shall henceforth be mentioned as SUBHASIS GANGOPADHYAY(New Name) S/o PRANAB KUMAR GANGULY(New Name) in my driving license, declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 93011 on dated 19/09/2025. SUBHASIS GANGULY S/o P KR GANGULY and SUBHASIS GANGOPADHYAY S/o PRANAB KUMAR GANGULY both are same and identical person.

Affidavit

I, AKLESH ROY (Old Name) S/o C YADAV(Old Name) as mentioned in my driving license WB37 19960113432 residing at Akwan Bagan, Gowala Para, Sitarampur, Kulti(M), Bardhaman, West Bengal-713359 Indian have corrected my name and shall henceforth be mentioned as AKHILESH YADAV (New Name) S/o CHAKRADHAR YADAV (New Name) in my driving license, declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 94012 on dated 19/09/2025. AKLESH ROY S/o C. YADAV and AKHILESH YADAV S/o CHAKRADHAR YADAV both are same and identical person.

Affidavit

I, KAVITA NIRMAL KRIPALANI(Old Name) W/o NIRMAL KRIPALANI residing at 501, Niladri Apartment, 30 Raja Santosh Road, Ministers Residence, P.O.-Alipore, State-West Bengal, Kolkata-700027 Indian have changed my name and shall henceforth be known as KOSSHU KRIPALANI(New Name), as declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 19474 on dated 26/08/2025. KAVITA NIRMAL KRIPALANI and KOSSHU KRIPALANI both are same and identical person.

Affidavit

I, NIRMAL PITAMBER KRIPALANI (Old Name) S/o LATE PITAMBERDAS KRIPALANI residing at 501, Niladri Apartment, 30 Raja Santosh Road, Ministers Residence, P.O.-Alipore, State-West Bengal, Kolkata-700027 Indian have changed my name and shall henceforth be known as NIRRMAL KRIPALANI (New Name), as declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 19478 on dated 26/08/2025. NIRMAL PITAMBER KRIPALANI and NIRRMAL KRIPALANI both are same and identical person.

Affidavit

I, SHARAN KRIPALANI(Old Name) S/o NIRMAL KRIPALANI residing at 12A, Mandeville Gardens, Ballygunge, State-West Bengal, Kolkata-700019 Indian have changed my name and shall henceforth be known as SHARAAN KRIPALANI(New Name), as declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 19482 on dated 26/08/2025. SHARAN KRIPALANI and SHARAAN KRIPALANI both are same and identical person.

Name Change

I, Moni Sharma/Monimala Sharma (old name) d/o Guhiram Karmakar, residing at Mahabir Colliery, Raniganj, Bardhaman, Pin: 713358, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Manimala Sharma (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 20/2025 dated 11/09/2025. Moni Sharma/Monimala Sharma and Manimala Sharma all are same and one identical person.

Name Change

I, Felix Bernardine Gomes (Old Name) S/o Daniel Gomes Residing at 48, Gora Chand Road, Flat No-4C, 4th Floor, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Felix Bernardine Ananta Gomes (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-09-2025. Felix Bernardine Gomes (Old Name) and Felix Bernardine Ananta Gomes (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I Sidhartha Banerjee (Old Name), s/o. Late Nikhil Banerjee, resident of 10, P.K. Mukherjee Road, P.O.- Dakshineswar, 24 Pgs.(N),- 700076, W.B. declare that have change and shall henceforth be known as Siddhartha Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16.09.2025. Sidhartha Banerjee (Old Name) & Siddhartha Banerjee (New Name) both are same and one identical lady.

Name Change

I, Gopal Bajoria (old name) son of Bal Krishna Bajoria, residing at 1008/28, Jessore Road, Kolkata – 700055, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gopal Krishna Bajoria (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/09/2025. Gopal Bajoria and Gopal Krishna Bajoria both are same and one identical person.

চাষ জমিতে কাজে গিয়ে ছিনতাইবাজের কবলে পড়লেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ সাতসকালে চাষ জমিতে ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য মালদায়। চাষ জমিতে কাজে গিয়ে ছিনতাইবাজের কবলে পড়লেন এক গৃহবধূ। জমির ঝোপ থেকে আচমকা হাঁসুয়া নিয়ে গৃহবধূর উপর হামলা করে এক যুবক। মাথায় আঘাত করে দুই কান কেটে সোনার দুল ছিনিয়ে নিয়ে পালায় ওই দুষ্কৃতী। শুক্রবার প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার কালিয়াচক থানার গঙ্গা নারায়ণপুর এলাকায়। জানা গেছে, আক্রান্ত ওই মহিলার নাম চন্দনা মন্ডল। অভিযোগ প্রতিদিনের মত এদিন সকালেও জমিতে কাজে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। আচমকা জমির ঝোপ থেকে এক যুবক ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে মহিলার উপর হামলা করে। তার মাথায় আঘাত করে দুই কান কেটে সোনার দুল নিয়ে চম্পট দেয়। এরপর ওই গৃহবধূর চিৎকারে অন্যান্য চাষিরা ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রান্ত ওই গৃহবধূ চন্দনা মন্ডল জানান, 'ভেন্ডি ভাঙার জন্য চাষ জমিতে গিয়েছিলাম। আচমকাই এক যুবক ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে হামলা চালায়। আঘাতের পর সেখানে লুটিয়ে পড়ি। এরপর কানের দুল ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। ওই দুষ্কৃতীকে সামনে থেকে দেখলে চিনতে পারব'। এই ঘটনার পর বর্তমানে আহত গৃহবধূ চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জঙ্গল খুলতেই বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা, সাফারি নিয়ে ক্ষোভে পর্যটন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যটকদের জন্য খুলে গিয়েছে চলেছে ডুয়ার্সের জঙ্গল। আর সেই জঙ্গল খোলার আগেই

পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বন দপ্তরের কাছে একগুচ্ছ দাবি রাখলেন আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জঙ্গল ঘেরা কোদালবস্তির পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, জঙ্গল ঘেরা এই গ্রামে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়লেও বাড়েনি সাফারি গাড়ির সংখ্যা এবং জঙ্গল সাফারির নতুন দিক বা রুটের সংখ্যা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমানে চারটি সাফারি গাড়ি রয়েছে এই কোদালবস্তি এলাকায়। পর্যটকদের সংখ্যা অনুযায়ী তা পর্যাপ্ত নয়। কোদালবস্তি এলাকায় জঙ্গলের সৌন্দর্য ও বন্যপ্রাণী দেখতে ভিড় জমান পর্যটকরা। যার কারণে আরও চারটি গাড়ি বাড়ানো হলে খুবই ভাল হয় বলে জানান তারা। এছাড়া, বর্তমানে তিনটি রুটে সাফারি হয়। পর্যটকদের জন্য জঙ্গলের আরও কিছু নতুন রুট বা দিক খোলা হলে নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পারবেন তারা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথায়, বর্তমানে ছ'জন গাইড থাকলেও, চারটি গাইডের পদ খালি রয়েছে। তা পূরণেরও দাবি জানিয়েছি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন জলদাপাড়া সহকারী বন্যপ্রাণ আধিকারিক নভিকান্ত ঝাঁ।

হাতির আনাগোনা, আতঙ্ক ছড়িয়েছে অযোধ্যা পাহাড়তলী সংলগ্ন এলাকায়

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দোরগোড়ায় দুর্গাপুজো। উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে পুরুলিয়া জেলাবাসী। আর এই আনন্দের মাঝেই আতঙ্কের চেহারা। ঝালদা ও মাঠায় হাতির আনাগোনা। আতঙ্ক ছড়িয়েছে অযোধ্যা পাহাড়তলী সংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার মাঠার শোনকুপির জঙ্গলে আশ্রয় নেয় একটি দাঁতাল হাতি, অন্যদিকে ঝালদার মহাদেবপুর বনাঞ্চলে ঢুকে পড়ে আরেকটি দাঁতাল। ঝালদার বন কর্মীরা রাতের অন্ধকারেই হাতিটিকে খামার জঙ্গলের দিকে সরিয়ে দেন। বনকর্মীরা জানিয়েছেন, হাতিগুলির গতিবিধি তাঁদের নজরদারিতেই রয়েছে। এদিকে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে বন দফতরের পক্ষ থেকে মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হচ্ছে। জঙ্গলে যাতে কেউ প্রবেশ না করে তার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে পুরুলিয়ার শোনকুপি গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, তাদের গ্রামে হাতির আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত হাতির আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধান জমির ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তাদের। তারা বেশ খানিকটা ভয়ের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত হাতির আগমনে বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। তৎপরতার সঙ্গে নজরদারি চালাচ্ছে বন বিভাগ। অন্যদিকে পুজোর মুখে এলাকায় হাতির হানায় কেবলমাত্র গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত হতে দেখা যাচ্ছে এমন নয়, এর পাশাপাশি এর প্রভাব পড়তে পারে পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রেও বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। কেননা পর্যটকরা লোকালয়ে হাতি আসার বিষয়টি জানতে পারলে তারাও আতঙ্কিত হতে পারেন। যদিও এখনও পর্যন্ত যেমন হাতিদের আগমনে তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি, ঠিক সেই রকমই আবার তৎপরতার সঙ্গে নজরদারি চালাচ্ছে বন দফতর। এমন পরিস্থিতিতে দেখার বিষয় হাতিগুলি লোকাল্য ছেড়ে কখন নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়।

আসানসোলে দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গা ঠাকুরের মুখও চুরি! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের মহিশীলা পালপাড়ায়। দুর্গা প্রতিমার মুখ ভেঙে তুলে নেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃৎশিল্পী বাপি পালের মূর্তি তৈরির কারখানায় দুর্গা প্রতিমার দু'খানা মুখ ভেঙে চুরি করে এক যুবক। পরে ওই মুখ উদ্ধার করা হয় অন্য এক মৃৎশিল্পীর কারখানা থেকে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রেখে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। মৃৎশিল্পী বাপি পালের বক্তব্য, যে দু'টি দুর্গার মুখ ভেঙে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই ছাঁচ বাকি কোনও মৃৎশিল্পীদের কাছে নেই। তাই সেই ছাঁচ গড়ার জন্যই এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে ওই যুবক। উল্লেখ্য, যে দুটি দুর্গা মূর্তির মুখ চুরি করে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটির আজকেই বরাত দেওয়ার কথা রয়েছে এক পুজো কমিটিকে। যার ফলে চিন্তায় পড়েছেন ওই মৃৎশিল্পী। ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

পুজো কমিটিদের হাতে রাজ্যের তরফ থেকে দেওয়া পুজোর অনুদান তুলে দিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গা পূজোর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ির বিভিন্ন পুজো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে অনুদান। এবছর রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি ক্লাবকে। শুক্রবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যদের হাতে পুজোর অনুদান তুলে দিলেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো, এবছর প্রতিটি ক্লাবকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এদিন শিলিগুড়ির কমিশনার শিলিগুড়ির মায়াদেবী, সেন্ট্রাল কলোনি-সহ একাধিক পুজো কমিটিতে গিয়ে উদ্যোক্তাদের হাতে পুজোর অনুদানের চেক তুলে দেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে এবার প্রথমবারের মতো শহরের মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো গুলির মধ্যে সেরা তিনটি পুজো কমিটিকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে আজ মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিগুলির হাতেও অনুদানের চেক প্রদান করেন তিনি। পুলিশ কমিশনার ছাড়াও আজ উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং, অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক অভিষেক মজুমদার সহ এসিপি এবং বিভিন্ন থানার আইসিওসিরা।

বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের সাথে সকলের পরিচয় ঘটানোই ভাবনা মণিপুর পুজো কমিটির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের সাথে

সকলের পরিচয় ঘটানোই ৭৬ তম বর্ষের ভাবনা নবদ্বীপের মণিপুর পুজো কমিটির। কুমোরটুলি থেকে মন্ডপে মন্ডপে ব্যাস্ততা,হাতে গোনা মাত্র কটা দিন, তারপরেই বছর পরে আসছে ঘরে উমা। আর এই উমার আগমনের বার্তাই যেন বয়ে এনেছে চারিধারের এই কাশফুল। বাতাসেও যেন বইছে এক আনন্দ আর খুশির হাওয়া, আকাশও যেন দেবী দূর্তলগার আগমনে প্রাক্কালে সেজে উঠেছে নানা রঙ্গে। আর এই নানা রঙের সাথেই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প কলার মিলন ঘটিয়ে জনসমক্ষে আনতে চলছে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের মণিপুর দুর্গোৎসব পুজো কমিটি। এবারে তাদের পুজো ৭৬ তম বর্ষে পদার্পন করলো, পুজো কমিটির সম্পাদক মানস সাহা জানান এবছরে তাদের ভাবনার নাম দেওয়া হয়েছে লালা নীল সবুজের মেলা বসেছে, চারিদিক আলো করে উমা এসেছে। তিনি জানান এবছরে তাদের পুজো মন্ডপটি তৈরি হচ্ছে সম্পুর্ন থর্মোকল বিহীন সরঞ্জাম দিয়ে, যেখানে ব্যাবহার করা হয়েছে প্লাইউড, গাছের ডাল, বিচুলি, কপড়, সহ নানাবিধ উপকরণ যা কোনভাবেই পরিবেশের ক্ষতিকারক নয়, পাশাপাশি তিনি বলেন এবছরে তাদের মন্ডপে বিভিন্ন রং এর ব্যাবহার করা হয়েছে, থাকছে বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের নিদর্শন, যেখানে শিশুরাতো বটেই সকলের মনে একটা জায়গা করে নেবে। পুজো কমিটির সভাপতি অশোক অধিকারী বলেন বিগত দিনের মতো এবছরও নবদ্বীপের মণিপুরের পুজো জেলাতে সারা ফেলবে, তিনি বেলন বিগত দিনে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সহ জেলা পুলিশের তরফে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে আমাদের পুজো, এবছরও দর্শকদের মনের মনিকোঠায় এই পুজো জায়গা করে নেবে। হাতে একদম সময় কম, তাই দিন রাত এক করে চলছে মন্ডপ তৈরির কাজ। একাধারে বাংলার লোকশিল্প, পটের কাজ,সহ নানা রংবেরঙের সাজসরঞ্জাম সাথে আলোর খেলা, শিশুদের মনে জায়গা করে নেবার এক অনবদ্য প্রচেষ্ঠা, আর প্রতিমাতেও থাকছে তেমনই সাদৃশ্য, সব মিলিয়ে এবছরও যে ৭৬ তম বর্ষে নবদ্বীপের এই পুজো কমিটি জেলায় একটা দৃষ্টান্ত তৈরী করতে মরিয়া তা বলাই বাহুল্য।

কালনার ব্যবসায়ীরা পরিবেশবান্ধব মালা ও চাঁদমালা তৈরি করে সাড়া জাগালেন

প্রসেনজিত দেবনাথ, কালনা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরশুমে যেমন আনন্দ এবং উৎসব থাকে, তেমনি এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশ দূষণের সমস্যা। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর পর ব্যবহৃত মালা, চাঁদমালা এবং ফুলের কারণে অনেক সময় প্লাস্টিক ও রাসায়নিকের আবর্জনা জমে যায়। তবে এই পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে কালনার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে। এবার তারা পরিবেশবান্ধব মালা, চাঁদমালা এবং ফুল তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করছেন, যা পুজো কমিটিগুলির মধ্যেও ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছে। কালনার বারুইপাড়া, নাগরগাছি, ধাত্রীগ্রাম, বাঘনাপাড়া সমেত বিভিন্ন এলাকার প্রায় একশ' পাঁচজন শিল্পী মালা, চাঁদমালা ও ফুল তৈরির কাজে যুক্ত আছেন। এখানকার উৎপাদিত মালা ও চাঁদমালা কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুরের পাইকারি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বিদেশেও পৌঁছে যায়। বিশেষ করে রঙিন চাঁদমালা, ফুল ও মালার চাহিদা তুঙ্গে ওঠে দুর্গাপুজো থেকে রাস পর্যন্ত, এবং কালীপুজোর সময়ও এই চাহিদা কমে না। মালার মরশুম বিশ্বকর্মা পুজো থেকেই শুরু হয়। এ বছর বিশ্বকর্মা পুজো এবং দুর্গাপুজো খুব কাছাকাছি হওয়ায় শিল্পীদের উপর কাজের চাপ বেড়ে গেছে। মহালয়ার আগেই মালা, চাঁদমালা ও ফুল পুজো কমিটিগুলিতে পৌঁছে দিতে হয়। বারুইপাড়ার কারখানাগুলো এই প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকে। কারখানার মালিক জানান, পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্লাস্টিক। এবার আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। মালা ও চাঁদমালা তৈরিতে কাপড়, কাগজ এবং পাটের মতো পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে শুধু দাম কমে না, দূষণও কমে। তিনি আরও যোগ করেন, শিল্পীরা এখন ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মালা ও চাঁদমালা তৈরি করছেন। এগুলোর দৈর্ঘ্য দশ হাত থেকে উনিশ হাত পর্যন্ত হতে পারে। অন্য এক ব্যবসায়ী বলেন, কাপড়ের তৈরি ফুলের চাহিদা যথেষ্ট ভালো। জরির মালারও বাজার রয়েছে। কোরিয়ান কাগজের ফুল, ভেলভেট কাগজের ফুলও ভালো বিক্রি হয়। চাঁদমালা কাগজে প্রিন্ট করা হচ্ছে, যা ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এবার পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করার কারণে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুজো শেষে ব্যবহৃত মালা, চাঁদমালা এবং ফুল পরিবেশে ক্ষতিকারক প্রভাব কমাচ্ছে। এতে করে শুধুমাত্র পরিবেশ সুরক্ষিত হচ্ছে না, শিল্পীদের উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রেও লাভ হচ্ছে। বাজারে এই ধরনের পরিবেশবান্ধব মালা ও চাঁদমালার বিক্রি বাড়ায় স্থানীয় শিল্পীদের মনোবলও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রেতাদের কাছেও এগুলি ভালো রেসপন্স পাচ্ছে। ফলে ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই নতুন নতুন ডিজাইন এবং বিভিন্ন আকারের মালা ও চাঁদমালা তৈরি শুরু করেছেন। এভাবে কালনার ব্যবসায়ীরা পুজোর বাজারে পরিবেশ সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উসবকে উদযাপন করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় এই পদক্ষেপ সমাজে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। মোটকথা, এবার দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোতে কালনার মালা ও চাঁদমালা শুধু উৎসবকে রঙিন করছে না, পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে। এটি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, যেখানে ব্যবসা, শিল্প এবং পরিবেশ সচেতনতা একসাথে এগোচ্ছে।

সিসি ক্যামেরা বন্ধ রেখে স্কুলেই মধুচক্রের আসর! অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাতে সরকারি স্কুলের মধ্যেই মধুচক্র চালানোর অভিযোগ। তাও আবার কিনা সিসি ক্যামেরা বন্ধ রেখেই! অভিযুক্ত খোদ স্কুলেরই অস্থায়ী এক কর্মী। তাঁর নাম কানু দেবনাথ। স্কুলে নৈশ প্রহরীর কাজ করত সে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের বাদামাইল লক্ষ্মী প্রতাপ উচ্চ বিদ্যালয়ে। মধুচক্র চালানোর অভিযোগে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কানুকে সাসপেন্ড করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, বুধবার রাতে এলাকারই এক মহিলা এবং এক যুবককে স্কুলের ভিতরে ঢুকতে দেখা যায়। তা থেকেই সন্দেহের সূত্রপাত! এরপরেই স্থানীয় মানুষজন জড়ো হন ওই স্কুলের সামনে। বিপদ বুঝেই যুবক পালিয়ে গেলেও মহিলাকে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একেবারে হই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার স্কুল খুলতেই স্থানীয়রা এসে বিষয়টি জানান কর্তৃপক্ষকে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার ফুটেজ চেক করা হয়। কিন্তু দেখা যায় সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ! তাতে সন্দেহ বাড়ে! প্রশ্ন ওঠে ক্যামেরা বন্ধ রেখেই তাহলে কুকীর্তি চলছিল? এরপরেই এদিন তড়িঘড়ি স্কুল পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকেন প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার লাহিড়ী। সেখানে ওই নৈশ প্রহরীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও মধুচক্র চালানোর ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন নৈশ প্রহরী কানু দেবনাথ। তিনি বলেন, স্কুলের পাশে ওই মহিলার বাড়ি। স্কুলের ভেতর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছাতে পারবে বলেই তিনি গিয়েছিলেন বলে জানান। সেই কারণেই ঢুকতে দিয়েছিলাম। অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার লাহিড়ী জানান, আপাতত সাসপেন্ড করা হয়েছে নৈশ প্রহরীকে। ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তে দোষী প্রমাণ হলে নৈশ প্রহরীকে পুরোপুরি বরখাস্ত করা হবে।

পুজোয় ভিড় দার্জিলিং-কালিম্পং-ডুয়ার্সে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার প্রাচীন প্রবাদ মনে করিয়ে দিচ্ছে- 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ!'। 'জেন জি' আন্দোলনের জেরে নেপালে ওলি সরকারের পতন ঘটে গেছে, আর লাগাতার বৃষ্টির কারণে সিকিমে ধসের বিপর্যয় হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয়নি। পুজোর দীর্ঘ ছুটিতে অনেকেই এই দুই জায়গা ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে বুকিং বাতিল করেছেন এবং ঝুঁকি নিচ্ছেন না। এমন সময় কপাল খুলেছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও ডুয়ার্সে, যেখানে পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের বড় অংশের সমাগমের আশা করা হচ্ছে। পুজোর ছুটিতে বাঙালি পর্যটকের সিংহভাগই ছুটে যান পাহাড়ে। তবে সেই ভিড় অনেকাংশে ভিনরাজ্য বা অন্য দেশের দিকেই থাকে। ডুয়ার্সে খুব বেশি পর্যটক ভিড় করেন না। দুই তিন বছর থেকে দার্জিলিং ছেড়ে অনেকেই বেছে নিয়েছিলেন নেপাল এবং উত্তর সিকিমের বিভিন্ন অফবিট জায়গা। কিন্তু এবার দুই ডেস্টিনেশনেই শঙ্কার ছায়া। নেপালে অশান্তি। অন্যদিকে উত্তর সিকিমে ভূমিধসের কারণে যাতায়াতের ঝুঁকি। উত্তর সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ীরা বুকিং নেওয়া বন্ধ রেখেছেন। পরিবর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম সিকিম ভ্রমণের আর্জি রাখা হচ্ছে। এমন অবস্থায় দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড় ও ডুয়ার্সে বুকিংয়ে জোয়ার এসেছে। লাটাগুড়ি রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দীব্যেন্দু দে কথায়, পুজোর সময় ডুয়ার্সে খুব একটা পর্যটকের ভিড় থাকে না। এবার অনেকেই যোগাযোগ করছেন। বুকিং চলছে। তিনি জানান, অনেক পর্যটক এবার ভুটানের দিকে পা বাড়িয়েছেন। তাঁদের অনেকেই একই যাত্রায় জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা পাহাড়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। ফলে আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটনে সুফল মিলবে। ইতিমধ্যে ডুয়ার্সের রিসর্টগুলোতে বেশিরভাগ রুম বুকিং হয়েছে। এদিকে দার্জিলিং শহরেও পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জানান, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ঢল নামবে। এবার বুকিংয়ে ভালো সাড়া মিলছে। অনেকেই 'অফবিট ডেস্টিনেশনে'র হোমস্টেতে গুলিতে বুকিং করছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বাবলু কুমার লোধ, পিতা স্বর্গীয় সুনীল চন্দ্র লোধ, সাংঃ ৭৩ / ৫, দশরথ ঘোষ লোধ, গোলাবাড়ী হাওড়া, বিয়িং নং. 050110285 তাং-14 Nov 2017 . ডি. এস আর হাওড়ায় রেজিস্ট্রীকৃত, (১) শ্রীমতি রিঙ্কি শর্মা, স্বামী পবন কুমার শর্মা (২) শ্রী পবন কুমার শর্মা, নিকট হইতে (০২)দুই কাটা ১৫ (পনেরো) ছটাক বা ০.০৪৮৫ একর পরিমিত জমি ক্রয় করি, যাহা আমার বিক্রেতাদয় বিয়িং নং. ১৩৪৭/, তাং- 5 Mar 2014 এ.ডি.এস. আর হাওড়ায়, রেজিস্ট্রিকৃত, শ্রী কাশীনাথ ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করেন।
উক্ত কাশীনাথ ঘোষ, শ্রীমতী নির্মলা বালা দাসী ওরফে নির্মলা বালা রায় মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (বুক নং- ৪, ভলুম নং-১.২০০১ সালের ২২ নং আমমোক্তার নামা)এ.ডি.এস. আর হাওড়ায় রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী সুরজ কুমার সাউ, পিতাঃ দুর্গা প্রসাদ সাউ নিকট হইতে (বিয়িং ০৮২৪৫, তাং. ১৬.১২.২০১১) খরিদ করেন।
তপশীলঃ মৌজা- চামরাইল, (০৫), হাল ৮৫৮ নং খতিয়ানে এবং সাবেক নং ১২৯৫ দাগের হাল ১৩২৭. মাপসুরত ০২ কাঠা ১৫ ছটাক বা বি. এল.এন্ড এল আর ও, বালি- জগাছায় নাম পত্তনের আবেদন করা হয়েছে এবিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে করিতে পারেন।

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 11/25/SBM(G)
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 4 (Four) Nos. different works. Document download/sale start date from **17/09/2025 at 12.00 AM.** Bid Submission starting from **17/09/2025 at 12.00 AM.** Last date of submission of Bid on **23/09/2025 at 01.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **25/09/2025 at 01.30 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

সংশোধনী

দুরন্ত বার্তায় ২২ নভেম্বর ২০২৪ সালের ৭ নং পৃষ্ঠায় লিগ্যাল নোটিশ ১৩ নম্বর লাইনে D.S.R পরিবর্তে A.D.S.R হবে।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge court, Bankura
Enrol. No.- F/423/652/2017

বিজ্ঞপ্তি
মোকাম বালুরঘাট সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর, মোকর্দ্দমা নং-১০ / ২০২৪ (মিস প্রবেট)

শ্রীমতি শিপ্রা দাস, স্বামী- মৃত অতীশ রঞ্জন দাস, বয়স-৬৬ বসর, জাতি হিন্দু, পেশা- গৃহবধূ, সাং ও পোষ্ট- জোড়দিঘী, থানা- বংশীহারী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।

দরখাস্তকারীনী.......

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অধুনা মৃত পরিতোষ চন্দ্র নাগ, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র নাগ, সাং ও পোষ্ট- জোড়দিঘী, থানা- বংশীহারী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর গত ইং ১৫.০৭.২০১৫ তারিখে এক খানি উইল সম্পাদন করিয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর তার একমাত্র ভাগ্নে বৌ শ্রীমতী শীপ্রা দাস (দরখাস্তকারিনী) প্রাপ্ত হইবেন ইচ্ছা প্রকাশে শ্রীমতি শিপ্রা দাস উক্ত উইলের এক্সিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান বর্ণনায় শ্রীমতি শিপ্রা দাস উক্ত উইলের প্রবেট পাইবার কামনায় মিস প্রবেট ১০ / ২০২৪ মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।
উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে কাহারো আপত্তি থাকিলে তাহাকে আগামী ইং ২৫.১১.২৫ তারিখে সকাল ১০টার সময় অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে নিজ আপত্তি ও সহায়ক দলীল দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে

'ক' নং উইলকৃত তপশীল
জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বংশীহারী, মৌজা- মুহগ্রাম, জে.এল.নং- ২১১, খতিয়ান নং-২০৩ (এল.আর), দাগ নং- ১৩৯২ (সার্ভে), শ্রেণী- দলা, পরিমান- ১.২৯ একরের মধ্যে ৬৪ শতক।

'খ' নং উইলকৃত তপশীল
জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বংশীহারী, মৌজা- মুহগ্রাম, জে.এল.নং- ২১১, খতিয়ান নং- ২০৩ (এল.আর), দাগ নং- ১৩৯২ (সার্ভে), শ্রেণী- দলা, পরিমান- ১.২৯ একরের মধ্যে ৬৫ শতক।

'গ' নং উইলকৃত তপশীল
জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বংশীহারী, মৌজা- মুহগ্রাম, জে.এল.নং- ২১১, খতিয়ান নং- ২০৩, (এল.আর) দাগ নং- ১৩৮৬ (সার্ভে), শ্রেণী দলা, পরিমান- ৯৮ শতক। সর্ব মোট ২.২৭ শতক জমি।
অদ্য ইং ২০২৫ সালে ০৮।০৯।২৫ তারিখে। আমার স্বাক্ষর ও আদালতে মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

সুজিত ধর রায়
আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (এসআর. ডিভিশন)
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

Deed Lost

I, Sk Nasir, S/o Late Sk Jamsed @ Jamsed Ali R/o Mollarber, Gumodanga, P.S. Dankuni, Dist. Hooghly, Pin-712250 a Deed being no. 4251, for the year 1990, Mouza-Bamunari, J.L. No. 25, Khatian No. 615, has been lost from my custody on 12.05.2025 at my own house due to house repairing and to that one G.D. Entry being No. 12/9 has been made on 18.09.2025 at Dankuni Police Station. If any person found those deeds, then please contact with me (Mobile : 9830594171) within seven days from the date of publication of this notice.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৯৯, তারিখ ঃ ১৮.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪১৮। কাজের নাম ঃ** "শেওড়াফুলি স্টেশনে পুরোনো ও বয়ঃভারে জীর্ণ প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশন ইএই দ্বারা প্রতিস্থাপন"- এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৬৯,৪৭৬.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)** ঃ ৯৯,৪০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৩১। কাজের নাম** ঃ "দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ট্রেনগুলির পরিচালনাকারী কর্মীদের জন্য হাওড়া স্টেশনে (পুরোনো ও নতুন উভয় কমপ্লেক্সে) তিনটি টিটিই রেস্ট রুমে ড্রাইভার/গার্ডদের রানিং রুম সহ উচ্চমানের সুবিধার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,১১,০৮৯.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)** ঃ ৮৮,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৯৩। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/১/ হাওড়ার শাখায় অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে শেওড়াফুলি স্টেশনে কমার্শিয়াল বিল্ডিং-এর একতলার বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা, অভ্যন্তরভাগ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়ন-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৮,৩৫,৬১৯.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)** ঃ ৯৬,৭০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ১৩.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-302/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ এনজেপি থানার পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম শুভজিত দাস, দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এনজেপি থানার পুলিশ অম্বিকানগর আন্ডারপাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে শুভজিকে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ অস্ত্র আইনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ,ঠাকুর নগরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তকে পূর্বেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। এনজেপি থানার পুলিশ আরও তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংযোজনী

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর-গোন্ডা শাখায় গোরখপুর-ডোমিনগড় স্টেশনের মধ্যে ৩য় লাইন চালু এবং গোরখপুর-আনন্দনগর শাখায় গোরখপুর ও নাকাহা জঙ্গল স্টেশনের মধ্যে ডাবলিং সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং **(২২.০৯.২০২৫ তারিখ)**/ নন-ইন্টারলকিং **(২৩.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত)** কাজ তৎসহ সিআরএস ইন্সপেকশন **(২৬.০৯.২০২৫ তারিখ)**-এর জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিও নিম্নরূপে বাতিল থাকবেঃ **বাতিল (সংযোজন)ঃ ১৫০৪৭** কলকাতা-গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ভায়া সিওয়ান (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯ ও ২৭.০৯.২০২৫)=২ ট্রিপ এবং **১৫০৪৮** গোরখপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ভায়া সিওয়ান (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৯ ও ২৬.০৯.২০২৫)=২ ট্রিপ। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Century Extrusions Limited

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders are hereby informed that a special window has been opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019, for transfer of physical shares and rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/ or otherwise.

Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s C. B. Management Services Pvt. Ltd, Rasoi Court, 20 R N Mukherjee Road, Kolkata 700001.

The Company's website, **www.centuryextrusions.com**, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates, if any, shall be uploaded therein.

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350

Date : September 19, 2025
Place: Kolkata

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-12/EO/25-26 Dt-18/09/2025 for 02 nos. scheme Tender ID-2025_ZPHD_905680_2 & 2025_ZPHD_905680_11 within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. **Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-16/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 21(Twenty One) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Reference **Tender ID: 2025_DM_905684_1 to 2025_DM_905684_21.** Document download/ sell starting from **18.09.2025 up to 06.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **18.09.2025 up to 06.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **08.10.2025 at 16:05 A.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of The Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER
No. 78/MAME/BDO/PANCHLA/2025-2026

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tender for total 3(Three)Nos. different works. Bid submission starting from **18/09/2025 at 18.00 Hrs**. Last date of Submission of Bid (online) **25/09/2025 at 17.00 Hrs**. Date of Opening of Bid(Technical) **08/10/2025 at 15:00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ **তারিখ ঃ ১৮.০৯.২০২৫**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন সম্পদের বিজ্ঞাপনী প্রচারস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন ক্যাটালগ নং. **এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৯-০২** প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ-এর বিশদ নিম্নরূপ ঃ **ই-অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি -এসডিএএইচ- ০৯-০২, নিলাম শুরু ঃ ২৩.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টায়। ক্র. নং.; এসইকিউ নং.; লট নং/বিভাগ; বিবরণ; চুক্তির মেয়াদ** নিম্নরূপ ঃ **(১) এএ/১; এডিভিটি-এসডিএএইচ- ডিডিজে-ওএসডি - ৬২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (ডিজিটাল);** ৫০ ঃ ৫০ সময় স্লট/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ের তথ্যমূলক বার্তার সঙ্গে বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ সহ দমদম স্টেশনে ভিডিও ওয়াল সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ; ০৫ বছর। **(২) এএ/২; এডিভিটি-এসডিএএইচ- বিএনএক্সআর-ওএসডি - ৬৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (ডিজিটাল);** ৫০ ঃ ৫০ সময় স্লট/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ের তথ্যমূলক বার্তার সঙ্গে বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ সহ বিধাননগর রোড স্টেশনে ভিডিও ওয়াল সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ; ০৫ বছর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি জানতে ই-অকশন মডিউল **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-201/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসবিআই শ্রীরামপুর ব্রাঞ্চ (০০১৭৮)
জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২০১
ই-মেল-sbi.00178@sbi.co.in

গাড়ির নিলাম

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণঃ যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩ ২৬৬২ ১৪২৭, ই-মেইলঃ sbi.00178@sbi.co.in

ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা পুরাতন জব্দকৃত গাড়ি/যানবাহন ২৬.০৯.২০২৫ **(শুক্রবার)** খোলা নিলামে বিক্রি করা হবে। খোলা নিলাম **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত এসবিআই শ্রীরামপুর শাখা, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২০১**-এ অনুষ্ঠিত হবে। **যোগাযোগ নম্বর-০৩৩ ২৬৬২ ১৪২৭।**
গাড়ির বিবরণঃ

ক্রম নং.	যানবাহনের বর্ণনা	যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	তৈরির বছর	দর বর্ধিত মূল্য টাকায়	রিজার্ভ মূল্য (টাকা)
১.	**তৈরি ও মডেলঃ মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা / স্করপিও এম টি** রেজিস্ট্রেশন নং)ঃ **24BH7949B,** রেজিস্ট্রেশন তারিখঃ **০৫.০২.২০২৪,** ইঞ্জিন নং- **YDR4A34966,** চেসিস নং- **MA1TJ2YD6R6A60600, মালিকের নামঃ মুনমুন দেবনাথ।**	২৪.০৯.২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত	২০২৪	২০০০.০০ টাকা	৯,০৫,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সমেত)

দ্রষ্টব্যঃ এই দামগুলিতে প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত।
সমস্ত যানবাহন **"যেমন আছে যেখানে আছে"** এবং **"যেমন আছে যা আছে"** তার ভিত্তিতে **শর্তে** নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতারা নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব জমা দেবেন এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ **(ইএমডি ৯০,৫০০.০০ টাকা)** সমপরিমাণ জামানত জমা দেবেন। নিলামের তারিখ **২৫.০৯.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত "এসবিআই শ্রীরামপুর শাখা"**-এর অনুকূলে ব্যাংক **ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের** মাধ্যমে জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদের যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং বিড আবেদনপত্র-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ বিড পরিমাণ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্টের ছবি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।
গ) দরপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের** মাধ্যমে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাংকে জমা দিতে হবে। **সড়ক কর, বীমা, আরটিও-এর মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদির মতো যেকোনো আইনগত বকেয়া ক্রেতা বহন করবে।**
ঙ) কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিতস্থগিত করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির নিবন্ধন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। **"এসবিআই শ্রীরামপুর"** শাখা বা কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না।

তারিখঃ ২০.০৯.২০২৫
স্থানঃ শ্রীরামপুর, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শ্রীরামপুর শাখা

এআইএফএফ-কে দ্রুত নয়া সংবিধান কার্যকরের সুপ্রিম নির্দেশ

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ কিছুটা হলেও স্বস্তি পেল ভারতীয় ফুটবল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কিছুটা হলেও কাটল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অচলাবস্থা। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশনের দায়িত্বে থাকবে বর্তমান কমিটিই। কোনও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ফেডারেশনের নতুন সংবিধান অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। সম্ভব হলে চার সপ্তাহের মধ্যে। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে আপাতত ফিফার নির্বাসনের খাঁড়া ফেডারেশনের উপর থেকে উঠে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট কিছু সংশোধনী-সহ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের খসড়া সংবিধান অনুমোদন করেছে। দেশের শীর্ষ আদালত ফুটবল সংস্থাটিকে চার সপ্তাহের মধ্যে তার সাধারণ সভায় এটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে বর্তমান ফেডারেশনের পদাধিকারীদের নির্বাচনকেও বৈধতা দিয়েছে। বর্তমান পদাধিকারীদের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র এক বছর বাকি থাকায় নতুন নির্বাচনের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ৩০ এপ্রিল শুনানি শেষ করে সুপ্রিম কোর্ট অল ইন্ডিয়া

ফুটবল ফেডারেশনের সংবিধান মামলার রায় সংরক্ষণ করে। ২০১৭ সাল থেকে এআইএফএফ মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ছিল। এতে, সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে এআইএফএফকে একটি নতুন সংবিধান খসড়া করার নির্দেশ দেয়। এর পরে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও ২০২৩ সালে একটি নতুন সংবিধান খসড়া তৈরি করেছিলেন, তবে এর উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতুবি ছিল। এখন কিছু সংশোধনের পর

সুপ্রিম কোর্ট খসড়া সংবিধান অনুমোদন করেছে। এর আগে, এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এবং ফিফা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি লিখে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে তাদের সংবিধান প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিল ও এআইএফএফকে স্থগিত করার হুমকি দিয়েছিল। আদালত বিভিন্ন রাজ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়দের দ্বারা উত্থাপিত খসড়া সংবিধানের উপর আপত্তির শুনানিও বেশ কয়েকদিন ধরে চালিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও কর্তৃক প্রস্তুত খসড়া সংবিধানে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একজন ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় সর্বোচ্চ ১২ বছর ফেডারেশনের পদে থাকার অনুমতি দেওয়া, যদি তিনি টানা দুইবার চার বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। এতে বলা হয়েছে, ক্রীড়া সংস্থার পদাধিকারী হিসবো আট বছর দায়িত্ব পালনের পর চার বছরের কুলিং-অফ পিরিয়ড প্রয়োজন হবে। তবে, খসড়ায় আরও বলা হযেছে যে ৭০ বছর বয়স অর্জনের পরে কোনও ব্যক্তি ক্রীড়া সংস্থার সদস্য থাকতে পারবেন না। খসড়া অনুসারে, এআইএফএফ-এর কার্যনির্বাহী কমিটি ১৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। তাতে থাকবেন, একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি (একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা), একজন কোষাধ্যক্ষ এবং আরও ১০ জন সদস্য। এই ১০ সদস্যের মধ্যে পাঁচজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ থাকবেন, যার মধ্যে দুজন মহিলা থাকবেন। খসড়া সংবিধানে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে সভাপতি-সহ পদাধিকারীদের অপসারণেরও বিধান রয়েছে, যা ফেডারেশনের বর্তমান সংবিধানে নেই।

আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা কল্যাণ চৌবের

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ফুটবলের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, শুক্রবার অন্যতম ভালো দিন হতে চলেছে। সকালে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় থাকবে, পাশাপাশি নির্দেশ দিয়েছে চার সপ্তাহের মধ্যে নতুন সংবিধান চালু করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর কল্যাণ চৌবে জানিয়ে দিলেন ২০২৫-২৬ মরশুমে আইএসএল-এর সম্ভাব্য দিন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ চৌবে জানান, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শুরু হবে আইএসএল। লিগের ফর্ম্যাট বা নিয়মে কোনও বদল আসবে না। প্রতিটা দল ২৪টা করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। এতদিন জল্পনা ছিল, আইএসএল-এ ম্যাচের সংখ্যা কমতে পারে, দলগুলোকে গ্রুপে ভেঙে লিগ আয়োজন করা হতে পারে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিলেন কল্যাণ। গতবারের মতো একই ফর্ম্যাটে হচ্ছে আইএসএল এবং গত বছর যতগুলো টিম ছিল ততগুলো টিমই থাকছে। পাশাপাশি গত মরশুমে আইলিগ জয়ী দল সুযোগ পাবে আইএসএল খেলার। সেক্ষেত্রে ইন্টার কাশী বা চার্চিল ব্রাদার্সের মধ্যে একটা ক্লাব সুযোগ পেতে পারে। সাংবাদিকদের কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন, টেন্ডার ডেকে নতুন কমার্শিয়াল পার্টনার বেছে নেওয়া হবে। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো কাজ শেষ হবে।

দিমিত্রির সঙ্গে সম্ভবত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন বাগান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অস্ট্রেলিয়ান ফরোয়ার্ড দিমিত্রি পেত্রাতোস সম্ভবত দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন। সবুজ-মেরুন জার্সিতে তাঁর গোল ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রভাব ফেলা এই ফুটবলারের বিদায়ের খবর সমর্থকদের মাঝে হতাশা ছড়িয়েছে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু ২০২৫-২৬ মরসুমে মোহনবাগানের অভিযান শুরু হযেছে ১৬ সেপ্টেম্বর তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হার দিয়ে। এই হারের পর দলের পরবর্তী অ্যাওয়ে ম্যাচ ইরানের সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে ৩০ সেপ্টেম্বর। তবে এই ম্যাচের আগে দলের চার বিদেশি ফুটবলার-টম অলড্রেড, জেসন কামিংস, জেমি ম্যাকলারেন এবং দিমিত্রি পেত্রাতোস-ভিসা জটিলতার কারণে ইরান যাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মুখে। এই পরিস্থিতিতে পেত্রাতোসের বিদায়ের সম্ভাবনা আরও জোরাল হয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের ভিসাধারী এই ফুটবলারদের ইরানে প্রবেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নিচ্ছে, তবে পেত্রাতোসের সঙ্গে চুক্তি সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গত মরসুমে

আইএসএল-এ পেত্রাতোসের গোল এবং অ্যাসিস্ট দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে তাঁর ফ্রি-কিক ও প্লে-মেকিং দক্ষতা। কোচ হোসে মোলিনা এই হারের পর দলের কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবছেন এবং পেত্রাতোসের অনুপস্থিতি দলের আক্রমণে প্রভাব ফেলতে পারে। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। পেত্রাতোসের বিদায় হলে নতুন বিদেশি ফরোয়ার্ড নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এই জটিলতা দলের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ, কারণ সেপাহানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদেশি খেলোয়াড়দের ছাড়া খেলা কঠিন হবে। সমর্থকরা এখন অপেক্ষায় আছেন ম্যানেজমেন্টের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য।

পাকিস্তানকে কড়া মেইল আইসিসি-র

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ হ্যান্ডশেক ইস্যুতে পিসিবি একের পর এক ধাক্কা খাওয়ার পর এ বার সম্ভবত সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা তারা খেলো। আইসিসি এ বার পিসিবি-কে চিঠি দিল নিয়ম ভাঙার জন্য। যার জন্য শাস্তির মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট। উল্লেখ্য ইউএই ম্যাচের আগে পাকিস্তান জানিয়েছিল তারা ম্যাচ খেলবে না। শর্ত দেয় অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ক্ষমা চাইতে হবে। এর পর পাইক্রফট গিয়ে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক, কোচ, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলার সেই ভিডিয়ো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাদের এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করে। জানানো হয়, পাকিস্তান অধিনায়কের কাছে ক্ষমা চাইছেন পাইক্রফট। তবে তারা সেই ভিডিয়োর কোনও অডিও শেয়ার করেনি। শুধু ভিডিয়োটি শেয়ার করে। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, ভিডিয়োটি শেয়ার করতে পারে না কেউ। সেটাই করেছে পিসিবি। অ্যান্ডি পাইক্রফট যেখানে বসে পাকিস্তান দলের কর্তা ও প্লেয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলেন সেটা দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পিএমওএ এলাকা। যার পুরো নাম প্লেয়ারস্ অ্যান্ড ম্যাচ অফিসিয়ালস্ এরিয়া। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটা স্টেডিয়ামে পিএমওএ-তে প্লেয়ার ও ম্যাচ অফিসিয়াল ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। পাশাপাশি সেই এলাকার ভিডিয়ো করা যায় না। পিসিবি ভিডিয়ো করে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দিয়েছে। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আইসিসি-র সিইও সংযোগ গুপ্তা পিসিবি-কে একটি কড়া মেইল করেছেন। যেখানে পিএমওএ-তে ভিডিয়ো করায় আপত্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, আয়োজকরা, পিসিবি-কে বারণ করেছিল পিএমওএ-তে ভিডিয়ো না করতে। সেই সময়ে পিসিবি পাল্টা হুমকি দেয় ম্যাচ না খেলার জন্য।

আদ্রিয়ান লুনার দিকে নজর এবার পাঞ্জাব এফসি'র?

সংবাদ সংস্থা, লুধিয়ানা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে আগের ফুটবল মরসুম শুরু করেছিল পাঞ্জাব এফসি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সকে। তারপর সময় যত এগিয়েছিল ততই দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাবের এই ফুটবল ক্লাবের দাপট। সেবার লুকা মাজসেন থেকে শুরু করে মিজল জ্যাকের মতো ফুটবলারদের পারফরম্যান্স সহজেই মন জয় করেছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। যারফলে টুর্নামেন্টের প্রথম লেগের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের ছেলেরা। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত লিগ টেবিলের দশম স্থানে শেষ করেছিল দল। তারপর সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করে কোয়ার্টার

ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য থাকলেও কাজে আসেনি সেই লড়াই। মানোলো মার্কুযেজের এফসি গোয়ার কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। সেই সমস্ত কিছু ভুলে এবারের এই নয়া সিজনে নিজেদের ঘর গোছাতে তপর ছিল ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারের নাম। করাই প্রধান লক্ষ্য পাঞ্জাব এফসির। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে না হলেও আসন্ন সুপার কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর আইএসএলের এই দল। সেইমতো ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ফুটবলার যুক্ত হলে ও বিগত কয়েক মাসে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল আয়োজন ঘিরে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক জটিলতা। যারফলে খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরে এগোতে শুরু করেছিল এই দল। ইতিমধ্যেই ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হয়ে গেলেও দল গঠনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে পাঞ্জাব। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এই নয়া ফুটবল সিজনের কথা মাথায় রেখে এবার নাকি আদ্রিয়ান লুনাকে দলে টানার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ম্যানেজমেন্ট। মনে করা হচ্ছে এবার এই উরুগুয়ান তারকাকে দলে এনে মাঝমাঠকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে পাঞ্জাব এফসি।

জোড়া গোলে র‍্যাশফোর্ডের স্মরণীয় রাত, বার্সেলোনার দারুণ জয়

সংবাদ সংস্থা, নিউ ক্যাসল, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ সেন্ট জেমস পার্কে বৃহস্পতিবার রাতে ২-১ গোলে জিতেছে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। নিজের দুটি গোলই দ্বিতীয়ার্ধে ৯ মিনিটের মধ্যে করেন র‍্যাশফোর্ড। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান কমান অ্যান্টোনি গর্ডন। চোটে বাইরে থাকা লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া টানা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে প্রায় ৬৫ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৯টি শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। আয়োজকদের ১০ শটের ছয়টি লক্ষ্যে ছিল। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে ম্যাচের শুরু থেকে। প্রথম সুযোগ নিউক্যাসল পায় নবম মিনিটে। হার্ভে বার্নসের শট ঠেকিয়ে দেন হোয়ান গার্সিয়া। ২৪তম মিনিটে বার্নসের আরেকটি শট দারুণ নৈপুণ্যে রুখে দেন বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে গোলের জন্য নিউক্যাসলের তিন শটের ওই দুটি ছিল লক্ষ্যে। এই সময়ে বার্সেলোনার ৯ শটের কেবল একটি লক্ষ্যে ছিল। অষ্টাদশ মিনিটে রবের্ত লেভানডফস্কির হেড ঠেকান গোলরক্ষক নিক

পোপ। এছাড়া কয়েকটি হাফ-চান্স পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি সফরকারীরা। লক্ষ্যে নিজেদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৫৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। জুল কুন্দের ক্রসে বক্সে চমৎকার হেডে বল জালে পাঠান র‍্যাশফোর্ড। বার্সেলোনার জার্সিতে নিজের প্রথম গোল এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড করলেন নিজ দেশের মাটিতে। গ্যালারিতে বসে তার গোল দেখলেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ টমাস টুখেল। ৬৭তম মিনিটে দর্শনীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান গ্রীষ্মের দলবদলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া র‍্যাশফোর্ড। প্রতিপক্ষের পা থেকে বল পেয়ে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে জায়গা বানিয়ে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ে জোরাল শট নেন ২৭ বছর বয়সী তারকা, বল দূরের পোস্টের ক্রসবারে লেগে জালে জড়ায়। ৭৪তম মিনিটে আরেকটি সেভ করেন গার্সিয়া। বক্সের বাইরে থেকে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেসের শট ঠেকান তিনি। ৯০তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে নাটকীয় কিছুর আভাস দেন গর্ডন। ডান দিক থেকে জ্যাকব মার্ফির পাস বক্সে পেয়ে জালে পাঠান তিনি। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন বার্সেলোনার দানি ওলমো। বক্সের বাইরে থেকে তার নিচু শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন গোলরক্ষক।

সাউলকে নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহী চেন্নাইয়িন এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ গত মরসুমটা একরাশ হতাশার মধ্য দিয়েই কেটেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। প্রথমেই ছিটকে যেতে হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা খুব একটা সহজ ছিল না। প্রথম থেকেই পরাজিত হতে হয়েছিল টানা ছয়টি ম্যাচ। পরবর্তীতে অস্কার ব্রুজোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল দলের দায়িত্ব। এই স্প্যানিশ কোচের হাত ধরেই ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল ময়দানের এই প্রধান। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপে ভালো পারফরম্যান্স করার পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ও জয়ের স্বাদ পেয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। তবে খেলোয়াড়দের চোট আঘাতের সমস্যা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল দলের পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে। ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথেই ছিটকে যেতে শুরু করেছিলেন একের পর এক তারকা ফুটবলার। তাঁদের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে চাপে ফেলেছিল দলকে। তবুও নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়াই করার পরিকল্পনা ছিল ময়দানের এই প্রধানের। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্লে-অফে যাওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পেতে মুখিয়ে

ছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু সেখানেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং ছিটকে যেতে হয়েছে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। যথেষ্ট হতাশাজনক পারফরম্যান্স ছিল দলের বিদেশি ফুটবলারদের। গ্রীক ফরোয়ার্ড দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকোস থেকে শুরু করে সাউল ক্রেসপোর মতো ফুটবলারদের নিয়ে বাড়তি প্রত্যাশা থাকলেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি কেউ। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হয়েছিল যে নতুন সিজনে হয়তো তাঁদের দলে রাখতে চাইবে না ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে ডুরান্ড কাপ পর্যন্ত দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকোস লাল-হলুদে খেললেও গত কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁকে রিলিজ করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। পরিবর্তে দলে যোগ দিয়েছেন এক জাপানি ফুটবলার। পাশাপাশি সাউল ক্রেসপো এই ডুরান্ড কাপে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করলেও তাঁকে নিয়ে খুব একটা খুশি নন অস্কার ব্রুজো। তাহলে কি এবার এই স্প্যানিশ ফুটবলারকে ও ধন্যবাদ জানাবে ইস্টবেঙ্গল? সেই বিষয়টা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু এসবের মাঝেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে আরেক তথ্য। শোনা যাচ্ছে, আসন্ন সুপার কাপের পাশাপাশি আইএসএলের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের কথা মাথায় রেখে এই দাপুটে মিডফিল্ডারকে দলে নিতে ইচ্ছুক চেন্নাইয়িন এফসি। কথাবার্তা ও নাকি হয়েছে প্রাথমিক স্তরে। যদিও খুব শিঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে এই বিষয়টি।

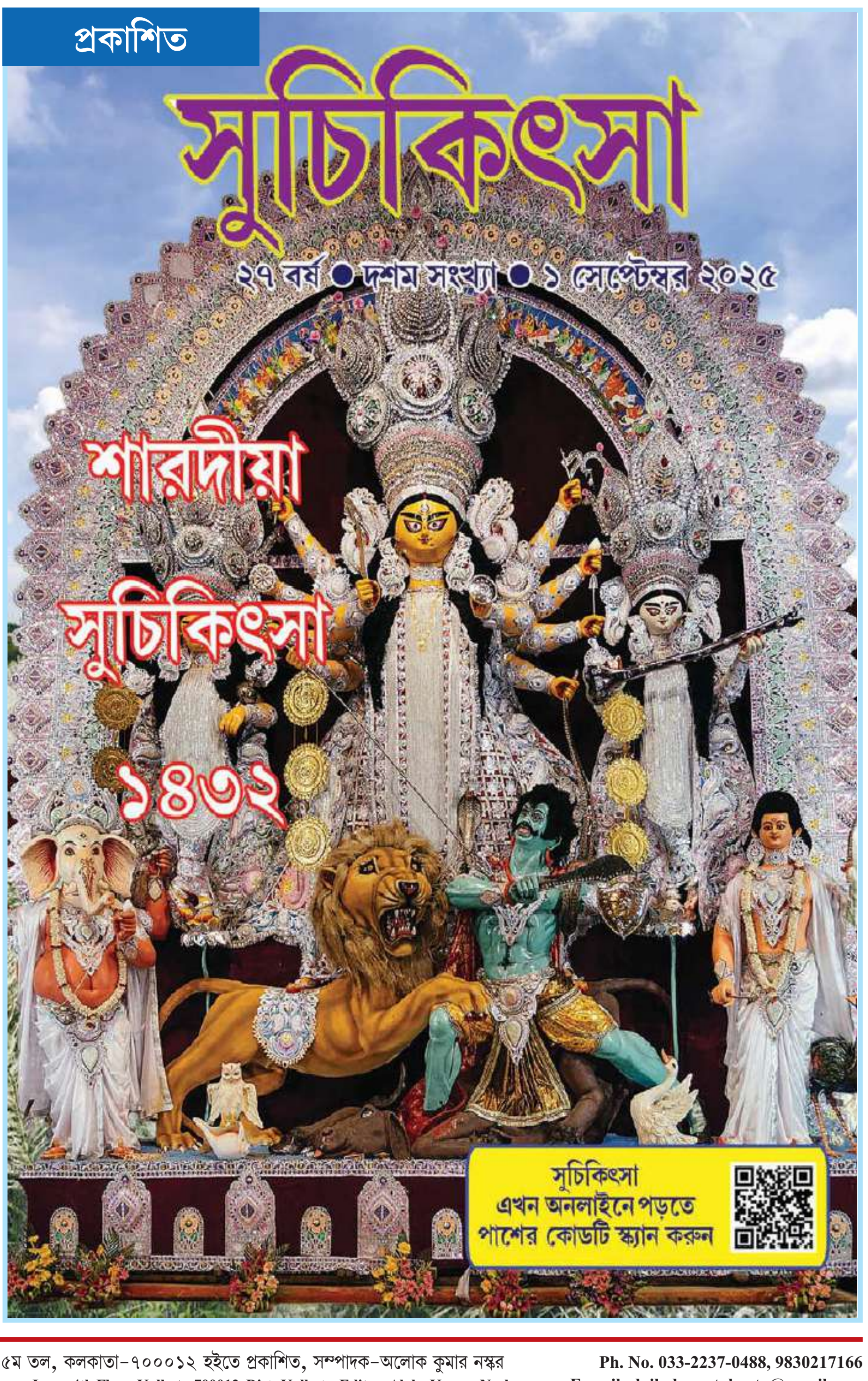

১০ জনের নাপোলিকে হারিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির শুভসূচনা

অধিনায়ক জিওভান্নি দি লরেন্সো শুরুর দিকেই লাল কার্ড দেখায় বাধ্য হয়ে রক্ষণে মনোযোগ বাড়ায় নাপোলি। তবে ম্যানচেস্টার সিটিকে আটকাতে পারেনি তারা। পুরোটা সময় আধিপত্য করে অনায়াস জয় পেয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে ২-০ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নতুন অভিযান শুরু করেছে ২০২২-২৩ আসরের চ্যাম্পিয়নরা। আর্লিং হলান্ড দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান জেরেমি ডোকু। আক্রমণ সামলাতে গিয়ে বড় ভুলটা করে বসেন নাপোলির অধিনায়ক জিওভান্নি দি লরেন্সো। তাতে তার দলের পরিকল্পনা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায়। ২১তম মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান হলান্ড, তখন ডি-বক্সের বাইরে তাকে ফাউল করে বসেন দি লরেন্সো। ভিএআর মনিটরে দেখে ইতালিয়ান ডিফেন্ডারকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। এই ঘটনায় কেভিন ডে ব্রইনের সিটির আঙিনায় প্রতিপক্ষ রূপে ফেরার অধ্যায়টা খুব ছোট হয়ে যায় রক্ষণকে শক্তিশালী রাখতে কিছুক্ষণ পরই বেলজিয়ান তারকাকে তুলে ডিফেন্ডার মাথিয়াস অলিভেরাকে নামান নাপোলি কোচ। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকায় চাপ আরও বাড়ায় সিটি। যদিও রক্ষণাত্মক হয়ে পড়া নাপোলির বিপক্ষে

নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করতে ভুগছিল আয়োজকরা। প্রথমার্ধে নাপোলির এক শটের বিপরীতে সিটি গোলের জন্য ১৬টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে ৫টি। বিরতির আগে কয়েক মিনিটের মধ্যে দারুণ দুটি সেভ করে নাপোলিকে সমতায় রাখেন গোলরক্ষক মিলিনকোভিচ-সাভিচ। দ্বিতীয়ার্ধেও একইভাবে প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে অবশেষে ৫৬তম মিনিটে ডেডলক ভাঙতে পারে সিটি। ফিল ফোডেনের উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল হেডে জালে পাঠান হলান্ড। সেই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের রেকর্ড গড়েন নরওয়ের এই স্ট্রাইকার, ৪৯ ম্যাচে। ২০০৭ সালে ৬২ ম্যাচে গোলের ফিফটি ছুঁয়ে আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রেয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন স্ট্রাইকার রুড ফন নিস্টলরয়। এই ৫০ গোলের ২৭টি হলান্ড করেছেন ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে। বাকিগুলো বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (১৫) ও রেড বুল সালসবুর্কের জার্সিতে (৮)। এগিয়ে যাওয়ার ৯ মিনিটের মাথায় দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডোকু। ডি-বক্সের মুখে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মাঝে সতীর্থের পাস ধরে তড়ি ভেতরে ঢুকে, আরও দুজনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। এরপর সিটির আক্রমণের ধার কমে যায়। বাকি সময়ে কেউই উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। আর নাপোলি পুরো ম্যাচে গোলের জন্য ওই একটি শটই নিতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com